ভারত

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল

দেখার এবং করার মতো সেরা জিনিস



স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুদিত

© backpackandsnorkel.com

Contents

1. ভারতের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল: আপনার অবিস্মরণীয় যাত্রার জন্য চূড়ান্ত গাইড 9
2.1 দাবিত্যাগ 13
2.2 কপিরাইট 15
3. ভারত সম্পর্কে সাধারণ তথ্য 16
3.1 ভারতের জন্য ভিসার প্রয়োজনীয়তা 16
3.2 ভারতে মুদ্রা এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয় 18
3.3 জলবায়ু এবং ভারত ভ্রমণের সেরা সময় 18
3.4 ভারতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা 21
3.5 ভারতের মধ্যে পরিবহন 24
3.5.1 ট্যাক্সি 24
3.5.2 Tuk-Tuks (অটো-রিকশা) 24
3.5.3 রাইড-হেইলিং অ্যাপস 25
3.5.4 ব্যতিক্রম: জয়পুরের আম্বার ফোর্ট 26
3.5.5 সাবওয়ে/মেট্রো 27
3.5.6 সাইকেল-রিকশা 27
3.5.7 গাড়ি স্থানান্তর (ড্রাইভার সহ) 29
3.5.8 ট্রেন - ভারতীয় রেলওয়ে 29
3.5.9 ফ্লাইট 31
3.6 ভারতে সংযোগ 32
3.7 ভারতে বিদ্যুৎ এবং পাওয়ার প্লাগ 32
3.8 ভারতে সময় অঞ্চল 32
3.9 ভারতে সাংস্কৃতিক শিষ্টাচার এবং রীতিনীতি 33
3.10 ভারতে ভাষা 33
3.11 ভারতে ধর্ম ও বিশ্বাস 33
3.12 ভারতে খাদ্য ও পানীয় 34
3.13 ভারতের ইতিহাসের হাইলাইটস 35
3.14 দ্য আর্ট অফ দ্য হেড ববল / হেড ওয়াবল 45
3.15 স্টারিং এবং ব্যক্তিগত স্থান 45
3.16 টিপিং (বকশীশ) 45
4. ভারতে কোন ধরনের বাসস্থান বেছে নিতে হবে 47

4.0.1 বিলাসিতা এবং ঐতিহ্যের অবস্থান 47
4.0.2 মিড-রেঞ্জ কমফোর্ট 48
4.0.3 বাজেট এবং প্রামাণিক নিমজ্জন 48
4.1 বুকিং এর জন্য ব্যবহারিক পরামর্শ 50
4.2 দিল্লিতে কোথায় থাকবেন 51
4.2.1 Pullman New Delhi Aerocity An Accor Hotels Brand 53
4.2.2 আন্দাজ দিল্লি, হায়াত দ্বারা 57
4.2.3 দিল্লিতে বি উনিশ 62
4.3 আগ্রায় কোথায় থাকবেন 66
4.3.1 ম্যারিয়ট আগ্রা দ্বারা উঠান 68
4.4 জয়পুরে কোথায় থাকবেন 73
4.4.1 জয়পুরের হোটেল আর্য নিবাস 75
5. ভারতের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল: একটি 7-দিনের ক্লাসিক ভ্রমণপথ 79
5.1 দিন 1: ভারতে আগমন 81
5.1.1 ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (DEL) আগমন 81
5.1.2 মানি এক্সচেঞ্জ এবং সিম কার্ড 81
5.1.3 আপনার হোটেলে যাওয়া 81
5.1.4 আপনার দিল্লী আবাসন 83
5.1.5 1 দিন দিল্লি অন্বেষণ 83
5.1.6 বিজয়ের টাওয়ার: কুতুব মিনার অন্বেষণ 84
5.1.6.1। কুতুব মিনার 87
5.1.6.2। কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ (ইসলামের পরাক্রম) 89
5.1.6.3। লোহার স্তম্ভ (একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য) 92
5.1.6.4। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের সমাধি 94
5.1.6.5। আলাই দরওয়াজা 96
5.1.6.6। আলাই মিনার 98
5.1.6.7। ইমাম জমিনের মাযার 98
5.1.6.8। আলাউদ্দিন খিলজির মাদ্রাসা 100
5.1.6.9 স্মিথের বোকামি 100
5.1.7 ইন্ডিয়া গেট: বলিদান এবং জাতীয় গর্বের আর্ক 101
5.1.7.1 নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ছাউনি 104

5.1.7.2 জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ (রাষ্ট্রীয় সমর স্মারক) 105
5.2 দিন 2: দিল্লির স্ব-নির্দেশিত সফর 108
5.2.1 লাল কেল্লা (লাল কিলা): মুঘল শক্তির দুর্গ 109
5.2.1.A লাহোরি দরওয়াজা (লাহোর গেট) 113
5.2.1.B ছাত্তা বাজার (আচ্ছাদিত বাজার) 115
5.2.1.C নওবত খানা (ড্রাম হাউস) 117
5.2.1.D দিওয়ান-ই-আম (হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স) 120
5.2.1.E মমতাজ মহল (উন্নত প্রাসাদ) 123
5.2.1.F রং মহল (রঙের প্রাসাদ) 125
5.2.1.জি নাহর-ই-বিহিষ্ট (স্বর্গের স্রোত) 127
5.2.1.H খাস মহল (ব্যক্তিগত প্রাসাদ) 129
5.2.1.I দিওয়ান-ই-খাস (বেসরকারী দর্শকদের হল) 131
5.2.1.J দ্য হাম্মাম (রাজকীয় স্নান) 134
5.2.1.K মতি মসজিদ (মুক্তা মসজিদ) 136
5.2.1.L হীরা মহল (ডায়মন্ড প্যালেস) 138
5.2.1.M শাহ বুর্জ (সম্রাটের টাওয়ার) 140
5.2.1.N জাফর মহল (বিজয় প্রাসাদ) 142
5.2.1.ও ভাদোন মণ্ডপ 144
5.2.1.P The Sawan Pavilion: A Symphony of Early Rains 145
5.2.1.Q হায়াত বকশ বাগ (জীবন-দানকারী বাগান) 147
5.2.1.R লাল কেল্লা বাওলি (স্টেপওয়েল) 149
5.2.1.S দিল্লি গেট 151
5.2.1.1 সন্ধ্যায় লাল কেল্লার আলো ও শব্দ শো (সোন-এট-লুমিয়ের) 152
5.2.2 জামে মসজিদ: পুরানো দিল্লির মহান মসজিদ 153
5.2.3 চাঁদনি চক - চাঁদনি স্কোয়ার: পুরানো দিল্লির স্পন্দিত হৃদয় 159
5.2.3.0 চাঁদনী চকের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 162
5.2.3.1 দারিবা কালান (দ্য সিলভার চক) 163
5.2.3.2 গুরুদুয়ারা সিস গঞ্জ সাহেব 166
5.2.3.3 রেস্তোরাঁর পর্যালোচনা: বাহ জি বাহ, চাঁদনি চক এলাকা 169
5.2.3.4 ঘন্টেওয়ালা মিষ্টান্নকারী: একটি পুনরুজ্জীবিত মুঘল উত্তরাধিকার 171
5.2.3.5 নটরাজ দহি ভল্লা 173

5.2.3.6 Pt বাবু রাম প্রান্তে ওয়ালা 174
5.2.3.7 পরন্তে ওয়ালি গালি (পরাঠার রাস্তা)..... 175
5.2.3.8 কিনারি বাজার (উৎসবের শোভা বাজার)..... 177
5.2.3.9 গাদোদিয়া বাজার (এশিয়ার বৃহত্তম মসলার বাজার)..... 179
5.2.3.10 সেন্ট স্টিফেন চার্চ (C.N.I.)..... 182
5.2.3.11 ফতেপুরি পাইকারি বাজার 184
5.2.4 ইন্ডিয়া গেট 186
5.2.5 ইভিনিং লাইট শো 186
5.3 দিন 3: দিল্লির স্ব-নির্দেশিত সফর 187
5.3.1 হুমায়ুনের সমাধি 189
5.3.1.0 হুমায়ুনের সমাধি কমপ্লেক্সের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর 191
5.3.1.1 বু হালিমার গেট 192
5.3.1.2 আরব সেরাই গেট..... 194
5.3.1.3 পশ্চিম গেট 196
5.3.1.4 হুমায়ুনের সমাধি (প্রথম উদ্যান-সমাধি) 198
5.3.1.5 দক্ষিণ গেট..... 203
5.3.1.6 নাপিতের সমাধি (নাই কা গুম্বাদ) 205
5.3.1.7 ঈসা খানের সমাধি ও মসজিদ..... 207
5.3.1.8 নীলা গুম্বদ (নীল গম্বুজ) 211
5.3.1.9 আফসারওয়ালা মাজার ও মসজিদ 213
5.3.1.10 মির্জা মুজাফফর হোসেন মাজার 214
5.3.1.11 ছোট বাতাশেওয়ালা সমাধি 215
5.3.1.12 অজানা মুঘলদের সমাধি 215
5.3.1.13 লাক্কারওয়ালা বুর্জ (টিম্বার টাওয়ার) 216
5.3.1.14 সুন্দরওয়ালা মহল 217
5.3.2 লোধি আর্ট ডিস্ট্রিক্ট: দিল্লির ওপেন-এয়ার গ্যালারি 218
5.3.3 রাজ ঘাট মেমোরিয়াল: মহাত্মা গান্ধীর তীর্থযাত্রা..... 250
5.4 দিন 4: দিল্লি থেকে আগ্রা এবং মুঘল শহর 253
5.4.1 তাজমহল: মুঘল স্থাপত্যের একটি রত্ন এবং একটি চিরন্তন প্রেমের গল্প 255
5.4.1.0 অত্যাবশ্যক ভ্রমণকারী তথ্য এবং রসদ..... 256
5.4.1.1 কেন তাজমহল আপনার ভ্রমণের একটি হাইলাইট হবে 258

5.4.1.2 বিস্তারিত ইতিহাস: প্রেম, দুঃখ এবং সাম্রাজ্যের একটি গল্প 259
5.4.1.3 আর্কিটেকচার ডিকোডিং: ত্রুটিহীন জ্যামিতি এবং বিভ্রম..... 262
5.4.1.4 তাজ কমপ্লেক্স অন্বেষণ: তিনটি অঞ্চল 270
5.4.1.4.1। গ্রেট গেট (দরওয়াজা-ই রওজা) 271
5.4.1.4.2। চারবাগ বাগান..... 273
5.4.1.4.3 প্রধান সমাধি এবং সেনোটাফ..... 276
5.4.1.4.4 তাজ মিউজিয়াম: মার্বেলের পিছনের গল্পটি আনলক করা..... 284
5.4.1.4.5 তাজমহল মসজিদ: স্মৃতিস্তম্ভের জীবন্ত অংশ..... 286
5.4.1.4.6 জওয়াব (মেহমান খানা): স্থাপত্য সম্প্রীতি এবং কার্যকারিতা..... 288
5.4.1.4.7 প্রধান প্রবেশ পথ এবং বানর 290
5.4.1.4.8 প্রদর্শনী..... 291
5.4.2 ক্ষমতা এবং কারাগার: আগ্রা ফোর্ট 292
5.4.2.1 আগ্রা ফোর্টের স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর 294
5.4.2.1.A ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ স্মৃতিসৌধ..... 296
5.4.2.1.B টিকেট বুথ 298
5.4.2.1.C অমর সিং গেট..... 299
5.4.2.1.D স্টেপ ওয়েল আকবরী মহল (ধ্বংসাবশেষ)..... 303
5.4.2.1 ই জাহাঙ্গীর প্রাসাদ (জাহাঙ্গীর মহল) 305
5.4.2.1.এফ হাউজ-ই-জাহাঙ্গিরি..... 310
5.4.2.1.জি শাহজাহানী মহল..... 312
5.4.2.1.H আঙ্গুরী বাগ (আঙ্গুর বাগান) 315
5.4.2.1.I রোশনারা আরা প্যাভিলিয়ন 317
5.4.2.1.J Musamman Burj / Shahi Burj (The Octagonal Tower): The Heartbreak of Empire 319
5.4.2.1.K শীশ মহল (কাচের প্রাসাদ): মুঘল ঐশ্বর্য এবং রহস্য..... 322
5.4.2.1.L দিওয়ান-ই-খাস (ব্যক্তিগত দর্শকদের হল): ক্ষমতার সিংহাসন..... 324
5.4.2.1.M তখত-ই-জাহাঙ্গীর (জাহাঙ্গীরের সিংহাসন/স্ল্যাব)..... 328
5.4.2.1.N মাছি ভবন (মাছের ঘের) 332
5.4.2.1.ও দিওয়ান-ই-আম (হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স)..... 335
5.4.2.1.P জন রাসেল কলভিনের সমাধি 338
5.4.2.1.Q শাহী হামাম (রাজকীয় স্নান) 340

5.4.2.1.আর শাহজেহানের মার্বেল সিংহাসন 342
5.4.2.1.এস রতন সিং কি হাভেলি (রাজার প্রাসাদ)..... 344
5.4.2.1.T মতি মসজিদ (মুক্তা মসজিদ)..... 347
5.4.2.1.U খাস মহল: ব্যক্তিগত মুঘল স্থাপত্যের শীর্ষস্থান..... 349
5.4.2.1.V মীনা মসজিদ: সম্রাটের ব্যক্তিগত অভয়ারণ্য..... 353
5.4.2.1.W নাগিনা মসজিদ: রাজকীয় মহিলাদের রত্ন মসজিদ..... 355
5.4.2.1.X বাঙালি মহল: আকবরের জেনানার এক ঝলক 358
5.4.3 তাজ ভিউ পয়েন্ট ADA..... 362
5.5 দিন 5: আগ্রা থেকে জয়পুরে স্থানান্তর..... 364
5.5.1 ফতেপুর সিক্রি ফোর্ট 367
5.5.1.0 ফতেপুর সিক্রির স্ব-নির্দেশিত সফর..... 372
5.5.1.A দিওয়ান-ই-আম: সম্রাটের আদালত 374
5.5.1.B দিওয়ান-ই-খাস: বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের স্থান..... 377
5.5.1.C তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ: পাথরের একটি জুয়েল বক্স..... 379
5.5.1.D অনুপ তালাও..... 383
5.5.1.ই হাউজ-ই-শিরিন: সম্রাটের বিশাল বেসিন 386
5.5.1.F পঞ্চমহল: বাতাসের পাঁচতলা প্রাসাদ 388
5.5.1.জি মরিয়মের বাড়ি / সুনেহরা মাকান: সম্রাজ্ঞীর সোনার বাড়ি 390
5.5.1.H Jodhbai's Kitchen: The Royal Bawarchi Khana 393
5.5.1.I যোধবাইয়ের প্রাসাদ: হারেমের গ্র্যান্ড প্যালেস..... 395
5.5.1.জে জামে মসজিদ, ফতেহপুর সিক্রি: সমস্ত মসজিদের মা..... 399
5.5.1.K উত্তর গেট: দরবারের প্যাসেজ..... 403
5.5.1.L বাদশাহী দরওয়াজা (সম্রাটের দরজা) 405
5.5.1.শেখ সেলিম চিশতীর সমাধি: জামে মসজিদের গহনা..... 407
5.5.1.N ইসলাম খানের সমাধি সহ রাজকীয় কবরস্থান..... 410
5.5.1.O দ্য ইওয়ান (অভয়ারণ্য পোর্টাল): ঈশ্বরের প্রবেশদ্বার..... 414
5.5.1.P বুলন্দ দরওয়াজা (মহান গেট): সাম্রাজ্যিক শক্তির একটি বিবৃতি..... 417
5.5.2 চাঁদ বাওরি স্টেপওয়েল (ব্যাটম্যান স্টেপওয়েল) 420
5.6 দিন 6: জয়পুর অন্বেষণ..... 425
5.6.0 জয়পুর ট্যুরিস্ট কম্পোজিট টিকিট: এটা কি আপনার জন্য সঠিক?..... 429
5.6.1 আম্বার প্রাসাদ..... 430

5.6.1.1 চাঁদ পোল (মুন গেট): কার্যকরী পশ্চিম প্রস্থান 437
5.6.1.2 জালেব চক (প্রথম উঠান): মাষ্টার গ্রাউন্ড এবং মিলিটারি হাব 439
5.6.1.3 সুরজ পোল (সান গেট): আম্বার ফোর্টের রাজকীয় প্রবেশদ্বার 442
5.6.1.4 টিকেট অফিস 444
5.6.1.5 সিংহ পোল (সিংহ গেট): রাজকীয়তার বাধা 445
5.6.1.6 দ্বিতীয় অঙ্গন: প্রশাসনিক এবং পাবলিক হাব 447
5.6.1.7 দিওয়ান-ই-আম (হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স): বিচারের আসন 450
5.6.1.8 গণেশ পোল (গণেশ গেট) এবং সুহাগ মন্দির: ব্যক্তিগত থ্রেশহোল্ড 453
5.6.1.9 তৃতীয় উঠান (মানসিংহ প্রাসাদ বিভাগ) 456
5.6.1.10 দিওয়ান-ই-খাস (ব্যক্তিগত দর্শকদের হল): রাজার অভ্যন্তরীণ কাউন্সিল 459
5.6.1.11 সুখ নিবাস (হল অফ প্লেজার): দ্য সামার রিট্রিট 464
5.6.1.12 হাম্মাম (রয়্যাল বাথহাউস): ব্যক্তিগত অভয়ারণ্য 466
5.6.1.13 মান সিং I এর প্রাসাদ (চতুর্থ উঠান): ঐতিহাসিক জেনানা 468
5.6.1.14 বড়দারি (বারো-দরজা প্যাভিলিয়ন): জেনানার কেন্দ্রবিন্দু 471
5.6.1.15 কেসার কিয়ারি গার্ডেন (লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো) 473
5.6.2 পান্না মীনা কা কুন্দ স্টেপওয়েল 475
5.6.3 জলমহল (লেক প্যালেস) 479
5.6.4 সিটি প্যালেস 482
5.6.5 হাওয়া মহল (বায়ুর প্রাসাদ) 487
5.7 দিন 7: জয়পুর থেকে দিল্লি ট্রানজিট এবং চূড়ান্ত অনুসন্ধান 490
5.7.1 গান্ধী স্মৃতি: একটি শহীদের পবিত্র স্থান 492
5.7.2 অগ্রসেন কি বাওলি 500
6. সমাপনী মন্তব্য 503

1. ভারতের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল: আপনার অবিস্মরণীয় যাত্রার জন্য চূড়ান্ত গাইড

ভারত হল গভীর বৈপরীত্যের গন্তব্য — এটি প্রাচীন এবং আধুনিক, বিশৃঙ্খল এবং আধ্যাত্মিক, অপ্রতিরোধ্য এবং একেবারে নির্মল হতে পারে। এটি, যেমন অনেক ভ্রমণকারীরা এটি বর্ণনা করেছেন, ইন্দ্রিয়ের উপর একটি আক্রমণ, এবং এটি আপনার কাছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা হতে পারে।

প্রথমবার দর্শকদের জন্য, এই সংবেদনশীল যাত্রার জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ প্রয়োজন। সেই রোডম্যাপটি হল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল — দিল্লি, আগ্রা এবং জয়পুরের আইকনিক সার্কিট — একটি নিখুঁতভাবে তৈরি যাত্রাপথ যা উত্তর ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য প্রতিভার সারমর্মকে একটি পরিচালনাযোগ্য ভ্রমণে তুলে ধরে।

কেন আপনার ভারত সফর করা উচিত: অতুলনীয় পুরস্কার

ভারত ভ্রমণ একটি বিনিয়োগ যা ইতিহাস, আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যে অর্থ প্রদান করে। পরিদর্শনের কারণগুলি এর লোকদের মতোই প্রাণবন্ত এবং অসংখ্য:

- **স্থাপত্য মহিমা: ভারত একটি পাথরের যাদুঘর, যেখানে প্রতিটি রাজবংশ একটি মাস্টারপিস রেখে গেছে। আপনি তাজমহলের মহৎ প্রতিসাম্য, মুঘল দুর্গের শক্তিশালী শক্তি এবং রাজপুত প্রাসাদের সূক্ষ্ম খোদাইয়ের সাক্ষী থাকবেন। এটি একটি ধ্রুবক 'বাহ' মুহূর্ত যা প্রতিটি মোড়ে একটি ক্যামেরা দাবি করে।**
- **তালুর জন্য একটি উত্সব: ভারতীয় রন্ধনপ্রণালী একটি বৈশ্বিক শক্তিশালা এবং এর উত্সে এটির অভিজ্ঞতা আলোচনার যোগ্য নয়। উত্তর ভারতীয় তরকারির বাটারী সমৃদ্ধি থেকে শুরু করে খাঁটি রাস্তার খাবারের (চাট, পরাঠা) সূক্ষ্ম, জটিল স্বাদ পর্যন্ত, শুধুমাত্র খাবারই আবিষ্কারের যাত্রা।**
- **গভীর সাংস্কৃতিক স্তর: বিশ্বের প্রধান চারটি ধর্ম এখানে জন্মগ্রহণ করেছে। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আধ্যাত্মিকতা দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত। ভক্তি, রঙিন উত্সব, এবং এর সাইটগুলির নিছক প্রাচীনত্বের সাক্ষী মানব সভ্যতার অন্য কোথাও অতুলনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে।**
- **মানুষের উষ্ণতা: ভিড় এবং বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, ভারতীয় জনগণের উষ্ণতা এবং কৌতূহল - প্রায়ই হাসি ভাগ করে নিতে, সাহায্যের প্রস্তাব দিতে বা কথোপকথনে জড়িত - প্রায়শই ভ্রমণের সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।**

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল: ভারতের পারফেক্ট মাস্টারক্লাস

এই সার্কিটটি প্রথমবারের দর্শকদের জন্য আদর্শ কারণ এটি ভৌগলিকভাবে কম্প্যাক্ট এবং তিনটি শহরকে সংযুক্ত করে যা ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি সুন্দর ক্রস-অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি উপমহাদেশের বিশাল স্কেল নেভিগেট করার চাপ ছাড়াই একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিচিতি লাভ করেন।

- **দিল্লি: ইম্পেরিয়াল গেটওয়ে**

দিল্লি যেখানে আপনার ভারতীয় গল্প শুরু হয়. শহরটি প্রাচীন মুঘল ইতিহাস এবং আধুনিক মেট্রোপলিটান জীবনের একটি উজ্জ্বল সংমিশ্রণ।
দুর্দান্ত লাল কেল্লা এবং সুউচ্চ জামা মসজিদ অন্বেষণ করে পুরানো দিল্লির মহিমা দিয়ে শুরু করুন। চূড়ান্ত নিমজ্জনের জন্য, চাঁদনী চক-এর হাইপার-লোকাল মার্কেটগুলিতে নেভিগেট করার জন্য একটি সাইকেল-রিকশা ভাড়া করুন - একটি সংবেদনশীল ওভারলোড যা অবিরাম ফটোগ্রাফিক সুযোগ এবং স্থানীয় জীবনের সত্যিকারের স্বাদ প্রদান করে।
বিপরীতে, হুমায়ুনের সমাধি (তাজের পূর্বসূরী) এবং সুউচ্চ কুতুব মিনার সহ নয়াদিল্লির অত্যাধুনিক স্থাপত্যের অন্বেষণ করুন। এখানে, আপনি সহজেই শহরের অংশগুলি স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করতে চমৎকার মেট্রো ব্যবহার করতে পারেন, আপনাকে স্ব-নির্দেশিত নেভিগেশনে মূল্যবান অনুশীলন প্রদান করে।





- **আগ্রা: চিরন্তন প্রেমের স্মৃতিস্তম্ভ**
আগ্রা একটি কারণে বিদ্যমান: অতুলনীয় তাজমহল। কোন পরিমাণ ফটোই আপনাকে স্কেল, অন্ধ শুভ্রতা, বা Pietra Dura নামে পরিচিত মার্বেল ইনলে কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারে না। একটি অনন্য এবং প্রতিফলিত ফটো দৃষ্টিকোণ অফার করে, ফ্যাকাশে ধূসর থেকে নরম সোনায় মার্বেল পরিবর্তনের সাক্ষী হতে সূর্যোদয়ের সময় পৌঁছান।
তাজের বাইরে, আগ্রা ফোর্টের বিশাল লাল বেলেপাথরের দেয়ালগুলি অন্বেষণ করুন, যা দুটি মুঘল মাস্টারপিসকে সংযুক্ত করে যমুনা নদীর ওপারে সমাধির সুস্পষ্ট দৃশ্য দেখায়।









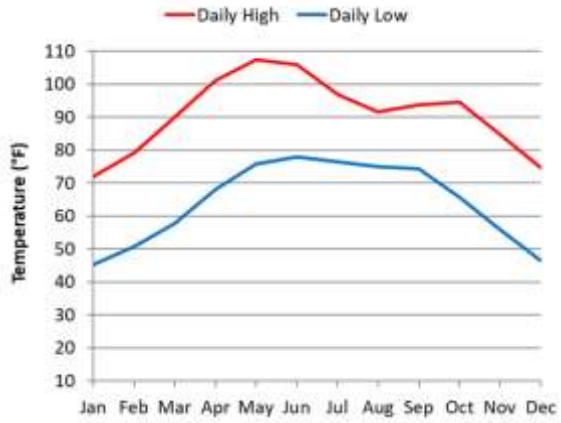


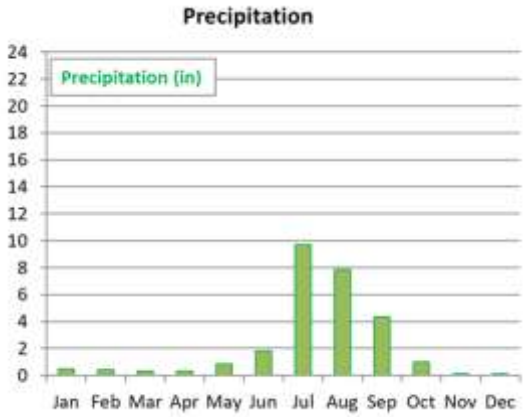


এছাড়াও, অনুগ্রহ করে সতর্ক থাকুন, আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং আপনার জিনিসপত্রের দিকে নজর রাখুন। পকেটমার এবং অন্যান্য অপরাধীরা সহজেই এমনকি সর্বোত্তম পরিকল্পিত ছুটি নষ্ট করতে পারে।

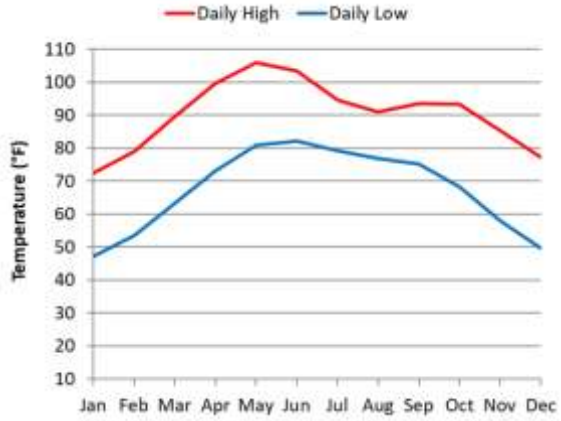
প্রয়োজনীয়তা: আপনার পাসপোর্ট আগমনের তারিখ থেকে কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য বৈধ হতে হবে এবং কমপক্ষে দুটি ফাঁকা পৃষ্ঠা থাকতে হবে।

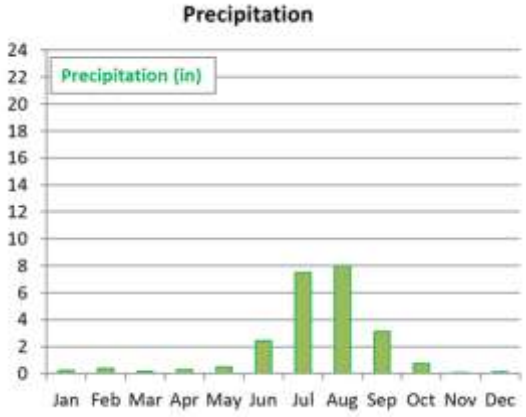
আগ্রা ভ্রমণের সময় আপনি যে জলবায়ু আশা করতে পারেন তা এখানে রয়েছে:





জয়পুর ভ্রমণের সময় আপনি যে জলবায়ু আশা করতে পারেন তা এখানে রয়েছে:





- **রাতের বেলা হাঁটা: ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য, রাতে একা হাঁটা এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে অপরিচিত এলাকায়।**
- আন্তঃনগর ভ্রমণ: শহরের মধ্যে ভ্রমণের জন্য, সর্বদা প্রি-বুক পরিবহন একটি স্বনামধন্য ট্রাভেল এজেন্সি বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (যেমন,ভিয়েটর,GetYourGuide,Klook) যাচাইকৃত পরিষেবা নিশ্চিত করুন।
- **টুক-টুক বাস্তবতা: টুক-টুক ট্যাক্সি (অটো-রিকশা) সর্বত্র রয়েছে, এগুলি সস্তা এবং প্রায়শই ছোট রুটের জন্য নিয়মিত ট্যাক্সির চেয়ে দ্রুত। যাইহোক, একটি প্রধান সতর্কতা: টুক-টুক দুর্ঘটনাগুলি গাড়ি দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি ঘন ঘন হয়, এবং কোনও কুশন না থাকায় আঘাতগুলি অনেক বেশি গুরুতর। এগুলি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন এবং সম্ভবত দীর্ঘ, উচ্চ-গতির রাস্তায় এগুলি এড়িয়ে চলুন।**

খাদ্য ও পানীয়: 'ইট স্মার্ট' নিয়ম সাধারণ নিয়ম হল: 'স্মার্ট খান এবং পান করুন'। সবচেয়ে সাধারণ ভ্রমণ বিপত্তি হল পেট খারাপ, যা এই নিয়মগুলির কঠোর আনুগত্য দ্বারা সহজেই প্রশমিত করা যেতে পারে:

জল এবং পানীয়
- **শুধুমাত্র কলের পানিতে ব্যাকটেরিয়া সিল করা ক্যাপ দিয়ে বোতলজাত পানি পান করলে তা আপনাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। আপনার নিজের ট্যাপের জল নিরাপদ করার একমাত্র উপায় হল এটিকে কমপক্ষে এক মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ ফোঁড়াতে আনা।**

- **বোতলজাত পানি দিয়ে দাঁত মাজুন গোসল ঠিক আছে কিন্তু মুখ বন্ধ রাখুন।**

- **সমস্ত বরফ কিউব এড়িয়ে চলুনএগুলি সাধারণত কলের জল থেকে তৈরি হয়।**

- **ফাউন্টেন ড্রিংকস এড়িয়ে চলুন তারা সিরাপ ঘনত্ব পাতলা করতে কলের জল ব্যবহার করতে পারে।**

- **শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি-সিল করা বোতল বা ক্যান থেকে পান করুন, যদি না খোলা, ফ্যাক্টরি-সিল করা বোতল বা ক্যানে পানীয় পরিবেশন করা হয়, তবে সেগুলি ঠিক থাকবে। জাল-সিল করা বোতল বা ক্যানের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।**

- **গরম পানীয় পছন্দ করুন গরম চা এবং কফি সাধারণত নিরাপদ, তবে আইসড কফি বা আইসড চা থেকে দূরে থাকুন এবং কারখানা-সিল করা পাত্রে ক্রিম বা দুধের জন্য বলুন।**

- **টাটকা তৈরি ফলের রস এড়িয়ে চলুনএগুলি কলের জল দিয়ে পাতলা করা যেতে পারে। (দ্রষ্টব্য: আমরা হাই-এন্ড রেস্তোরাঁগুলিতে সুস্বাদু আমের স্মুদির জন্য এই নিয়মটি কয়েকবার ভঙ্গ করতে বেছে নিয়েছি যেগুলি বেশিরভাগ পর্যটকদের জন্য সরবরাহ করে, কারণ সেই রেস্তোরাঁগুলি সাধারণত উচ্চ স্বাস্থ্যবিধি মান মেনে চলে।)**

খাদ্য

- **গরম এবং তাজা রান্না করা খাবারে কাঁচা ফুডস্টিক এড়িয়ে চলুন। খোসা ছাড়ানো কাঁচা ফল এবং শাকসবজি এবং সালাদ এড়িয়ে চলুন, কারণ সেগুলি হয়তো কলের জলে ধুয়ে ফেলা হয়েছে।**

- **পর্যটন-বান্ধব স্টল বেছে নিন এমন খাবারের স্টল এবং রেস্তোরাঁগুলি এড়িয়ে চলুন যা শুধুমাত্র স্থানীয়দের জন্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য প্লেট বা পাত্র ব্যবহার করে। আমরা দেখেছি স্টলে বালতিতে প্লেট, গ্লাস এবং বাসনপত্র ধোয়ার পানি রয়েছে যা কিছুক্ষণের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়নি। জল নোংরা বাদামী ছিল, এবং কোন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়নি. এমনকি খাবার গরম এবং তাজা প্রস্তুত করা হলেও, অস্বাস্থ্যকর পাত্র আপনাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।**

টিকা এবং চিকিৎসা প্রস্তুতি হেপাটাইটিস A এবং B, টাইফয়েড এবং টিটেনাসের জন্য সুপারিশের জন্য আপনার ডাক্তার বা একটি ভ্রমণ ক্লিনিকে আগে থেকেই (4-6 সপ্তাহ) পরামর্শ করুন। আপনার ভ্রমণপথের উপর ভিত্তি করে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করুন।

- **ম্যালেরিয়া বড়ি: সম্ভাবনা হল আপনার ডাক্তার আপনাকে ম্যালেরিয়া বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দেবেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় বিকল্প (Atovaquone/Proguanil) ভারতে প্রবেশের প্রায় 2 দিন আগে, আপনার ভ্রমণের সময় প্রতিদিন এবং আপনি ভারত ছাড়ার 7 দিন পর পর্যন্ত নিতে হবে। প্রতি পিল প্রায় $1 দিতে প্রস্তুত থাকুন, প্রতিদিন 1 পিল নেওয়ার সাথে।**

বায়ু দূষণ

এমনকি আকাশে মেঘ নেই এমন দিনগুলিতেও, সূর্যকে একটি সাদা ডিস্কের মতো দেখাবে যা আপনি যেখানে বাস করেন সেই রাতে পূর্ণিমার চেয়ে কিছুটা উজ্জ্বল। সরাসরি সূর্যের দিকে তাকানো আপনাকে অন্ধ করবে না। এর কারণ হল ভারতে বায়ু দূষণ আপনার বাসস্থানের তুলনায় কয়েক মাত্রার খারাপ। এই কারণে, আমরা কেবলমাত্র কোনও বর্ধিত সময়ের জন্য ভারতে থাকার পরামর্শ দিতে পারি না।

জরুরী নম্বর

- পুলিশ: 100 জন
- অ্যাম্বুলেন্স: 102
- অল-ইন-ওয়ান ইমার্জেন্সি (জাতীয়): 112

3.5 ভারতের মধ্যে পরিবহন

একটি শহরের মধ্যে পরিবহন

পরিবহনের প্রধান মোডগুলি নিরাপত্তা, সুবিধা এবং খরচের মিশ্রণ অফার করে। আপনার প্রধান নিরাপত্তা টুল হল লাইসেন্স প্লেটের রঙ, যা গাড়ির আইনি অবস্থা নির্দেশ করে।

যানবাহনের ধরন	প্লেটের রঙ	পাঠ্য রঙ	উদ্দেশ্য
বাণিজ্যিক ও পরিবহন	হলুদ	কালো	ভাড়ার জন্য যানবাহন ব্যবহার করতে হবে (ট্যাক্সি, টুক-টুক, বাস, ট্রাক)। চালকের অবশ্যই একটি বাণিজ্যিক ড্রাইভিং পারমিট থাকতে হবে।
বৈদ্যুতিক যান (EV)	সবুজ	হলুদ	বাণিজ্যিক বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত (যেমন, ই-রিকশা, ই-ট্যাক্সি)।
সেলফ-ড্রাইভ ভাড়া	কালো	হলুদ	যানবাহনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যেগুলি গ্রাহকদের জন্য ভাড়া দেওয়া হয় যারা নিজেরাই গাড়ি চালায়।
ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত	সাদা	কালো	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না (যাত্রী বা পণ্য পরিবহন ফি দিয়ে)।
বৈদ্যুতিক যান (EV)	সবুজ	সাদা	ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিক যানবাহন জন্য ব্যবহৃত.

নিরাপত্তা বিধি: সাদা লাইসেন্স প্লেট থাকলে ভাড়া গ্রহণকারী কোনো ট্যাক্সি বা গাড়িতে উঠবেন না। এটি একটি বেসরকারী, অ-বাণিজ্যিক যানবাহন অবৈধভাবে চালিত নির্দেশ করে।

3.5.1 ট্যাক্সি

ট্যাক্সিগুলি প্রচুর এবং সাধারণত নিরাপদ তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি একটি আনুষ্ঠানিকভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়ি ব্যবহার করেন (হলুদ লাইসেন্স প্লেট পরীক্ষা করুন)।

- **ভাড়ার মিটার: অফিসিয়াল ট্যাক্সিতে একটি কার্যকরী ভাড়া মিটার ইনস্টল করা আইনত প্রয়োজন। যদি একজন চালক দাবি করেন যে মিটারটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং দর কষাকষির জন্য জোর দেয়, তাহলে এটি সম্ভাব্য অতিরিক্ত চার্জের জন্য একটি সাধারণ লাল পতাকা।**
- **ড্রাইভার এবং যানবাহনের শংসাপত্র: একটি ড্রাইভারের আইডি কার্ড এবং গাড়ির ট্যাক্সি লাইসেন্স নম্বরটি ক্যাবের ভিতরে (প্রায়শই ড্যাশবোর্ডে) বিশিষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় তা দেখুন।**

3.5.2 টুক-টুকস (অটো-রিকশা)

টুক-টুক ট্যাক্সিগুলি সর্বত্র, সস্তা এবং প্রায়শই ছোট রুটের জন্য নিয়মিত ট্যাক্সির চেয়ে দ্রুত।



2. আপনার ড্রাইভারকে দুর্গে কোথায় পার্ক করা হয়েছে তা মনে রাখুন (সেখানে 100 টিরও বেশি একই ধরণের গাড়ি থাকবে), এবং তাদের মুখ, লাইসেন্স প্লেট এবং তাদের ফোন নম্বরের একটি ফটো তোলার কথা বিবেচনা করুন।
3. ফিরে আসার সময় ধৈর্য ধরুন: পার্কিং লট জ্যাম-প্যাক, এবং আপনার ড্রাইভারের নেভিগেট করতে সময় লাগবে কারণ অন্যান্য বেশ কয়েকটি গাড়ি তার পথ থেকে সরে যেতে হবে।

3.5.5 সাবওয়ে/মেট্রো

ভারত দ্রুত তার পাতাল রেল/মেট্রো নেটওয়ার্ক প্রসারিত করছে। দিল্লি মেট্রো (পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট,নেটওয়ার্ক_ম্যাপ) দেশের বৃহত্তম, সস্তা, পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত।

- **অ্যাক্সেসিবিলিটি: যদিও নেটওয়ার্কটি স্থানীয়দের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি বেশ কয়েকটি প্রধান পর্যটন সাইটগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে (যেমন, লাল কেল্লা স্টেশনটি লাল কেল্লার কাছাকাছি)।**
- **দ্য লাস্ট মাইল: স্টেশন থেকে আকর্ষণের জন্য চূড়ান্ত অর্ধ মাইল থেকে এক মাইল (1-2 কিমি) একটি ছোট টুক-টুক বা ট্যাক্সি রাইড বা ফুটপাথ ছাড়াই ব্যস্ত রাস্তা ধরে হাঁটার জন্য প্রস্তুত থাকুন।**
- **একক যাত্রা টোকেন: মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য (1 দিনের জন্য বৈধ, সক্রিয়করণের পরে 170 মিনিট)।**
- **মাল্টি-ট্রিপ ট্রাভেল কার্ড (স্মার্ট কার্ড): ঘন ঘন যাত্রীদের জন্য সেরা (ভাড়ায় ছাড় দেয়)।**
- **ট্যুরিস্ট কার্ড: এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইন ব্যতীত সাধারণ নেটওয়ার্কে 1-দিন (আনুমানিক ₹200 জমা সহ) বা 3-দিনের (আনুমানিক ₹500 জমার সাথে) সীমাহীন ভ্রমণের জন্য উপলব্ধ।**
- **ভাড়া: টার্মিনাল 3 এর বাইরে DEL এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে নিউ দিল্লি মেট্রো স্টেশনের টিকিট প্রায় ₹60 (আনুমানিক $0.70 USD) লেখার সময় এবং 23 মিনিট সময় নেয়, সরাসরি এবং 3টি স্টপ আছে।**
- **অপারেটিং ঘন্টা: মেট্রো মোটামুটিভাবে 5:00 AM থেকে 11:30 PM পর্যন্ত চলে।**

3.5.6 সাইকেল-রিকশা

খুব কম দূরত্বের জন্য, বিশেষ করেচাঁদনী চকএর মতো ঘন পথচারী এলাকায়, সাইকেল-রিকশা হল একটি আকর্ষণীয় এবং বৈধ পরিবহন ফর্ম।

- **সতর্কতা: আপনি যদি লম্বা হন (> 6 ফুট, > 1.8 মি), তাহলে আসনের উচ্চতার কারণে আপনাকে মাথা নত করতে হতে পারে। আপনি যদি ভারী দিকে থাকেন তবে আপনার ড্রাইভারকে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং পরবর্তীতে একটি ভাল টিপ আশা করতে পারে।**
- **সুবর্ণ নিয়ম: সর্বদা একটি মূল্য আগে থেকে একমত.**











ভারতের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ

3.5.9 ফ্লাইট

ভারত একটি বিশাল দেশ। খুব দীর্ঘ দূরত্বের জন্য (যেমন, দিল্লি থেকে মুম্বাই), যদি আপনি বহু-দিন বা রাত্রিকালীন ট্রেনে চড়া পছন্দ না করেন তবে উড়ানই উত্তম বিকল্প।

- এয়ারলাইনস: ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার হল এয়ার ইন্ডিয়া (ওয়েবসাইট), ভারতের অবিসংবাদিত #1 এয়ারলাইন যার প্রভাবশালী 60% মার্কেট শেয়ার হল বাজেট এয়ারলাইন ইন্ডিগো (ওয়েবসাইট), যা সারা দেশে ঘন ঘন সংযোগ প্রদান করে।
- **অভিজ্ঞতা: আমরা ইন্ডিগো উড়েছি এবং রিপোর্ট করার মতো নেতিবাচক কিছুই নেই। তারা একটি সাধারণ বাজেট এয়ারলাইনের মতো কাজ করে। তাদের প্লেনগুলি পরিষ্কার ছিল এবং ফ্লাইটগুলি সময়ানুবর্তিত ছিল, নিকেল-এন্ড-ডাইম যাত্রীদের বহনকারী লাগেজের আকার বা ওজনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই।**

3.9 ভারতে সাংস্কৃতিক শিষ্টাচার এবং রীতিনীতি

- **অভিবাদন: ঐতিহ্যগত অভিবাদন হল নমস্তে (বা নমস্কার), যা বুকে হাতের তালু একসাথে চেপে এবং সামান্য নমস্কার করে। এটি সর্বদা উপযুক্ত, বিশেষ করে বড়দের সাথে বা আনুষ্ঠানিক সেটিংসে। হ্যান্ডশেক শহর এলাকায় সাধারণ.**
- **বাম হাত: বাম হাতকে সাধারণত অপবিত্র বলে মনে করা হয়। টাকা, ক্রেডিট কার্ডের খাবার, বা বস্তু দিতে বা গ্রহণ করতে এবং খাওয়ার সময় সর্বদা আপনার ডান হাত ব্যবহার করুন।**
- **বিনয়ী পোশাক পরুন: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন ধর্মীয় স্থান বা গ্রামীণ এলাকায় যান। আপনার কাঁধ এবং হাঁটু ঢেকে রাখুন। ঢিলেঢালা, হালকা রঙের সুতির পোশাক তাপ এবং বিনয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে।**
- **জনসাধারণের স্নেহ: চুম্বনের মতো স্নেহের প্রকাশ্য প্রদর্শনগুলি ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং অবাঞ্ছিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, এমনকি তাকানোও।**
- **জুতা বন্ধ: মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা বা ভারতীয় বাড়িতে প্রবেশ করার সময় সর্বদা আপনার জুতা খুলে ফেলুন। সুবিধার জন্য স্লিপ-অন জুতা পরুন।**

3.10 ভারতে ভাষা

- **অফিসিয়াল ভাষা: হিন্দি এবং ইংরেজি।**
- **ইংরেজি: পর্যটন এলাকা, প্রধান শহর, বিমানবন্দর এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যাপকভাবে কথ্য ও বোঝা যায়। আপনি ইংরেজি ব্যবহার করে আরামে ভারতে ভ্রমণ করতে পারেন।**
- **স্থানীয় ভাষা: ভারতে 22টি তফসিলি ভাষা এবং শত শত উপভাষা রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় কয়েকটি সহজ বাক্যাংশ শেখা (যেমন নমস্তে, ধান্যবাদ - ধন্যবাদ) অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়।**

3.11 ভারতে ধর্ম ও বিশ্বাস

- ভারত হল চারটি প্রধান ধর্মের জন্মস্থান: হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ ধর্ম, এবং প্রাণবন্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার আবাসস্থল।
- **সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্য: এই গভীর ধর্মীয় বৈচিত্র্য ভারতীয় অভিজ্ঞতার জন্য মৌলিক। আপনি অগণিত মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার এবং গীর্জার মুখোমুখি হবেন।**
- **সম্মান: কোনো ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করার সময়, শালীন পোশাক পরুন, আপনার জুতা খুলে ফেলুন এবং সক্রিয় উপাসনা বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগ দিন। মানুষ বা আচার-অনুষ্ঠানের ছবি তোলার আগে সর্বদা অনুমতি নিন।**





- **100 BCE - 200 CE: চরক সংহিতা (ঔষধ) এবং সুশ্রুত সংহিতা (সার্জারি), আয়ুর্বেদের মূল গ্রন্থ এবং উন্নত প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের প্রমাণ।**
- **78 CE: কনিষ্ক প্রথম কুশান সাম্রাজ্যের শাসক হন, এটিকে বিস্তৃত করেন এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।**
- **320 CE: প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতের শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগের' সূচনা করে।**
- **খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী: নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা।**
- **400 CE: সংস্কৃত কবি এবং নাট্যকার কালিদাস শাকুন্তলা সহ তাঁর মাস্টারপিস রচনা করেন, যা ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্চতা চিহ্নিত করে।**
- **427 সিই: বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা, যা প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাস কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।**
- **499 CE: জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ আর্যভট্ট আর্যভটিয়া লিখেছেন, গণিতে ব্যবহারের জন্য শূন্যের ধারণা, পাই-এর মান এবং সূর্যকেন্দ্রিকতার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।**
- **6 ম-7ম শতাব্দী সিই: ভক্তি আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে শুরু হয় (আলভার এবং নয়নারদের সাথে), ব্যক্তিগত ভক্তির উপর জোর দিয়ে এবং বর্ণ-ভিত্তিক উপাসনাকে চ্যালেঞ্জ করে - মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত।**
- **550 CE: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং উত্তর ভারত ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত হয়।**
- **606-647 CE: পুষ্যভূতি রাজবংশের হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অংশকে একত্রিত করেন এবং শিল্পকলা ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।**
- **712 CE: মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধুতে আরব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন, উপমহাদেশে প্রথম স্থায়ী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।**

মধ্যযুগীয় ভারত (সি. 700 CE - 1707 CE)

- **750-1100 CE: উত্তর ভারতের নিয়ন্ত্রণের জন্য ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম রাষ্ট্রকূট (দাক্ষিণাত্য), পাল (বাংলা) এবং গুর্জরা-প্রতিহারদের (উত্তর) মধ্যে সংঘটিত হয়।**
- **850-1250 CE: চোল সাম্রাজ্য তার শীর্ষে পৌঁছে, দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে, সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ অভিযান শুরু করে।**
- **1000-1027 CE: গজনীর মাহমুদ আধুনিক আফগানিস্তান থেকে উত্তর ভারতে অসংখ্য অভিযান চালায়, প্রাথমিকভাবে লুণ্ঠনের জন্য, যার মধ্যে সোমনাথ মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়।**
- **1191 CE: তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে পৃথ্বীরাজ চৌহান ঘোরের মুহাম্মদকে পরাজিত করেন।**
- **1192 CE: ঘোরের মুহম্মদ পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে ইসলামী শাসকদের ক্ষমতায় একটি নিষ্পত্তিমূলক স্থানান্তরের সাথে সাথে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে।**
- **13 শতক সিই: শিল্প, স্থাপত্য (যেমন, কুতুব মিনার), সঙ্গীত (যেমন, আমির খসরু), এবং ভাষা (যেমন, প্রাথমিক উর্দু) ক্ষেত্রে ইন্দো-ইসলামিক সংশ্লেষণের আবির্ভাব।**







ব্রিটিশ রাজ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন (1857-1947 CE)

- **1857 CE: 1857 সালের ভারতীয় বিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ/ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ) শুরু হয়, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি বড়, যদিও ব্যর্থ, সশস্ত্র বিদ্রোহ।**
- **1858 সিই: ভারত সরকার আইন পাস হয়, ভারতের প্রশাসনকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে সরাসরি ব্রিটিশ ক্রাউনে স্থানান্তর করে (ব্রিটিশ রাজ শুরু হয়)।**
- **1867 CE: আত্মারাম পান্ডুরং ভারতের 19 শতকের সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসাবে বোম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা 1828 সাল থেকে সরাসরি বাংলার ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এর লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক ভিত্তি বজায় রেখে হিন্দু সমাজের আধুনিকীকরণ করা।**
- **1876 CE: রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয় (ব্রিটিশ রাজের সাম্রাজ্যিক পরিচয়কে আনুষ্ঠানিককরণ)।**
- **1885 CE: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা একটি জাতীয় স্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।**
- **1889-1893 CE: স্বামী বিবেকানন্দের উত্থান এবং শিকাগো ঠিকানা (আধুনিক হিন্দু এবং জাতীয় পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)।**
- **1904 সিই: শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা দ্বারা ভারতীয় হোম রুল সোসাইটি (লন্ডন) গঠন - বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত।**
- **1905 CE: লর্ড কার্জন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন, ব্যাপক প্রতিবাদ এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের জন্ম দেয়।**
- **1906 CE: ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ঢাকায় অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।**
- **1907 CE: আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে 'মধ্যপন্থী' এবং 'চরমপন্থীদের' মধ্যে বিভক্ত করে সুরত বিভাজন ঘটে।**
- **1909 CE: মিন্টো-মর্লি সংস্কারগুলি মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ধারণা প্রবর্তন করে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে।**
- **1915 সিই: মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন, তাঁর সত্যাগ্রহের (অহিংস প্রতিরোধ) দর্শন নিয়ে আসেন।**
- **1916 সিই: লখনউ চুক্তি কংগ্রেস দলগুলিকে পুনরায় একত্রিত করে এবং স্ব-শাসনের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে আইএনসি এবং মুসলিম লীগকে একত্রিত করে।**
- **1917 সিই: নীল চাষীদের সাহায্য করার জন্য গান্ধী চম্পারণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন, ভারতে তার প্রথম অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন।**
- **1917 সিই: মন্টাগু ঘোষণা (ক্রমিক স্ব-সরকারের প্রতিশ্রুতি)।**
- **1919 CE: অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা সংঘটিত হয়, যেখানে ব্রিটিশ সৈন্যরা একটি শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলি চালায়, জাতীয় আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলে।**
- **1920-1922 CE: গান্ধী এবং INC দ্বারা অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, বিদেশী পণ্য, প্রতিষ্ঠান এবং শিরোনাম বয়কটের পক্ষে কথা বলে।**

- **1922 CE: চৌরি চৌরা ঘটনা ঘটে, যেখানে একটি হিংসাত্মক জনতা সংঘর্ষের ফলে গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।**
- **1927 CE: ভগত সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের মতো বিপ্লবীদের দ্বারা হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA) গঠন, যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সমান্তরাল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে।**
- **1928 সিই: সাইমন কমিশন ভারতে আসে, কোন ভারতীয় সদস্যের অভাবের কারণে দেশব্যাপী প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়।**
- **1929 CE: INC তার লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা) প্রস্তাব পাস করে।**
- **1930 সিই: গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ (ডান্ডি মার্চ) দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন, লবণের উপর ব্রিটিশ একচেটিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে।**
- **1931 CE: গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, অস্থায়ীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে এবং গান্ধীকে দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দেয়।**
- **1932 CE: গান্ধী এবং ডক্টর B.R এর মধ্যে পুনা চুক্তি আম্বেদকর (প্রধান দলিত অধিকার মাইলফলক)।**
- **1935 CE: ভারত সরকার আইন 1935 পাশ হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে এবং একটি ফেডারেশনের জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে, যা ভারতের সংবিধানের নীলনকশা হয়ে ওঠে।**
- **1939 সিই: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, এবং ব্রিটিশরা একতরফাভাবে ভারতকে জড়িত করে; প্রতিবাদে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাগুলি ইস্তফা দেয়।**
- **1940 CE: লাহোর রেজুলেশন মুসলিম লীগের দ্বারা পাস হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি।**
- **1942 CE: ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসানের দাবিতে এবং 'ডু অর ডাই' স্লোগান ব্যবহার করে INC দ্বারা ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়।**
- **1943-1944 CE: সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে লড়াই করে।**
- **1946 সিই: বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহ (ব্রিটিশদের দ্রুত প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তের মূল চাবিকাঠি)।**
- **1946 CE: ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার জন্য এবং নতুন সংবিধানের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করার জন্য ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতে পাঠানো হয়।**
- **আগস্ট 15, 1947 সিই: ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু একই সাথে দুটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়: ভারত এবং পাকিস্তান।**

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারত (1947 CE - বর্তমান)

- **1947-1948 CE: প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে নিয়ে সংঘটিত হয়।**
- জানুয়ারী 30, 1948 CE:মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়, সদ্য স্বাধীন জাতিকে শোকের মধ্যে নিমজ্জিত করে।



- **1991 CE: রাজীব গান্ধীর (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবং কংগ্রেস পার্টির ভবিষ্যতের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে।**
- **1991 সিই: প্রধানমন্ত্রী পিভির অধীনে ভারত প্রধান অর্থনৈতিক উদারীকরণ সংস্কার (এলপিজি - উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়ন) শুরু করে। নরসিমা রাও এবং অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং।**
- **1992 CE: অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়, যার ফলে দেশজুড়ে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।**
- **1997 সিই: অরুন্ধতী রায় দ্য গড অফ স্মল থিংসের জন্য ম্যান বুকার পুরস্কার জিতেছেন, যা বিশ্ব সাহিত্যের দৃশ্যে ভারতের উত্থানের প্রতীক।**
- **1998 CE: ভারত একটি সিরিজ ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালনা করে (অপারেশন শক্তি/পোখরান-II), আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে একটি পারমাণবিক অস্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণা করে।**
- **1999 CE: জম্মু ও কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কার্গিল যুদ্ধ হয়, যার ফলে ভারতীয় বিজয় হয়।**
- **2008 CE: ভারত-ইউ.এস. বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি ভারতের বৈশ্বিক পারমাণবিক বৈধতা পুনরুদ্ধার করে।**
- **2010 CE: শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হয়, যা 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার করে তোলে।**
- **2014 CE: নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হন (নতুন রাজনৈতিক যুগ এবং প্রধান নীতির পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে)।**
- **2016 CE: Demonetization ড্রাইভ (বিশাল জাতীয় অর্থনৈতিক ঘটনা)।**
- **2019 CE: 370 ধারা (জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা) বাতিল করা (পরিবর্তনমূলক সাংবিধানিক ঘটনা)।**

4. ভারতে কোন ধরনের বাসস্থান বেছে নিতে হবে

ভারতের বাসস্থানের দৃশ্য দেশের মতোই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময়। বেশিরভাগ দেশের বিপরীতে, যেখানে 'হোটেল' মানে এক আদর্শ ধরনের থাকার ব্যবস্থা, ভারত বিস্তৃত আবাসনের ব্যবস্থা করে, রূপান্তরিত রয়্যাল প্যালেস (হেরিটেজ হোটেল) থেকে শুরু করে একটি শান্ত আশেপাশে পরিবার-পরিচালিত হোমস্টের নিমগ্ন উষ্ণতা।

প্রতি রাতে আপনার মাথা কোথায় বিশ্রাম নেবেন তা বেছে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা আপনার বাজেট, আরামের স্তর এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক নিমজ্জনকে প্রভাবিত করবে।

এই অধ্যায়টি সারা দেশে উপলব্ধ প্রাথমিক আবাসনের ধরনগুলিকে ভেঙে দেবে, আপনাকে নিখুঁত ভিত্তি নির্বাচন করতে সাহায্য করবে, আপনি নিশ্চিত পশ্চিমা বিলাসিতা, একটি প্রাণবন্ত ব্যাকপ্যাকার সম্প্রদায়, বা স্থানীয় জীবনের সাথে সত্যিকারের খাঁটি সংযোগ খুঁজছেন। এই বিকল্পগুলি বোঝা হল ভারতে বাড়ি থেকে দূরে আপনার বাড়ি খোঁজার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

4.0.1 বিলাসিতা এবং ঐতিহ্য থাকে

টাইপ	বর্ণনা	জন্য সেরা	বাজেট
হেরিটেজ হোটেল (প্রাসাদ হোটেল)	ঐতিহাসিক সম্পত্তি (সাবেক প্রাসাদ, দুর্গ এবং রাজকীয় প্রাসাদ) বিলাসবহুল হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা চমত্কার স্থাপত্য, রাজকীয় পরিষেবা এবং ইতিহাসের গভীর অনুভূতি প্রদান করে। রাজস্থান এগুলোর জন্য বিখ্যাত।	ভ্রমণকারীদের জন্য যারা একটি অনন্য, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং ভারতের রাজকীয় অতীতের স্বাদ পেতে চান।	হাই-এন্ড / বিলাসিতা
আন্তর্জাতিক 5-তারা হোটেল	দ্য ওবেরয়, তাজ, লীলা বা বিদেশী ব্র্যান্ড (ম্যারিয়ট, হিলটন) এর মতো চেইন। তারা বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা, চমৎকার স্যানিটেশন, নির্ভরযোগ্য ওয়াইফাই এবং নিরাপত্তা প্রদান করে, বিশেষ করে বড় মেট্রো শহরে।	ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী বা যারা গ্যারান্টিযুক্ত পশ্চিমা মান এবং নির্ভরযোগ্য আরামকে অগ্রাধিকার দেন।	বিলাসিতা

5-স্টার হোটেল বিভাগে, আমরা পর্যালোচনা করেছি:

- পুলম্যান নিউ দিল্লি অ্যারোসিটি অ্যাকর হোটেল ব্র্যান্ড
- আন্দাজ দিল্লি, হায়াত দ্বারা
- ম্যারিয়ট আগ্রার উঠান

4.0.2 মিড-রেঞ্জ কমফোর্ট

টাইপ	বর্ণনা	জন্য সেরা	বাজেট
বুটিক হোটেল	ছোট, আড়ম্বরপূর্ণভাবে ডিজাইন করা হোটেলগুলি প্রায়শই শহরের কেন্দ্রে বা হিপ পাড়ায় পাওয়া যায়। তারা ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা, অনন্য সাজসজ্জা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলিতে ফোকাস করে।	ভ্রমণকারীরা যারা প্রাসাদ মূল্য ট্যাগ ছাড়া শৈলী, স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্থানীয় স্বভাব চান।	মিড-রেঞ্জ থেকে আপার মিড-রেঞ্জ
3- এবং 4-স্টার হোটেল	রুম সার্ভিস, অ্যাটাচড বাথরুম এবং এসি-র মতো স্ট্যান্ডার্ড পরিষেবা সহ নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার হোটেল। অনুমানযোগ্য এবং আরামদায়ক থাকার জন্য এটি আপনার সেরা বাজি।	বেশিরভাগ সাধারণ পর্যটক এবং পরিবার যারা নির্ভরযোগ্যতা এবং মাঝারি খরচকে অগ্রাধিকার দেয়।	মিড-রেঞ্জ

বুটিক হোটেল বিভাগে, আমরা পর্যালোচনা করেছি:

- খ উনিশ

3-স্টার হোটেল বিভাগে, আমরা পর্যালোচনা করেছি:

- হোটেল আর্য নিবাস

4.0.3 বাজেট এবং খাঁটি নিমজ্জন

টাইপ	বর্ণনা	জন্য সেরা	বাজেট
গেস্টহাউস এবং হোমস্টে	পরিবার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যেখানে অতিথিরা একটি ব্যক্তিগত ঘরে বা স্থানীয়দের বাড়ির আলাদা শাখায় থাকেন। তারা বাড়িতে রান্না করা খাবার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পরামর্শ এবং একটি প্রকৃত সাংস্কৃতিক সংযোগ অফার করে। সবচেয়ে খাঁটি অভিজ্ঞতার জন্য হোমস্টে অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়।	সাংস্কৃতিক অন্বেষণকারী এবং স্বাধীন ভ্রমণকারীরা যারা স্থানীয় জীবনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং ব্যক্তিগতকৃত মনোযোগ পেতে চান।	বাজেট থেকে মিড-রেঞ্জ
ধর্মশালা	ধর্মীয় বিশ্রামাগার, প্রায়শই মন্দির বা তীর্থস্থানের কাছাকাছি পাওয়া যায়, ন্যূনতম দান বা ফিতে খুব প্রাথমিক বাসস্থান (কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক) অফার করে।	তীর্থযাত্রী বা বাজেট-কেন্দ্রিক অভিযাত্রীরা বিচ্ছিন্ন, সাম্প্রদায়িক এবং কঠোরভাবে ঐতিহ্যগত সুবিধার সাথে আরামদায়ক।	খুবই বাজেট/দান
হোস্টেল	প্রধানত প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে (গোয়া, দিল্লি, জয়পুর, ইত্যাদি) পাওয়া যায়। তারা আন্তর্জাতিক ব্যাকপ্যাকারদের পূরণ করে, ডর্ম	একা এবং তরুণ ভ্রমণকারীরা অর্থ সঞ্চয় করতে এবং অন্যান্য	বাজেট / ব্যাকপ্যাকিং

	রুম, ব্যক্তিগত কক্ষ, ভাগ করা রান্নাঘর এবং সামাজিক কার্যকলাপ অফার করে।	ভ্রমণকারীদের সাথে দেখা করতে চাইছে।	

4.1 বুকিং এর জন্য ব্যবহারিক পরামর্শ

- সাম্প্রতিক পর্যালোচনাগুলি পড়ুন: মান একই-মূল্যের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গরম জলের প্রাপ্যতা এবং শব্দের মাত্রা সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য সর্বদা পর্যালোচনাগুলি পরীক্ষা করুন (বিশেষ করে গত 6 মাসের মধ্যে)।
- এসি এবং গরম জল যাচাই করুন: আপনার রুমে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ (এসি) বা 24-ঘন্টা গরম জল রয়েছে বলে মনে করবেন না যদি না বুকিংয়ের বিশদ বিবরণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে, বিশেষ করে 3-তারা হোটেলের নীচের কিছু। গরম মাস (মার্চ থেকে জুন) এবং পাহাড়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- অবস্থানটি সাবধানে পরীক্ষা করুন: মূল আকর্ষণ, শহরের কেন্দ্র এবং ট্রানজিট হাবগুলির দূরত্ব যাচাই করতে একটি মানচিত্র ব্যবহার করুন। শহর থেকে দূরে একটি সস্তা হোটেলে আপনার উবার, ট্যাক্সি বা রিকশা ভাড়া এবং সময় বেশি খরচ হতে পারে। মনে রাখবেন, ভারতে ট্র্যাফিক খুব ব্যস্ত এবং কোলাহলপূর্ণ, এবং আপনি পয়েন্ট A থেকে বি পয়েন্টে যেতে অনেক সময় ব্যয় করবেন। তাই, অপ্রয়োজনীয়ভাবে ট্র্যাফিকের সময় বাড়াবেন না।
- নিরাপত্তা এবং প্রবেশাধিকার: গেস্টহাউস বা ছোট হোটেলে, নিশ্চিত করুন কার কাছে চাবি রয়েছে এবং প্রবেশদ্বারটি কতটা নিরাপদ, বিশেষ করে একক মহিলা ভ্রমণকারীদের জন্য। বেশিরভাগই নিরাপদ, তবে সচেতন থাকা সর্বদা বুদ্ধিমানের কাজ।
- উত্সবগুলির সময় আগে বুক করুন: দীপাবলি বা হোলির মতো প্রধান উত্সবগুলির সময়, বা পিক ট্যুরিস্ট মরসুমে (অক্টোবর থেকে মার্চ), জনপ্রিয় থাকার জায়গাগুলি, বিশেষ করে হেরিটেজ হোটেলগুলি কয়েক মাস আগে বুক করে রাখুন।

এখানে আপনি যখন পরিদর্শন করেন তখন উপলব্ধ থাকার জায়গাগুলি খুঁজে পেতে পারেন:



দিল্লির এই হোটেলগুলিতে আমাদের খুব ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে:

- 5-তারা হোটেল পুলম্যান নিউ দিল্লি অ্যারোসিটি
- 5-তারা হোটেল আন্দাজ দিল্লি, হায়াতের দ্বারা
- বুটিক হোটেল বি নাইনটিন

ডাইনিং এবং সুবিধা

প্রাতঃরাশ বুফে-স্টাইলে পরিবেশন করা হয়, যা পশ্চিমা, ভারতীয় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইটেমের বিশাল নির্বাচন অফার করে। কর্মীরা মনোযোগী, আপনার পছন্দসই যেকোনো ধরনের কফি বা চা তৈরি করতে খুশি।
হোটেলে রাতের খাবারের জন্য চমৎকার রেস্তোরাঁও রয়েছে। এগুলি প্রত্যাশিত হিসাবে, দামের দিক থেকে, তবে আমরা দেখেছি যে খাবারের গুণমান এবং স্বাদ সম্পূর্ণ অর্থের মূল্য।

সুবিধার জন্য, হোটেলটি একটি সুন্দর আউটডোর সুইমিং পুল, একটি স্পা এবং একটি সুসজ্জিত 24-ঘন্টা ফিটনেস সেন্টার সহ একটি শীর্ষ-স্তরের ব্র্যান্ড থেকে প্রত্যাশিত সবকিছু সরবরাহ করে।

রায়

The Pullman New Delhi Aerocity হল ভ্রমণকারীদের জন্য একটি চমত্কার ভিত্তি যারা বিলাসবহুল বাসস্থান, চমৎকার খাবার এবং আরামকে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও এটি বিমানবন্দরের কাছাকাছি এবং তাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাওয়া এবং দেরিতে পৌঁছানো ফ্লাইটের জন্য চমৎকার, দিল্লির কেন্দ্রস্থলে পর্যটক আকর্ষণের দূরত্বকে অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যদি আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনায় এটি বিবেচনা করেন, আমরা মনে করি আপনি হোটেলটি পছন্দ করবেন এবং ভারতে আপনার জীবনে একবার ভ্রমণ শুরু বা শেষ করার জন্য এটি একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা পাবেন।

পুলম্যান নিউ দিল্লি অ্যারোসিটি ছিল দিল্লিতে আমাদের প্রিয় হোটেল এবং সমগ্র ভারতে আমাদের দ্বিতীয় প্রিয় হোটেল, যেখানেম্যারিয়ট আগ্রার উঠানছিল ভারতের সবচেয়ে প্রিয় হোটেল।

এখানে আমরা তোলা কিছু ফটো আছে:


























ডাইনিং এবং সুবিধা
একটি বুটিক গেস্টহাউস হিসাবে, ফোকাস গুণমান এবং ব্যক্তিগতকরণের উপর, বিশেষ করে যখন এটি ডাইনিং আসে।

- **ব্যক্তিগতকৃত প্রাতঃরাশ: প্রশংসাসূচক প্রাতঃরাশ ভাল ছিল, তবে মূল খাবারটি তাজা তৈরি করা হয়েছিল (ঘরে রান্না করা) এবং বুফেটির অংশ নয়।**
- **সুবিধাগুলি: সুবিধাগুলি অযথার চেয়ে আরামের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। যদিও কোনও বড় পুল বা সম্পূর্ণ-পরিষেবা স্পা নেই, অতিথিরা একটি সুসজ্জিত শেয়ার্ড রান্নাঘর, একটি ছোট লাইব্রেরি এবং গাড়ি ভাড়া এবং সংগঠিত ভ্রমণের মতো ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবাগুলি থেকে উপকৃত হন। নির্মল বাগান এবং সোপান স্থানগুলি বিশ্রামের জন্য নিখুঁত স্পট হিসাবে কাজ করে।**

রায়
B Nineteen হল একটি কঠিন 3-স্টার B&B, এবং আপনি যদি বুটিকের অভিজ্ঞতা চান তাহলে নিখুঁত। আমাদের জন্য, হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থানটি ছিল নিখুঁত বিক্রয় পয়েন্ট।
আমরা অবশ্যই আবার এখানে থাকব, কিন্তু পরের বার, আরও কয়েক দিনের জন্য।

এখানে আমরা তোলা কিছু ফটো আছে:









4.3 আগ্রায় কোথায় থাকবেন

দিল্লীএর তুলনায়, আগ্রায় বিলাসবহুল হোটেল, এয়ারবিএনবি এবং হোমস্টে অনেক বেশি সীমিত সরবরাহ রয়েছে। আপনি যদি প্রধান পর্যটন মরসুমে (অক্টোবর থেকে মার্চ) একটি উচ্চমানের হোটেল বুক করতে চান তবে কয়েক মাস আগে বুক করতে ভুলবেন না, কারণ সেরা বিকল্পগুলি দ্রুত পূরণ হয়।

আগ্রায় ট্র্যাফিক দিল্লির মতো খারাপ নয়, তবে শহরে এখনও যানজটপূর্ণ এলাকা রয়েছে এবং শব্দ দূষণের সাধারণ স্তর উচ্চ এবং ধ্রুবক। তাই আমাদের পরামর্শ হল দুটি প্রধান বাসস্থান কৌশল বিবেচনা করা:

বিকল্প 1: তাজমহলের কাছাকাছি থাকুন

- **সুবিধা: সূর্যোদয়ের সময় তাজমহলে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে পূর্ব গেট যা পর্যটকদের প্রাথমিক প্রবেশদ্বার। আপনি প্রায়শই কমপ্লেক্সে হেঁটে যেতে পারেন।**
- **কনস: শুধু পরামর্শ দেওয়া উচিত যে তাজ কমপ্লেক্সের আশেপাশের এলাকায় ট্র্যাফিকের শব্দ বধির এবং ধ্রুবক, এবং বায়ু দূষণও খুব খারাপ হতে পারে।**

বিকল্প 2: ফতেহাবাদ রোড করিডোরে থাকুন

- সুবিধা: এই করিডোরটি শহরের অনেক উচ্চ-শ্রেণির হোটেল চেইনের আবাসস্থল এবং পর্যটকদের জন্য কিছুটা শান্ত এবং আরও ধারণযোগ্য পরিবেশ সরবরাহ করে। আমরা এই অবস্থানের জন্য আংশিক, কারণ সমগ্র ভারতে আমাদের প্রিয় হোটেল,ম্যারিয়ট আগ্রার উঠান, এখানে অবস্থিত, এটির চমৎকার পরিষেবা এবং ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্পত্তির জন্য পরিচিত।
- **অসুবিধা: তাজমহলের পরিধিতে পৌঁছানোর জন্য একটি ছোট ট্যাক্সি বা টুক-টুক রাইড (প্রায় 10-15 মিনিট, ট্রাফিক নির্ভর) প্রয়োজন।**

এখানে আপনি যখন পরিদর্শন করেন তখন উপলব্ধ থাকার জায়গাগুলি খুঁজে পেতে পারেন:



দিল্লির হাই-এন্ড হোটেলগুলির মতো, এখানে ব্রেকফাস্ট বুফে ব্যতিক্রমী। এটিতে পশ্চিমা, ভারতীয় এবং অন্যান্য বৈশ্বিক প্রাতঃরাশের আইটেমগুলির একটি বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে, যা সমস্ত মানসম্পন্ন উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল রেস্তোরাঁর (MoMo ক্যাফে) কর্মীরা মনোযোগী, সদয় এবং স্পষ্টভাবে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার একটি হাইলাইট ছিল। আমরা তাদের সাথে একটি চমৎকার চ্যাট ছিল.

আপনাকে একটি জিনিস করতে হবে: সন্ধ্যায় একটি রোমান্টিক ডিনারের জন্য বিশেষ রেস্তোরাঁ, আনিসের সুবিধা নিন। তাদের একটি রোমান্টিক পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীতের একটি লাইভ শো আছে, এবং MoMo ক্যাফেতে, তারা আপনাকে রয়্যালটির মতো আচরণ করে! প্রত্যাশিত হিসাবে, রেস্তোরাঁগুলি ব্যয়বহুল দিকে, তবে স্বাদ এবং উচ্চ-মানের পরিষেবা অভিজ্ঞতাটিকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করে তোলে।

হোটেলের সুবিধাগুলি আদিম, সবুজ সবুজে ঘেরা একটি বড় এবং সুন্দর আউটডোর সুইমিং পুলের চারপাশে কেন্দ্রীভূত, যা বিকেলের উত্তাপে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। এটি একটি ভাল রক্ষণাবেক্ষণ ফিটনেস সেন্টার এবং একটি সম্পূর্ণ-পরিষেবা স্পা অন্তর্ভুক্ত করে।

রায়
ম্যারিয়ট আগ্রার কোর্টইয়ার্ড শহরের একটি শীর্ষ-স্তরের 5-স্টার পছন্দ। এটি ম্যারিয়টের গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, ভারতীয় আতিথেয়তার প্রকৃত অনুভূতির একটি নিখুঁত মিশ্রণ অফার করে। তাজমহল এবং আগ্রা ফোর্ট অ্যাক্সেস করার জন্য এটির সুবিধাজনক অবস্থান, ব্যতিক্রমী খাবার, সুযোগ-সুবিধা এবং কিছু সেরা হোটেল কর্মী যা আমাদের রাজকীয় আচরণ দিয়েছিল, তাই আমরা এটিকে ভারতের আমাদের প্রিয় হোটেল হিসাবে রেট করি। আপনার আগ্রার অভিজ্ঞতা যতটা সম্ভব বিলাসবহুল এবং চাপমুক্ত তা নিশ্চিত করার জন্য এটি আদর্শ জায়গা।

এখানে আমরা তোলা কিছু ফটো আছে:





































চিত্রা ক্যাফেটেরিয়া (ডাইনিং)
ডাইনিং সুবিধা, ভবনের ভিতর থেকে অ্যাক্সেস করা, একটি ক্যাফেটেরিয়া অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

- **পরিষেবা শৈলী: আপনি একটি কাউন্টার ডিসপ্লে থেকে আপনার খাবারগুলি নির্বাচন করুন, এবং কর্মীরা আপনার টেবিলে আনার আগে আপনার জন্য আইটেমগুলিকে গরম বা তাজা প্রস্তুত করবে।**
- **রন্ধনপ্রণালী: ন্যূনতম তেল এবং মশলা দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যকর, বাড়ির মতো নিরামিষ (প্লাস ডিম) উত্তর ভারতীয় এবং মহাদেশীয় রন্ধনপ্রণালীতে ফোকাস করা হয়।**
- **খাবারের প্রাপ্যতা: প্রাতঃরাশের পাশাপাশি, আপনি এখানে দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার খেতে পারেন, এটি একটি মূল সুবিধা কারণ আশেপাশের এলাকাটি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।**

রায়
হোটেল আর্য নিবাস একটি কঠিন ৩-তারা হোটেল। এর কেন্দ্রীয় অবস্থান, প্রকৃত আতিথেয়তা, এবং নৈতিক ক্রিয়াকলাপ এটিকে থাকার জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং আরামদায়ক জায়গা করে তোলে। এটি একটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং সুন্দর পরিবেশ যা একটি পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয় যারা স্পষ্টভাবে তাদের অতিথিদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীরভাবে যত্নশীল।

ফাইনাল
টিপ: শুধু পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, যদিও এটি কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত, শহরের এই অংশটি, এই এলাকার খুব কম রেস্তোরাঁ সহ, অন্ধকারের পরে বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, হোটেল রেস্তোরাঁ খোলা থাকে, এবং বিনামূল্যের শেষ বিকেলের হেরিটেজ শো অবশ্যই সাইটেই ভাল খাবার এবং বিনোদন প্রদান করে।

এখানে আমরা তোলা কিছু ফটো আছে:





























5.1 দিন 1: ভারতে আগমন

ভারতে স্বাগতম! আপনার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল যাত্রা শুরু হয় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে (DEL), দেশের সেরা-পরিচালিত বিমানবন্দরগুলির মধ্যে একটি। একটু প্রস্তুতি নিশ্চিত করবে যে ভারতে আপনার প্রথম মুহূর্তগুলি চাপমুক্ত এবং উত্তেজনাপূর্ণ।

5.1.1 ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (DEL) আগমন

ইমিগ্রেশন, ভিসা এবং কাস্টমস

আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সাধারণত টার্মিনাল 3 (T3) এ আসে। অবতরণের আগে, নিশ্চিত করুন যে আপনার ই-ভিসা নিশ্চিতকরণ এবং আপনার হোটেলের ঠিকানা হাতে আছে, কারণ এটি সাধারণত কাউন্টারে অনুরোধ করা হয়। দিল্লি বিমানবন্দর একটি ই-অ্যারাইভাল কার্ড সুবিধা চালু করেছে, প্রথাগত কাগজের ফর্মগুলিকে প্রতিস্থাপন করে, যা প্রক্রিয়াটিকে স্ট্রিমলাইন করতে সাহায্য করে। আগমনের পরে 'বিদেশি নাগরিক - ই-ভিসা'-এর জন্য চিহ্নগুলি অনুসরণ করুন।

5.1.2 মানি এক্সচেঞ্জ এবং সিম কার্ড

কাস্টমস ক্লিয়ার করার পরে এবং প্রধান আগমন হলে প্রস্থান করার পরে, আপনি অবিলম্বে আপনার প্রয়োজনীয় দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সুবিধা পাবেন: নগদ এবং সংযোগ।

- **টাকা (রুপি): ভারতে আপনার নগদ প্রয়োজন হবে, কারণ ক্রেডিট কার্ড সর্বত্র গ্রহণ করা হয় না। উপলব্ধ ATM ব্যবহার করুন (যেমন, SBI ব্যাঙ্ক)। ভ্রমণ টিপ: নগদ তোলার সময়, সর্বদা আপনার বাড়ির মুদ্রার পরিবর্তে ভারতীয় রুপি (INR) তে চার্জ নেওয়া বেছে নিন; এটি নিশ্চিত করে যে আপনি আপনার ব্যাঙ্ক দ্বারা সেট করা আরও ভাল বিনিময় হার পান।**

- **সিম কার্ড: অফিসিয়াল কিয়স্ক খুঁজুন (যেমন Airtel বা Jio)। আবেদনের জন্য আপনার পাসপোর্ট এবং প্রায়শই একটি পাসপোর্ট আকারের ছবি লাগবে। নগদ অর্থ প্রদানের আশা করুন (একটি সাধারণ পর্যটক পরিকল্পনার জন্য প্রায় ₹800, যা 90 দিনের জন্য দৈনিক ডেটা প্রদান করে)। SIM কার্ডটি সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হতে সাধারণত 15-30 মিনিট সময় নেয়।**

5.1.3 আপনার হোটেলে যাওয়া

আপনার বাসস্থানে পৌঁছানোর জন্য আপনার কাছে তিনটি দুর্দান্ত বিকল্প রয়েছে:

- এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস মেট্রো (অরেঞ্জ লাইন): মধ্য দিল্লিতে, বিশেষ করে নিউ দিল্লি মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার জন্য এটি দ্রুততম, সস্তা এবং সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যাত্রা দ্রুত, পরিষ্কার এবং সমস্ত রাস্তার ট্রাফিক এড়িয়ে যায়। মেট্রো স্টেশনটি টার্মিনাল 3 (মানচিত্র) থেকে রাস্তা জুড়ে পাওয়া যাবে। আরও তথ্য পাওয়া যাবেআমাদের দিল্লি মেট্রো গাইডে।
- **প্রি-পেইড ট্যাক্সি: টার্মিনালের ভিতরে অফিসিয়াল প্রি-পেইড ট্যাক্সি কাউন্টার দেখুন। আপনি সেখানে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করবেন এবং একটি রসিদ/কুপন পাবেন, যা আপনি বাইরের ড্রাইভারের হাতে দেবেন। এটি ভাড়া আলোচনা এবং সম্ভাব্য ঝামেলা দূর করে।**

5.1.4 আপনার দিল্লি আবাসন

দিল্লিতে আপনার থাকার জন্য, আপনার কাছে প্রচুর সংখ্যক হোটেল, হোমস্টে এবং AirBnB-এর পছন্দ রয়েছে।কোথায় থাকবেন তা খুঁজে বের করুন এবং কিছু হোটেল রিভিউ পড়তেকরতে এখানে ক্লিক করুন।
আমরা দিল্লির এই তিনটি হোটেল পর্যালোচনা করেছি:

- 5-স্টার পুলম্যান অ্যারোসিটি
- 5-তারকা আন্দাজ দিল্লি
- 3-তারকা বুটিক হোটেল বি নাইনটিন

5.1.5 1 দিনে দিল্লি অন্বেষণ

আপনার হোটেলে চেক ইন করার পরে এবং সম্ভবত আপনার হোটেল বা কাছাকাছি একটি রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খাওয়ার পরে, আপনার দিল্লি অন্বেষণ শুরু করুন।

যেহেতু আজ আপনার প্রথম দিন, এবং আপনি জেটল্যাগ হতে পারেন, আমরা আজ শুধুমাত্র কয়েকটি আকর্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এমনকি যদি আপনি খুব ক্লান্ত হন, অন্তত কুতুব মিনার দেখার চেষ্টা করুন, কারণ এটি দিল্লির একটি হাইলাইট, এবং আপনার ভারত অ্যাডভেঞ্চারের একটি নিখুঁত শুরু!
আজকের গন্তব্যগুলি হল:

- কুতুব মিনার
- আপনার যদি সময় থাকে এবং ভালো বোধ করেন, তাহলে আপনি লোটাস টেম্পল দেখতে পারেন (মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)
- আপনি যদি জেগে থাকতে পারেন:রাতে ইন্ডিয়া গেট লাইট, অন্যথায় আপনি আগামীকাল এটি করতে পারেন।

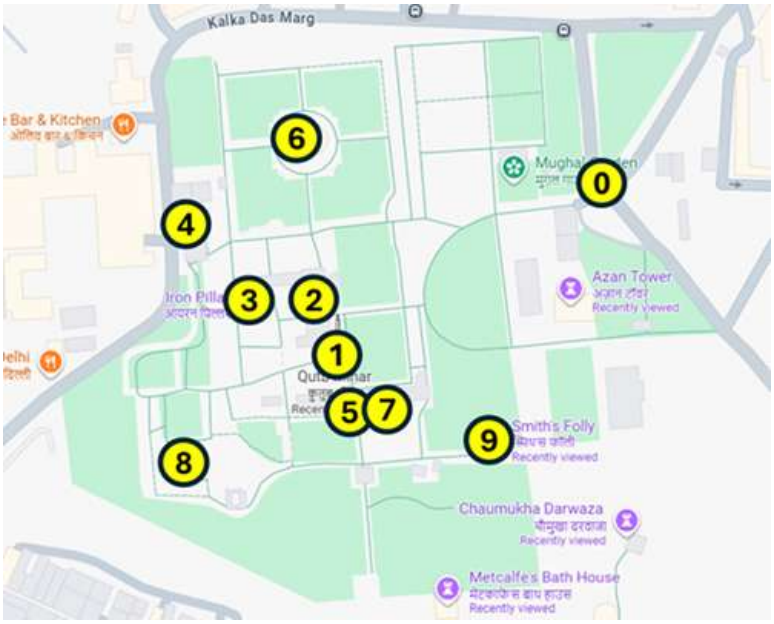




টাওয়ারটিকে প্রায়শই বিজয়ের টাওয়ার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। আইবক মিনার শুরু করেন এবং উত্তর ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ (মাইট অফ ইসলাম মসজিদ) তৈরি করেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে, মসজিদটি 27টি হিন্দু ও জৈন মন্দিরের উপকরণ, কলাম এবং কাঠামোগত উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল যা ইচ্ছাকৃতভাবে সাইটে ধ্বংস করা হয়েছিল।

- সম্প্রসারণ (1220 - 1369 CE): আইবকের উত্তরসূরি এবং জামাতা ইলতুৎমিশ দ্বারা টাওয়ারটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত এবং সম্পূর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী শাসকরা, ফিরোজ শাহ তুঘলকের মতো, বজ্রপাতের ফলে ক্ষতির পরে কাঠামো মেরামত ও সংযোজন অব্যাহত রাখেন।
- আধুনিক গুরুত্ব: সাইটটি দিল্লি সালতানাতের প্রথম দিকের একটি আভাস দেয়, এটি প্রদর্শন করে যে কিভাবে প্রথম দিকের মুসলিম শাসকরা একটি নতুন রাজধানী তৈরির জন্য বিদ্যমান স্থাপত্য ও ধর্মীয় উপকরণগুলিকে অভিযোজিত, পুনর্নির্মাণ এবং রূপান্তরিত করেছিলেন।

আপনি যা দেখতে পারেন: আর্কিটেকচারাল মার্ভেলস
কমপ্লেক্সটি বিস্তৃত এবং বিস্তারিত সমৃদ্ধ। সবকিছু অন্বেষণ করতে অন্তত দুই ঘন্টা অনুমতি দিন।



0 = প্রবেশ পথ
1 =কুতুব মিনার
2 =কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ
3 = Iরন স্তম্ভ
4 =সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের সমাধি
5 =আলাই দরওয়াজা
6 =আলাই মিনার
7 =ইমাম জমিনের মাযার
8 =আলাউদ্দিন খিলজির মাদ্রাসা
9 =স্মিথের বোকামি

5.1.6.1। কুতুব মিনার

তারার আকর্ষণ হল বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ইটের মিনার, যা 240 ফুট (73 মিটার) উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। এর পাঁচটি গল্প উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মেরামত এবং তিনটি ভিন্ন রাজত্ব জুড়ে স্থাপত্য শৈলী পরিবর্তনের একটি দীর্ঘ এবং জটিল গল্প বলে।









নির্মাণ সময়রেখা এবং অর্থ

রাজত্ব	নির্মাণের বিবরণ	স্থাপত্য শৈলী এবং অর্থ
কুতুবউদ্দিন আইবক (1192-1199 CE)	নির্মাণ শুরু হয়েছে এবং টাওয়ারের শুধুমাত্র প্রথম গল্প (বেস) সম্পন্ন হয়েছে।	দিল্লিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিজয়ের মিনার (বা 'টাওয়ার অফ ট্রায়াম্ফ') হিসেবে নির্মিত। এটি মুয়াজ্জিনদের দ্বারা সংলগ্ন কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদে প্রার্থনা করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল।
ইলতুৎমিশ (1211-1236 CE)	দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ গল্প যোগ করা হয়েছে, প্রায় কাঠামো সম্পূর্ণ করে।	তিনি টাওয়ারের স্থাপত্যের ভাষাকে মজবুত করেন, নিশ্চিত করেন যে মিনারটি দিল্লি সালতানাতের বিকাশমান প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে।
ফিরোজ শাহ তুঘলক (1351-1388 CE)	মূল চতুর্থ গল্পটি বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি ক্ষতি মেরামত করেছেন এবং একটি পঞ্চম এবং চূড়ান্ত গল্প যোগ করেছেন।	তুঘলক সাদা মার্বেল ব্যবহার করে চূড়ান্ত গল্পটি যোগ করেন, এটি লাল বেলেপাথরের ভিত্তি থেকে আলাদা করে এবং মিনারটিকে তার স্বতন্ত্র বহু যুগের চেহারা দেয়।

স্থাপত্যের বিবরণ: পাঁচটি গল্প

মিনারটি স্তরযুক্ত স্থাপত্যের একটি আকর্ষণীয় অধ্যয়ন, যার প্রতিটি বিভাগ দৃশ্যত এর নির্মাতা এবং যুগের সাথে যোগাযোগ করে:

- **প্রথম তিনটি গল্প (আইবক ও ইলতুৎমিশ): এই বিভাগগুলি সম্পূর্ণরূপে লাল এবং বাফ বেলেপাথর থেকে নির্মিত। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল পর্যায়ক্রমে ফ্লুটিং - বাহ্যিক অংশে রেখাযুক্ত উল্লম্ব অনুমান। প্রথম গল্পে পর্যায়ক্রমে কৌণিক (তারকা-আকৃতির) এবং বৃত্তাকার বাঁশির প্যাটার্ন রয়েছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে শুধুমাত্র বৃত্তাকার বাঁশি এবং তৃতীয়টিতে শুধুমাত্র কৌণিক বাঁশি রয়েছে। এই ছন্দময় প্যাটার্ন মিনারকে তার স্বতন্ত্র টেক্সচার দেয়।**
- **উপরের দুটি গল্প (তুঘলক): চতুর্থ এবং পঞ্চম গল্প, বজ্রপাতের পর তুঘলক দ্বারা যোগ করা হয়েছে, সাদা মার্বেল এবং বেলেপাথরের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি নলাকার এবং তুলনামূলকভাবে সরল, নিম্ন স্তরের ঘন খোদাই থেকে একটি স্পষ্ট চাক্ষুষ বিরতি প্রদান করে।**
- **শিলালিপি: বাইরের দিকে প্রদক্ষিণ করা ব্যান্ডগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন। এর মধ্যে শত শত জটিল খোদাই রয়েছে যা মার্জিত কুফিক এবং নাশক লিপিতে কুরআনের আয়াত সমন্বিত করে, সাথে টাওয়ারটির নির্মাণ, মেরামত এবং এর নির্মাতা কুতুবুদ্দিন আইবক এবং তার উত্তরসূরি ইলতুৎমিশ এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের নাম নথিভুক্ত ঐতিহাসিক নথির সাথে।**

5.1.6.2। কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ (ইসলামের পরাক্রম)

কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ (অর্থাৎ 'ইসলামের শক্তি') সম্ভবত কমপ্লেক্সের সবচেয়ে ঐতিহাসিকভাবে চার্জ করা কাঠামো। এটি উত্তর ভারতের প্রাচীনতম টিকে থাকা মসজিদ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এটি সেই স্থান যেখানে হিন্দু ও ইসলামিক স্থাপত্য ঐতিহ্যের সহিংস সংঘর্ষ হয়েছে।













বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত এবং তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	কুতুবুদ্দিন আইবক, গ. 1193 CE।
উৎপত্তি	আইবকের দিল্লী জয়ের পরপরই নির্মিত, এটি নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লী সালতানাতের প্রাথমিক জামাতের মসজিদ হিসেবে কাজ করে।
পুনর্নির্মাণ স্তম্ভ	আইবক খোলাখুলিভাবে 27টি হিন্দু ও জৈন মন্দিরের সামগ্রী ব্যবহার করেছিল যা সাইটে ধ্বংস করা হয়েছিল। উঠানের ঘেরে হাঁটুন এবং মূল মন্দিরের স্তম্ভগুলি পর্যবেক্ষণ করুন: এগুলি একে অপরের উপরে স্তূপীকৃত এবং ঐতিহ্যগত হিন্দু খোদাই (যেমন দেবী, ঘণ্টা এবং পাতা) বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অ্যানিকোনিজম এবং ডিফেসমেন্ট	হিন্দু খোদাইগুলি প্রায়শই ইসলামিক ঐতিহ্য অনুসারে অশোধিতভাবে প্লাস্টার করা বা বিকৃত করা হত, যা জীবন্ত প্রাণী বা মূর্তি (অ্যানিকনিজম) চিত্রিত করা নিষিদ্ধ করে। এই বিকৃতকরণ সেই সময়ের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী চাক্ষুষ প্রমাণগুলির মধ্যে একটি।
ইলতুতমিশের দুর্দান্ত পর্দা	সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল ইলতুৎমিশ কর্তৃক নির্মিত সুউচ্চ, কেন্দ্রীয় পাথরের পর্দা। ক্লাসিক ইসলামিক শৈলীতে নির্মিত এই স্ক্রীনটিতে কুরআনের আয়াতের চমৎকার আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং চমৎকার জ্যামিতিক এবং ফুলের মোটিফ রয়েছে, যা প্রতীকীভাবে মক্কার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নিখুঁতভাবে এটির পিছনে পুরানো হিন্দু স্তম্ভগুলিকে ফ্রেম করে, নাটকীয় স্থাপত্যিক রূপান্তর প্রদর্শন করে।

5.1.6.3। লোহার স্তম্ভ (একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য)

কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের আঙিনায় গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ধাতুবিদ্যাগত অসঙ্গতি—লোহার স্তম্ভ—একটি বৈজ্ঞানিক বিস্ময় যা এর চারপাশের স্মৃতিস্তম্ভের চেয়ে অনেক বেশি পুরনো।



বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত এবং তাৎপর্য
উৎপত্তি ও তারিখ	মূলত হিন্দু রাজবংশের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অন্যত্র (সম্ভবত উদয়গিরি, মধ্যপ্রদেশ) নির্মিত হয়েছিল। 11 শতকে তোমর রাজা অনঙ্গপাল এটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন।
উচ্চতা এবং উপাদান	এটি প্রায় 23 ফুট (7.2 মিটার) লম্বা এবং ছয় টন ওজনের। এটি 99.72% পেটা লোহা দিয়ে গঠিত।
বৈজ্ঞানিক রহস্য	স্তম্ভটি 1,600 বছরেরও বেশি সময় ধরে উল্লেখযোগ্য মরিচা ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে, স্বাভাবিক ক্ষয়কারী প্রক্রিয়াগুলিকে অস্বীকার করে। বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে রহস্যটি লোহা গলানোর প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে রয়েছে, যা একটি অস্বাভাবিক উচ্চ ফসফরাস সামগ্রী সহ একটি ধাতু তৈরি করেছিল। এটি, দিল্লির নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার সাথে মিলিত হয়ে, পৃষ্ঠে আয়রন হাইড্রোজেন ফসফেটের একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা আরও ক্ষয় রোধ করে।
শিলালিপি	স্তম্ভের প্রাচীনতম শিলালিপিটি সংস্কৃতে (ব্রাহমী লিপি) এবং এটি চন্দ্র নামে একজন শক্তিশালী রাজাকে উৎসর্গ করা হয়েছে, যা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মহান গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।
ভিজিটর টিপ	স্তম্ভটিকে মানুষের হাত দ্বারা সৃষ্ট তেল এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বেড় করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা একবার সৌভাগ্যের জন্য তাদের অস্ত্র দিয়ে এটিকে পিছনের দিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।
















বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত এবং তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	আলা-উদ-দিন খিলজি, 1311 খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ।
তাৎপর্য	এটিকে প্রারম্ভিক ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি একটি শৈলীগত উল্লম্ফনের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে মুসলিম কারিগরদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল (কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদের বিপরীতে), তাদের ইসলামিক ফর্মগুলির সম্পূর্ণ দক্ষতা প্রদর্শন করে।
স্থাপত্য	গেটওয়েটি মূলত লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, সাদা মার্বেল দিয়ে সমৃদ্ধ। এটি একটি নিখুঁত বর্গাকার কাঠামো, যা একটি নিপুণ, প্রায়-নিখুঁত সত্য গম্বুজ সমন্বিত - একটি মূল স্থাপত্য কৃতিত্ব যা ইলতুৎমিশের সমাধির মতো আগের প্রচেষ্টার কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করেছে।
খিলান	সুন্দরভাবে প্রতিসাম্য নির্দেশিত খিলানগুলি (বা ঘোড়ার নালের খিলানগুলি) সন্ধান করুন যা জালির পর্দা দিয়ে সজ্জিত। দরওয়াজাটিতে চমৎকার খোদাই রয়েছে যা ফুলের নকশার সাথে জ্যামিতিক নির্ভুলতাকে মিশ্রিত করে।















ইতিহাস এবং গুরুত্ব

স্মৃতিস্তম্ভটি বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডউইন লুটিয়েন্স দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, যিনি নিজেই নয়াদিল্লির পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

- **মূল (1921-1931): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1919) এবং তৃতীয় অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ (1919) এ লড়াইয়ে মারা যাওয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর 84,000 সৈন্যদের স্মরণে ব্রিটিশ সরকার এই কাঠামোটি চালু করেছিল।**
- **উদ্বোধন: এটি আনুষ্ঠানিকভাবে 1931 সালে সর্বভারতীয় যুদ্ধ স্মারক হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল।**
- **চিরন্তন শিখা: ভারতের স্বাধীনতার পরে, কাঠামোটি দেশের প্রাথমিক যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে পরিণত হয়েছিল। 1972 সালে, 1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের সম্মান জানাতে খিলানের নীচে অমর জওয়ান জ্যোতি (শাশ্বত শিখা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিখা জাতীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।**
    - **স্থানান্তরের উপর দ্রষ্টব্য: 2022 সালে, অমর জওয়ান জ্যোতিকে সংলগ্ন ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে (NWM) শিখার সাথে একীভূত করা হয়েছিল, যা এখন ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সমস্ত পতিত সৈন্যদের জন্য সরকারী কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ। যাইহোক, শিখা এবং সাইটের প্রতীকী গুরুত্ব অপরিবর্তিত রয়েছে।**

আর্কিটেকচার এবং ডিজাইন

ইন্ডিয়া গেট 138 ফুট (42 মিটার) লম্বা এবং এটি একটি ধ্রুপদী বিজয়ী খিলানের শৈলীতে ডিজাইন করা হয়েছে, প্রায়শই প্যারিসের আর্ক ডি ট্রায়মফের সাথে তুলনা করা হয়।

- **উপাদান: এটি ভরতপুর থেকে প্রাপ্ত উষ্ণ হলুদ এবং লাল বেলেপাথর থেকে তৈরি করা হয়েছে, যা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সুন্দরভাবে জ্বলে।**
- **শিলালিপি: খিলানের মুখে খোদাই করা আছে 13,000 টিরও বেশি ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যের নাম যারা এটির স্মরণীয় সংঘাতে নিহত হয়েছিল।**
- **দ্য ক্যানোপি: খিলানের ঠিক পিছনে একটি বড় বেলেপাথরের ছাউনি রয়েছে, এটিও লুটিয়েন্স দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মূলত রাজা পঞ্চম জর্জ-এর একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল। আজ, এই স্থানটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গভীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি 28-ফুট লম্বা গ্রানাইট মূর্তি রয়েছে।**





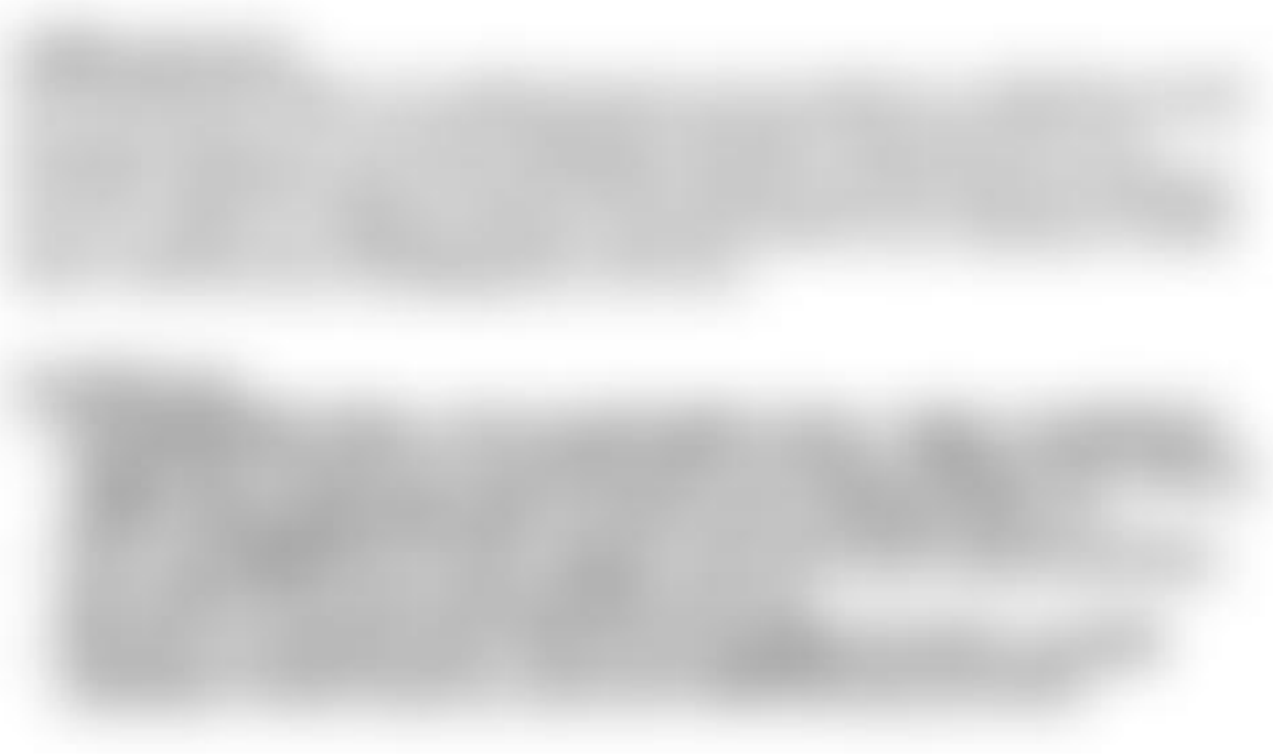












5.2 দিন 2: দিল্লির স্ব-নির্দেশিত সফর

আজ দিল্লিতে আপনার প্রথম পুরো দিন, এবং আপনি প্রথমে শহরের সমৃদ্ধ, স্তরপূর্ণ ইতিহাসে ডুব দিচ্ছেন। Your itinerary takes you from the towering Mughal grandeur of the Red Fort and the electrifying, historic chaos of Chandni Chowk in Old Delhi, straight to the solemn modern architecture of India Gate and the National War Memorial in New Delhi. এই সময়সূচীটি প্রাচীন ক্ষমতা কেন্দ্র এবং ঔপনিবেশিক যুগের পরিকল্পনার মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য, যা রাজধানীর বিবর্তনের একটি বিস্তৃত দৃশ্য প্রদান করে।



1 = লাল কেল্লা
2 = জামে মসজিদ
3 = চাঁদনী চক
4 = ইন্ডিয়া গেট, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ক্যানোপি, জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ

1 =লাল কেল্লা2 =জামে মসজিদ3 =চাঁদনী চক4 =ইন্ডিয়া গেট, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ক্যানোপি, জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ1 =লাল কেল্লা2 =জামে মসজিদ3 =চাঁদনী চক4 =ইন্ডিয়া গেট, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ক্যানোপি, জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ

এই বৈচিত্র্যময় শহুরে ল্যান্ডস্কেপ দক্ষতার সাথে নেভিগেট করতে, আমরা দৃঢ়ভাবে সমস্ত আন্তঃ-সাইট ভ্রমণের জন্য উবার বা ওলা-এর মতো রাইড-শেয়ারিং অ্যাপ ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। যদিও দিল্লি একটি চমৎকার মেট্রো ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করে, পুরানো দিল্লি (লাল কেল্লা, চাঁদনি চক) এবং নয়া দিল্লি (ইন্ডিয়া গেট) এর মধ্যে ভ্রমণের জন্য প্রায়ই স্টেশনগুলি থেকে স্থানান্তর বা দীর্ঘ হাঁটা জড়িত থাকে। একটি গাড়ি ব্যবহার করা এই দূরত্বগুলি কভার করার দ্রুততম এবং সবচেয়ে আরামদায়ক উপায়। বিকল্পভাবে, পুরানো দিল্লির মধ্যে স্বল্প দূরত্বের ট্রিপগুলি সেই ক্লাসিক, জিপি স্থানীয় অভিজ্ঞতার জন্য টুক-টুক (অটো-রিকশা) দ্বারা সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয় - আপনি শুরু করার আগে ভাড়ার বিষয়ে সম্মতি জানাতে ভুলবেন না, এবং সেই গাড়ির পরিবহনটি টুক-টুকের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ!

যেহেতু আপনি দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে কাটাতে চান, দিল্লির জলবায়ুর জন্য প্রস্তুত হন, যা তীব্র হতে পারে, বিশেষ করে শীতের মাসগুলির বাইরে। Sun protection is paramount: wear light, breathable clothing, use a hat and high-SPF sunscreen, and carry water to stay hydrated. সন্ধ্যার রেড ফোর্ট লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের জন্য, একটি হালকা জ্যাকেট আনার কথা বিবেচনা করুন, কারণ তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং অনুষ্ঠানটি সূর্যাস্তের পরে বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। Enjoy the incredible contrasts and history that await you today!

5.2.1 লাল কেল্লা (লাল কিলা): মুঘল শক্তির দুর্গ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট,টিকিট কিনুন)

খোলা: মঙ্গল-রবি; সোমবার বন্ধ
খোলার সময়: সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত
প্রবেশ মূল্য: ₹35 (ভারতীয়), ₹500 (বিদেশী) (লেখার সময়)
ফটোগ্রাফি: ফটোগ্রাফির জন্য কোনও ফি নেই, তবে ভিডিও চিত্রগ্রহণের জন্য ₹25।
সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো: সন্ধ্যা ৬টা থেকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে
সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো টিকিট: ₹80 (প্রাপ্তবয়স্ক), ₹30 (শিশু)

লাল কেল্লা (বা হিন্দিতে লাল কিলা) ভারতের অতীতের একটি বিশাল প্রতীক। এই ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দুর্গ, তবে এর বিশাল আকার এটিকে প্রাচীর ঘেরা শহরের মতো দেখায়। এটি মুঘল সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এটি ভারতের জাতীয় চেতনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে রয়ে গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রতি স্বাধীনতা দিবসে তার প্রাচীর থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।



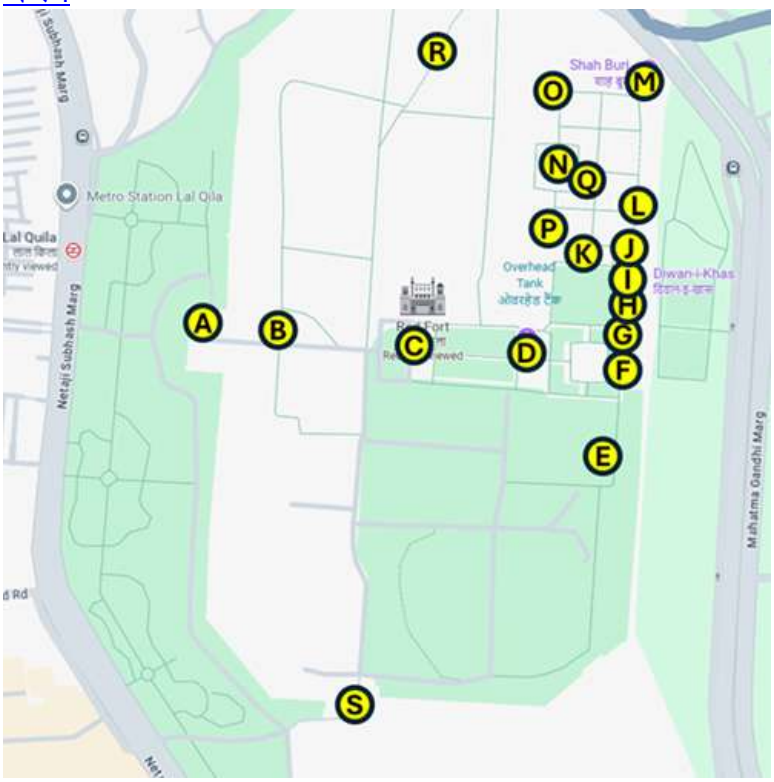
কেন আপনি পরিদর্শন করা উচিত

লাল কেল্লা পরিদর্শন করা মুঘল সাম্রাজ্যের নিখুঁত স্কেল এবং ঐশ্বর্যকে তার শীর্ষে উপলব্ধি করার জন্য অপরিহার্য। এটি মুঘল স্থাপত্যের চূড়ান্ত, বিশাল বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, তিমুরিদ, ফার্সি এবং দেশীয় ভারতীয় শৈলীর মিশ্রণ। এটি একটি গভীর ঐতিহাসিক অনুরণনের জায়গা, যা আপনাকে সম্রাটদের সময়ে, হীরা-খচিত সিংহাসন এবং বিস্তৃত দরবারের অনুষ্ঠানগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এর ইতিহাসের বাইরে, দুর্গের মাঠটি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, যা এর গেটের বাইরে পুরানো দিল্লির বিশৃঙ্খল রাস্তার শান্তিপূর্ণ বিপরীতে প্রস্তাব করে।

লাল কেল্লা কমপ্লেক্স: মূল কাঠামোর একটি বিস্তারিত সফর

নিম্নলিখিত বিশদ বিভাজনটি আগ্রহের 17টি মূল বিষয়গুলিকে কভার করে, সাধারণত একটি মিছিলের পথ অনুসরণ করে যা একজন সম্রাট জনসাধারণের প্রবেশদ্বার থেকে ব্যক্তিগত প্রাসাদে নিয়ে যেতেন।

A =লাহোরি দরওয়াজা (গেট)B =ছটা বাজারC =নওবত খানা (ঢোল ঘর)D =দিওয়ান-ই-আমE =মমতাজ মহলF =রং মহলG =নাহর-ই-বিহিশত (জান্নাতের স্রোত)H =খাস মহলI =দিওয়ান-ই-খাসJ = ZXQL1 ZKZQ = ZXQL1 = ZXQLহীরা মহলM =শাহ বুর্জN =জাফর মহলO =ভাদন প্যাভিলিয়নP =সাওয়ান প্যাভিলিয়নQ =হায়াত বকশ বাগR =লাল কেল্লা বাওলিS =দিল্লি গেটA = ZXQLINK19ZZXQ =লাহোরি দরওয়াজা (গেট)নওবত খানা (ঢোল ঘর)D =দিওয়ান-ই-আমE =মমতাজ মহলF =রং মহলG =নাহর-ই-বিহিশত (জান্নাতের স্রোত)H =খাস মহলI =দিওয়ান-ই-খাসJ =হাম্মামK = ZXQLINK29ZXLQ = ZXQLINK29ZXLQশাহ বুর্জN =জাফর মহলO =ভাদন প্যাভিলিয়নP =সাওয়ান প্যাভিলিয়নQ =হায়াত বকশ বাগR =লাল কেল্লা বাওলিS =দিল্লি গেটহাম্মামমতি মসজিদছটা বাজারমতি মসজিদহীরা মহল



A = লাহোরি দরওয়াজা (গেট)
B = ছটা বাজার
C = নওবত খানা (ঢোল ঘর)
D = দিওয়ান-ই-আম
E = মমতাজ মহল
F = রং মহল
G = নাহর-ই-বিহিশত (জান্নাতের স্রোত)
H = খাস মহল
I = দিওয়ান-ই-খাস
J = হাম্মাম
K = মতি মসজিদ
L = হীরা মহল
M = শাহ বুর্জ
N = জাফর মহল
O = ভাদন প্যাভিলিয়ন
P = সাওয়ান প্যাভিলিয়ন
Q = হায়াত বকশ বাগ
R = লাল কেল্লা বাওলি
S = দিল্লি গেট







5.2.1.B ছাত্তা বাজার (আচ্ছাদিত বাজার)

বিশাল লাহোরি গেট পেরিয়ে অবিলম্বে, দর্শনার্থীরা ছাত্তা বাজারে (আচ্ছাদিত বাজার) প্রবেশ করে। এই অত্যাশ্চর্য, ব্যারেল-ভল্টেড আর্কেডটি শাহজাহানের ডিজাইনের সবচেয়ে স্বতন্ত্র এবং আধুনিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি, যা সামরিক প্রতিরক্ষার বিশ্ব থেকে রাজকীয় বাণিজ্যের জগতে অবিলম্বে রূপান্তরের প্রস্তাব দেয়।



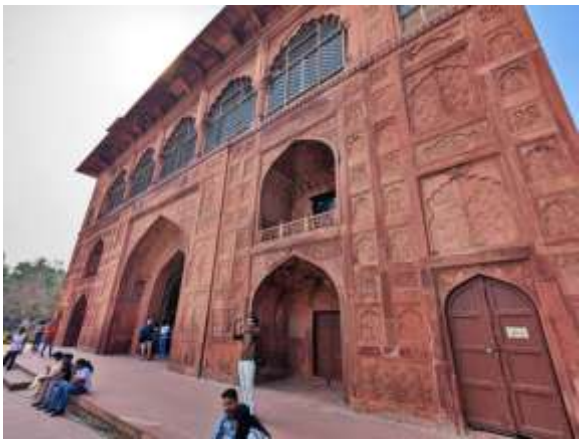


বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, দুর্গের সাথে একযোগে নির্মিত, 1648 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়।
ফাংশন	এটি ছিল আভিজাত্যের জন্য একচেটিয়া খুচরা কেন্দ্র, বিশেষ করে রাজকীয় জেনানার (হারেম) মহিলারা, যারা প্রায়শই আবদ্ধ থাকত এবং পাবলিক মার্কেটে কেনাকাটা করত না। এটি একটি নিরাপদ, জলবায়ু-নিয়ন্ত্রিত, এবং উচ্চ-সম্পন্ন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে।
আসল নাম	এটি মূলত বাজার-ই-মুসাক্কাফ (আচ্ছাদিত বাজার) বা কখনও কখনও মীনা বাজার নামে পরিচিত ছিল (উৎসবের সময় তাদের নিজস্ব কারুকাজ করা পণ্য বিক্রি করার জন্য অভিজাত নারীদের দ্বারা আঁকা, রঙিন সজ্জা এবং বাজারে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়)।
স্থাপত্য	বাজারটি ভারতে 17 শতকের আবৃত বাণিজ্যিক স্থাপত্যের একটি অনন্য উদাহরণ। এটি উভয় পাশে 32টি বর্গাকার অ্যাপার্টমেন্টের (দোকান) দুটি সমান্তরাল সারি নিয়ে গঠিত, যা একটি ক্রমাগত, খিলানযুক্ত সিলিং দ্বারা সুরক্ষিত। এই ব্যারেল ভল্টটি ছিল বৈপ্লবিক, ছায়া, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা প্রদান করে।
বাণিজ্য ও বিলাসিতা	দোকানগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট এবং অভিন্ন ছিল, রাজস্ব সর্বাধিক করার জন্য এবং মানসম্মত বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এখানে, বণিকরা রাজদরবারে শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট বিলাসবহুল সামগ্রী বিক্রি করত: সিল্ক, ব্রোকেড, গয়না, মূল্যবান ধাতু, হাতির দাঁতের খোদাই, সুগন্ধি, মশলা এবং ব্যতিক্রমী কারুকার্যের অস্ত্র।

হাইড্রোলিক কুলিং	পুরু পাথরের খিলান দ্বারা প্রদত্ত শীতল ছায়া ছাড়াও, বিল্ডিংটি বুদ্ধিমত্তার সাথে দুর্গের জল ব্যবস্থার সাথে একত্রিত হয়েছিল। বাজারের মাঝখান দিয়ে একটি চ্যানেল প্রবাহিত হয়েছিল, যা পর্যায়ক্রমে জলে ভরা ছিল, যা বাষ্পীভবনের ফলে বাজারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত বাতাসকে আরও শীতল করার অনুমতি দেয়, দিল্লির তীব্র গরমে একটি অত্যন্ত চাওয়া-পাওয়া আরাম।
দর্শক অভিজ্ঞতা	আজ, ছাত্তা বাজার তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম ধরে রেখেছে, স্যুভেনির এবং হস্তশিল্প বিক্রি করে, আধুনিক দর্শনার্থীদের চূড়ান্ত মুঘল সাম্রাজ্যের শহরের প্রবেশদ্বার হিসাবে এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে একটি বাস্তব লিঙ্ক দেয়।

5.2.1.C নওবত খানা (ড্রাম হাউস)

নওবত খানা (অর্থাৎ 'ড্রাম হাউস' বা, আরও আনুষ্ঠানিকভাবে, নক্কার খানা) জনসাধারণের প্রবেশ প্রাঙ্গণ এবং অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ কমপ্লেক্সের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বার হিসাবে বিশিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটি একটি আকর্ষণীয় দ্বিতল, আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামো, যা সম্পূর্ণরূপে লাল বেলেপাথরের তৈরি, এবং[দিওয়ান-ই-আম](হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স) এর ভিজ্যুয়াল এবং অ্যাকোস্টিক থ্রেশহোল্ড হিসাবে কাজ করে।











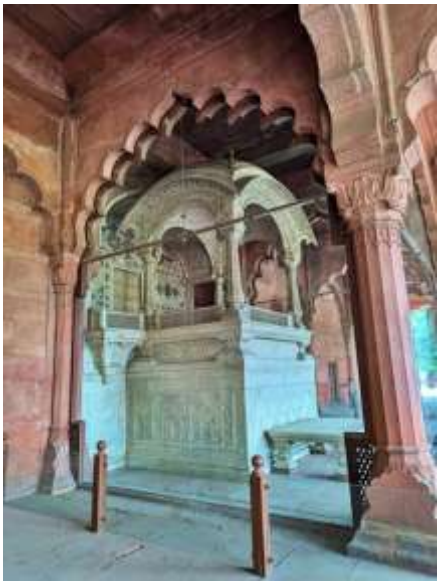


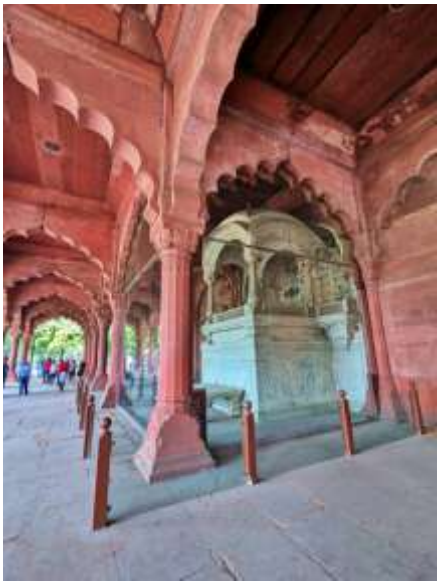
বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য এবং আনুষ্ঠানিক তাত্পর্য
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, 1648 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন।
অবস্থান এবং ফাংশন	ছত্ত বাজার থেকে সরাসরি অক্ষের উপর অবস্থিত, নওবত খানা ভিতরের কোর্টে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্ত সাধারণকে এখানে নামতে হবে, এটির বিশাল খিলান দ্বারা প্রয়োগকৃত একটি আচার।
আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত	এই কাঠামোটি ছিল রাজকীয় ব্যান্ডের কমান্ড সেন্টার, যা নাক্কার খানা নামে পরিচিত। উপরের তলা থেকে, দরবারের বাদ্যযন্ত্রীরা ড্রাম (নাক্কারা), ট্রাম্পেট এবং শাহনাই (পাইপ) এর মতো উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে দিনে পাঁচবার পরিবেশন করতেন।
শ্রবণ সংকেত	সঙ্গীতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের গতিবিধি ঘোষণা করা, ঘড়ির পরিবর্তন চিহ্নিত করা, প্রধান পাবলিক অনুষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করা এবং প্রার্থনার আনুষ্ঠানিক সময় ঘোষণা করা। এই ধ্রুবক, নিয়ন্ত্রিত শব্দটি ইম্পেরিয়াল শহরের ছন্দ এবং মহিমাকে সংজ্ঞায়িত করেছিল।
স্থাপত্য বিস্তারিত	কাঠামোটি একটি গভীর, খিলানযুক্ত প্রবেশপথ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা একটি পোর্টাল হিসাবে এর ভূমিকাকে জোর দেয়। মূলত, নওবত খানার দেয়াল এবং ছাদ সম্ভবত আগত উচ্চ-পদস্থ অভিজাতদের চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপূর্ব স্বর্ণের শৈল্পিকতা এবং প্রাণবন্ত ফ্রেস্কো দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই বিস্তৃত অলঙ্করণের ক্ষীণ চিহ্নগুলি এখনও কালি এবং পরিধানের নীচে দেখা যেতে পারে।
হাতি পোল (হাতির গেট)	নিচতলাটি হাতি পোল (হাতির গেট) হিসাবেও কাজ করত, কিন্তু শুধুমাত্র উচ্চতম আভিজাত্যের জন্য। সর্বোচ্চ পদমর্যাদার রাজপুত্র ও অভিজাতদের তাদের হাতি ও ঘোড়ায় চড়ে নিচের খিলানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ছয় পাশের চেম্বারগুলি প্রহরী এবং তাদের পশুদের জন্য অপেক্ষা









বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য এবং আনুষ্ঠানিক তাত্পর্য
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, 1648 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন।
ফাংশন	পাবলিক দর্শন (দেখা) এবং ন্যায়বিচার। প্রতিদিন, সম্রাট এখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতেন, যাতে তার প্রজারা তাকে একটি আভাস পেতে দেয় - মুঘল বৈধতা এবং ধর্মীয় মর্যাদার জন্য অপরিহার্য একটি আচার।
স্থাপত্য ও স্কেল	প্যাভিলিয়নটি আয়তাকার, প্রায় 100 ফুট চওড়া এবং 60 ফুট গভীর। এটি তিনটি আইলে সাজানো 40টি মার্জিত লাল বেলেপাথরের কলাম দ্বারা সমর্থিত। এই কলামগুলি স্থানটিকে উপসাগরে বিভক্ত করে এবং নিশ্চিত করে যে সর্বাধিক সংখ্যক লোক এই দৃশ্যটি দেখতে পারে।
মার্বেল ইলিউশন	তার আসল অবস্থায়, কলাম এবং ছাদের লাল বেলেপাথরটি চকচকে সাদা চুনাম প্লাস্টারে সাবধানে আবৃত ছিল। এই অভ্যাসটি শাহজাহান আমলের প্রথম দিকের বৈশিষ্ট্য ছিল, যা খাঁটি সাদা মার্বেলের বিভ্রম তৈরি করে এবং বাইরে জড়ো হওয়া ভীড়ের জন্য অভ্যন্তরের উজ্জ্বলতা এবং মহিমাকে বাড়িয়ে তোলে।
ঝাড়োখা-ই-নাশান	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য উপাদান হল পূর্ব দেয়ালে অত্যন্ত অলঙ্কৃত, ছিদ্রযুক্ত বারান্দা, যা ঝাড়োখা-ই-নাশান (সম্রাটের আসন) বা সম্রাটের সিংহাসন নামে পরিচিত। এটি সম্পূর্ণরূপে সাদা মার্বেল পরিহিত একটি উত্থিত প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণে সজ্জিত। এই প্ল্যাটফর্মে শুধুমাত্র সম্রাটকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
পিয়েট্রা ডুরা আর্টিস্ট্রি (কী বিস্তারিত)	সম্রাটের মার্বেল সিংহাসনকে সমর্থন করে দেওয়াল প্যানেলগুলি দিওয়ান-ই-আম-এর বিশেষত্ব। এগুলিতে অত্যন্ত জটিল, ইউরোপীয় শৈলী পিট্রা ডুরা (ইনলাইড স্টোন মোজাইক) শিল্পকর্ম রয়েছে। এই প্যানেলগুলি একজন ফ্লোরেনটাইন শিল্পী অরটেনসিও ব্রোঞ্জানো দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল









5.2.1.F রং মহল (রঙের প্রাসাদ)

রং মহল (অর্থাৎ 'রঙের প্রাসাদ') ছিল লাল কেল্লার রাজকীয় জেনানার (মহিলাদের কোয়ার্টার) মধ্যে সবচেয়ে একচেটিয়া এবং বিলাসবহুল কাঠামো। এটি প্রধান সম্রাজ্ঞী এবং রাজকীয় মহিলাদের জন্য প্রধান প্রাসাদ হিসাবে কাজ করত এবং এর স্থাপত্যটি মুঘল রাজদরবারের নান্দনিকতা, আলো এবং জল প্রকৌশলের দক্ষতার একটি শ্বাসরুদ্ধকর প্রমাণ।



বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, 1648 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সম্পন্ন করেন।
প্রাথমিক ফাংশন	সম্রাজ্ঞী (পাদশাহ বেগম) এর প্রধান আবাসিক প্রাসাদ এবং জেনানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাভিলিয়ন। এটি ছিল অন্তরঙ্গ সমাবেশ, উদযাপন এবং রাজকীয় অবসরের স্থান।
নামের উৎপত্তি	'রঙের প্রাসাদ' নামটি অভ্যন্তরের দর্শনীয় সজ্জা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। মূলত, দেয়াল এবং ছাদগুলি চমৎকার ফুলের চিত্রকর্ম, বিস্তৃত সোনার কাজ (গিল্ডিং) এবং অর্ধ-মূল্যবান রত্ন দ্বারা আবৃত ছিল। সোনার থেকে প্রতিফলিত হওয়া আলোর সংমিশ্রণ এবং প্রাণবন্ত ফ্রেস্কোগুলি একটি চকচকে, বহু-আভাযুক্ত দৃশ্য তৈরি করেছে।
স্থাপত্য ও সম্মুখভাগ	সম্পূর্ণরূপে পালিশ করা সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি, প্যাভিলিয়নটি বর্গাকার মার্বেল কলাম দ্বারা সমর্থিত। নদীর মুখোমুখী পূর্ব দিকের অংশে বৈশিষ্ট্যযুক্ত পাঁচটি স্ক্যালপড খিলান রয়েছে। এর দ্বৈত কাঠামোর কারণে, আলো এবং জলের প্রতিফলনকে গুণ করার জন্য ডিজাইন করা আয়নার অলঙ্করণের কারণে নীচতলাকে কখনও কখনও শীশ মহল (আয়না প্রাসাদ) বলা হত।
নাহর-ই-বিহিশত	স্বর্গের স্রোত (নাহর-ই-বিহিশত) হলের একেবারে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, যা পৃথিবীতে স্বর্গ হিসাবে প্রাসাদের প্রতীককে শক্তিশালী করে। এই স্রোতটি একটি শীতল প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তর নকশার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উভয়ই ছিল।

লোটাস ফোয়ারা (কমল মহল)	প্রবাহটি বিখ্যাত কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যে সমাপ্ত হয়েছে: একটি বড়, মহৎ সাদা মার্বেল পদ্ম ফোয়ারা। বারোটি পাপড়ি দিয়ে জটিলভাবে খোদাই করা এই ঝর্ণাটি শীতল বাতাস সঞ্চালনে সহায়ক ছিল। ঐতিহাসিকভাবে, এটি কখনও কখনও সুগন্ধযুক্ত জলে পূর্ণ ছিল, প্রায়শই সুগন্ধিযুক্ত গোলাপজল, যা ক্যাসকেডিং জলের শব্দের সাথে মিলিত হয়ে প্রাসাদের জমকালো পরিবেশ এবং শীতল প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে।
আধুনিক চেহারা	1857 সালের বিদ্রোহের পরে আসল সোনা এবং রত্ন জড়ানোর পরেও, সাদা মার্বেল কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় চ্যানেল, যা তার চমত্কার খোদাইয়ের জন্য পরিচিত, এখনও দর্শকদের এই ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যের পশ্চাদপসরণের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে দেয়।

5.2.1.জি নাহর-ই-বিহিষ্ট (স্বর্গের স্রোত)

নাহর-ই-বিহিষ্ট (অর্থাৎ 'স্বর্গের স্রোত'; কখনও কখনও বানান: নাহর-ই-বেহিষ্ট) কেবল একটি খাল ছিল না; এটি ছিল লাল কেল্লার প্রাইভেট ইম্পেরিয়াল বিভাগের (হারাম এবং জেনানা) জীবনরক্ত এবং সংজ্ঞায়িত নান্দনিক উপাদান। এটি হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি জটিল কৃতিত্ব যা পৃথিবীতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বর্গ (জান্নাত) তৈরি করার মুঘল আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল, যা সরাসরি কুরআনে স্বর্গের বাগানের নীচে প্রবাহিত নদীর বর্ণনাকে উল্লেখ করে।









বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য এবং প্রতীকী তাৎপর্য
প্রাথমিক ফাংশন	প্যাসিভ এয়ার কন্ডিশনার এবং নান্দনিক কেন্দ্রবিন্দু। জলের অবিরাম প্রবাহ বাষ্পীভবন শীতল করার একটি উদ্ভাবনী উত্স হিসাবে কাজ করে, দিল্লির তীব্র গ্রীষ্মের তাপের সময় মার্বেল হলগুলির পরিবেষ্টিত তাপমাত্রাকে মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়। এটি একটি প্রশান্তিদায়ক চাক্ষুষ এবং শ্রবণ পটভূমি প্রদান করেছে।
উৎস ও প্রবাহ	খালটি ছিল একটি কৃত্রিম জলের চ্যানেল যা যমুনা নদী থেকে তোলা জল দ্বারা খাওয়ানো হত। দূর্গের উত্তর প্রান্তে শাহ বুর্জে (কিংস টাওয়ার) উন্নত পারস্য জল-উত্তোলন ব্যবস্থা (সম্ভবত সাকিয়া বা জলচাকার উপর ভিত্তি করে) ব্যবহার করে এটি উত্তোলন করা হয়েছিল।

কোর্স	শাহ বুর্জ থেকে, নাহর-ই-বিহিশত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, যা সমগ্র ব্যক্তিগত প্রাসাদ কমপ্লেক্সের অক্ষকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। এটি সরাসরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক প্যাভিলিয়নের মধ্য দিয়ে চলে গেছে: খাস মহল (ব্যক্তিগত প্রাসাদ), রং মহল (রঙের প্রাসাদ), এবং বর্তমানে ভেঙে যাওয়া পার্ল মসজিদ এলাকা।
আলংকারিক ফোকাস	প্রতিটি প্যাভিলিয়নে, চ্যানেলটি বিভিন্ন শৈল্পিক প্রভাব তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রং মহলে, এটি সুন্দর মার্বেল পদ্ম ফোয়ারা (কমল মহলে) শেষ হয়েছিল, যখন খাস মহলে, এটি প্রায়শই খোদাই করা মার্বেল স্লাইডের (অবশার) উপর দিয়ে প্রবাহিত হত যা লহরের নিদর্শন তৈরি করে এবং প্রবাহিত জলের শীতল শব্দকে প্রশস্ত করে।
প্রতীকবাদ	প্রবাহটি চাহার বাগ (চার অংশের বাগান) সম্পর্কে পারস্য-মুঘল ধারণাকে শক্তিশালী করেছে, যেখানে জলের চ্যানেলগুলি স্থানকে বিভক্ত করেছে এবং স্বর্গের চারটি নদীর প্রতীক। দিওয়ান-ই-খাস-এর উপরের শিলালিপিগুলি বিখ্যাতভাবে ঘোষণা করে: 'যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তবে এটি এই, এটি এটি, এটি এটি।' নাহর-ই-বিহিশত এই দাবিটিকে শারীরিকভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

নাহর-ই-বিহিষ্ট (আরো সঠিক একাডেমিক বানান):

- **নাহর: নদী/স্রোত**
- **-i- (বা -ই-): ইজাফত, একটি সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি ফারসি/উর্দুতে যোগ করা হয়েছে দুটি শব্দকে সংযুক্ত করার জন্য (ইংরেজি 'অফ')।**
- **বিহিষ্টঃ স্বর্গ।**
- 'i' এবং 'h'-এর ব্যবহার ভাষাবিদ এবং একাডেমিক ইতিহাসবিদদের দ্বারা প্রায়ই পছন্দ করা মূল ফার্সি ধ্বনিতত্ত্ব এবং বানান রীতিগুলির একটি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য প্রতিফলিত করে।

নাহর-ই-বেহিষ্ট (জনপ্রিয় এবং ইংরেজি বানান):

- এই বানানটি প্রায়শই ইজাফত ধ্বনির জন্য 'ই' ব্যবহার করে (যেহেতু এটি অনেক ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণগতভাবে 'ই'-এর কাছাকাছি) এবং 'বিহিষ্ট'-এর পরিবর্তে 'ই' ব্যবহার করে।
- এই বানানটি জনপ্রিয় ভ্রমণ নির্দেশিকা, চিহ্ন এবং সাধারণ কথোপকথনে প্রায়শই পাওয়া যায় কারণ ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য এটি উচ্চারণ করা প্রায়শই সহজ।







5.2.1.I দিওয়ান-ই-খাস (বেসরকারী দর্শকদের হল)

দিওয়ান-ই-খাস (অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত দর্শকদের হল') ছিল পুরো লাল কেল্লার সবচেয়ে একচেটিয়া এবং সুসজ্জিত হল। এটি ছিল সাম্রাজ্যিক প্রোটোকলের পরম শিখর, শুধুমাত্র সবচেয়ে উচ্চ-স্টেকের বৈঠকের জন্য সংরক্ষিত: সর্বোচ্চ আভিজাত্য (উমারা), বিশ্বস্ত মন্ত্রী, কূটনৈতিক দূত এবং বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা।













	আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।' (পৃথিবীতে যদি কোনো স্বর্গ থাকে, তা-ই, এটাই, এটাই)। এই শিলালিপিটি একটি ঐশ্বরিক, পার্থিব স্বর্গ হিসাবে লাল কেল্লার শাহজাহানের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি ধারণ করে।
ট্র্যাজিক হিস্ট্রি (দ্য লুণ্টার)	ঐশ্বর্য স্বল্পস্থায়ী ছিল। আপনি যেমন উল্লেখ করেছেন, 1739 খ্রিস্টাব্দে পারস্য আক্রমণকারী নাদের শাহ দুর্গটি দখল করেছিলেন। তিনি প্রাসাদ লুট করেন, ময়ূর সিংহাসন এবং কোহ-ই-নূর হীরা উভয়ই দখল করেন। সিংহাসনটি বিচ্ছিন্ন করে পারস্যে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে দিওয়ান-ই-খাস দুঃখজনকভাবে এর সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন শূন্য হয়ে পড়ে।

দিওয়ান-ই-খাস তার আগের গৌরবের একটি শক্তিশালী কিন্তু ভুতুড়ে শেল হিসেবে রয়ে গেছে, দর্শনার্থীদের কাছে কল্পনাশক্তি ব্যবহার করার জন্য দর্শনীয় সোনা এবং রত্নখচিত বিবরণ যা একসময় এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল কক্ষে পরিণত করেছিল।

5.2.1.J দ্য হাম্মাম (রাজকীয় স্নান)

হাম্মামস (রয়্যাল বাথ) কমপ্লেক্স হল লাল কেল্লার একটি আকর্ষণীয় অংশ, যাদিওয়ান-ই-খাসএর ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত। এই কাঠামোটি ছিল মুঘল বিলাসিতা এবং প্রকৌশলের শীর্ষস্থান, যা সম্রাট এবং তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত একটি ব্যক্তিগত, পরিশীলিত রাজকীয় স্পা অভিজ্ঞতা প্রদান করে।





বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য এবং প্রযুক্তিগত গুরুত্ব
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, 1648 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন।
ফাংশন	রাজকীয় অজু এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ। প্রাথমিকভাবে স্নান করার সময়, হাম্মামদের উচ্চ নিরাপত্তা এবং অন্তরঙ্গ প্রকৃতির অর্থ হল তারা প্রায়শই অত্যন্ত সংবেদনশীল রাজনৈতিক মিটিং-এর জন্য ব্যবহার করা হত, কারণ এখানে ছিনতাই করা কার্যত অসম্ভব ছিল।
স্থাপত্য ও কক্ষ	কমপ্লেক্সে তিনটি প্রধান মার্বেল কক্ষ রয়েছে, যা পুরু মার্বেল পর্দা (জালিস) দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। প্রতিটি কক্ষ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিবেশন করেছে: 1. ড্রেসিং রুম: প্রথম চেম্বার, পরিবর্তন এবং শিথিলকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।2। কোল্ড বাথ: শীতল করার জন্য একটি চেম্বার, সাধারণত একটি মার্বেল বেসিন এবংনাহর-ই-বিহিশত.3 দ্বারা খাওয়ানো একটি কেন্দ্রীয় ঝর্ণা সমন্বিত। হট বাথ/বাষ্প রুম: সবচেয়ে ভিতরের কক্ষ, যেখানে গরম জল এবং বাষ্প উৎপন্ন করার জন্য অত্যাধুনিক গরম করার যন্ত্র রয়েছে।
অত্যাধুনিক হিটিং	মুঘলরা মার্বেল মেঝেগুলির নীচে একটি উদ্ভাবনী জলবাহী ব্যবস্থা নিযুক্ত করেছিল। পশ্চিম দেয়ালে নির্মিত তামার কলসিতে পানি গরম করা হতো। গরম জল তখন পাইপের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, মেঝে উষ্ণ করে এবং বাষ্প স্নানের জন্য বাষ্প তৈরি করে।
জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ	পুরু দেয়াল এবং মার্বেল নির্মাণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, গ্রীষ্মে কক্ষগুলিকে ঠান্ডা রাখার এবং শীতকালে তাপ ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফ্লোরিংটি ড্রেনের দিকে মৃদুভাবে ঢালু হয়েছে যাতে জলের কার্যকরী অপসারণ নিশ্চিত করা যায়।



III. উদ্যান, প্যাভিলিয়ন এবং সহায়ক কাঠামো

5.2.1.K মতি মসজিদ (মুক্তা মসজিদ)

মতি মসজিদ (অর্থাৎ 'দ্য পার্ল মসজিদ') শাহজাহানের লাল কেল্লার আশেপাশের জাঁকজমক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিলাসিতা থেকে তীক্ষ্ণ স্থাপত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পুত্র, সম্রাট আওরঙ্গজেব দ্বারা নির্মিত, এই মসজিদটি ধর্মীয় ধার্মিকতা, কঠোরতা এবং মুঘল নান্দনিক রুচির সরলতা এবং গোঁড়ামির দিকে পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী বিবৃতি।





বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	সম্রাট আওরঙ্গজেব, 1660 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন।
প্রাথমিক ফাংশন	সম্রাটের ব্যক্তিগত পূজা। আওরঙ্গজেব এই মসজিদটিকে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পরিচালনা করেছিলেন, কারণ বিশাল জামে মসজিদ (শহরের প্রধান জামাত মসজিদ) সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত ছিল।
স্থাপত্য এবং উপাদান	তার বাবার লাল বেলেপাথর এবং সোনার সোনার মণ্ডপ থেকে ভিন্ন, মতি মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সাদা মার্বেল দিয়ে নির্মিত। এর ছোট আকারের এবং সহজ, তবুও মার্জিত, তার শাসনামল এবং শাহজাহানের অসামান্য শাসনামলের মধ্যে পার্থক্যকে আন্ডারস্কোর করে।
কঠোরতার নান্দনিকতা	মসজিদের শৈলী ইচ্ছাকৃতভাবে নত এবং সরল। এটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপাদানের উপর নির্ভর করে - নিশ্ছিদ্র সাদা মার্বেল - এবং এর পরিমার্জিত রেখা, নিখুঁত প্রতিসাম্য এবং আনুপাতিক সামঞ্জস্যের উপর, বরং অলঙ্কৃত করা পিট্রা ডুরা বা দুর্গের অন্য কোথাও দেখা অত্যধিক খোদাইয়ের চেয়ে। এই সরলতা আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় কঠোরতা এবং তার কম শালীন আদালতের রীতিনীতির উপর জোর দেওয়ার প্রতীক।



5.2.1.L হীরা মহল (ডায়মন্ড প্যালেস)

হীরা মহল (অর্থাৎ 'ডায়মন্ড প্যালেস') লাল কেল্লার মধ্যে ছোট, পরবর্তী প্যাভিলিয়নগুলির মধ্যে একটি, তবে এর ইতিহাস মুঘল সাম্রাজ্যের গোধূলি বছরের সাথে গভীরভাবে আবদ্ধ। এটি শেষ রাজত্বকারী সম্রাটদের দ্বারা নির্মিত সহজ, বিনোদনমূলক কাঠামোর দিকে স্থাপত্যের পরিবর্তনের একটি মর্মান্তিক অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে।



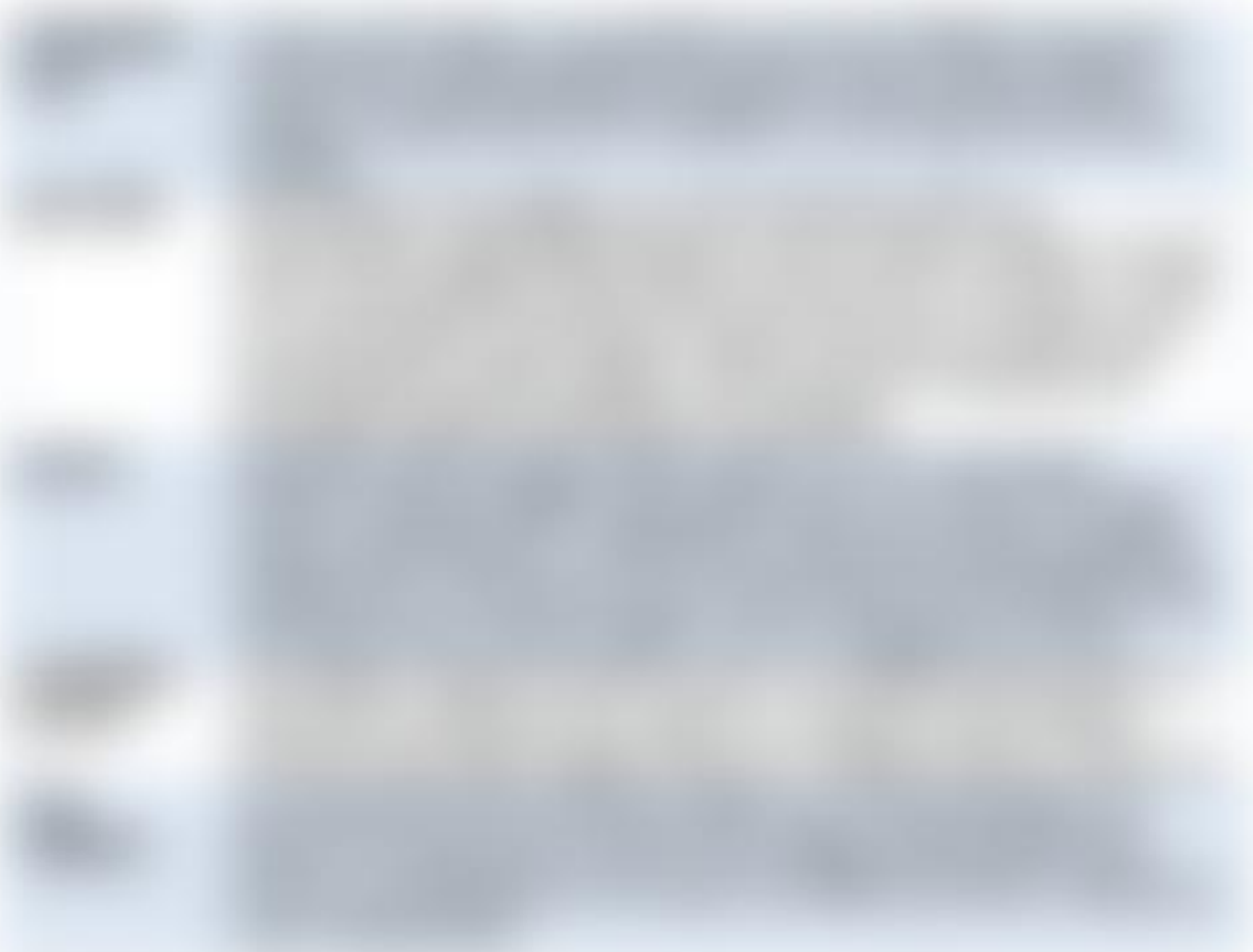
বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	বাহাদুর শাহ জাফর, 19 শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত (সি. 1820-1830)।
প্রসঙ্গ	দুর্গের প্রায় 200 বছর পর নির্মিত, হীরা মহল প্রয়াত মুঘল সম্রাটদের, বিশেষ করে শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত সম্পদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।
প্রাথমিক ফাংশন	বিনোদনমূলক রিট্রিট। সম্রাটের বিশ্রাম নেওয়া, কবি ও শিল্পীদের অনানুষ্ঠানিক জমায়েত করা এবং সংলগ্ন যমুনা নদীর শীতল নদীর বাতাস উপভোগ করার জন্য একটি ব্যক্তিগত স্থান হিসাবে পরিবেশন করার জন্য এটিকে কেবল একটি বড়দরি (বারোটি দরজা বা খিলান সহ একটি প্যাভিলিয়ন) হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল।
স্থাপত্য এবং উপাদান	কাঠামোটি একটি ছোট, আয়তাকার, একতলা প্যাভিলিয়ন যা মূলত সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। শাহজাহানের সময়ের ভারী ইনলে এবং সোনার কাজের বিপরীতে (যেমন, দিওয়ান-ই-খাস), হীরা মহল ন্যূনতম সাজসজ্জা এবং পরিমার্জিত লাইনের উপর নির্ভর করে। এর সৌন্দর্য বিশুদ্ধ মার্বেলের কমনীয়তা থেকে উদ্ভূত হয়, আলো এবং খোলা স্থানের উপর জোর দেয়।
অবস্থান এবং দেখুন	এটি কৌশলগতভাবে দুর্গের পূর্ব প্রাচীরের কাছে অবস্থিত, সরাসরি নদীকে উপেক্ষা করে। এই প্লেসমেন্টটি তার ফাংশনের জন্য অপরিহার্য ছিল, জলের শীতল প্রবাহ এবং খোলা দৃশ্যের এক্সপোজারকে সর্বাধিক করে তোলার জন্য, যা আদালত দ্বারা মূল্যবান ছিল।

নাম কিংবদন্তি	যদিও প্রাসাদটি দৃশ্যত সহজ, তবে 'ডায়মন্ড প্যালেস' নামটি এর নির্মাণে ব্যবহৃত মার্বেলের চমৎকার গুণ বা সম্ভবত একটি ছোট, রত্ন-সদৃশ ফোয়ারা বা আলংকারিক উপাদান যা একবার এর কেন্দ্রে শোভা করত বলে মনে করা হয়।
আধুনিক ভিউ	যদিও যমুনা নদী দীর্ঘদিন ধরে দুর্গের দেয়াল থেকে তার গতিপথ সরিয়ে নিয়েছে, হীরা মহলে দাঁড়িয়ে থাকা এখনও দেয়াল এবং এখন-শুষ্ক পরিখার একটি কমান্ডিং দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা আপনাকে সম্রাটরা একবার দেখেছিলেন এমন ব্যস্ত নদী ট্র্যাফিক কল্পনা করতে দেয়।









5.2.1.N জাফর মহল (বিজয় প্রাসাদ)

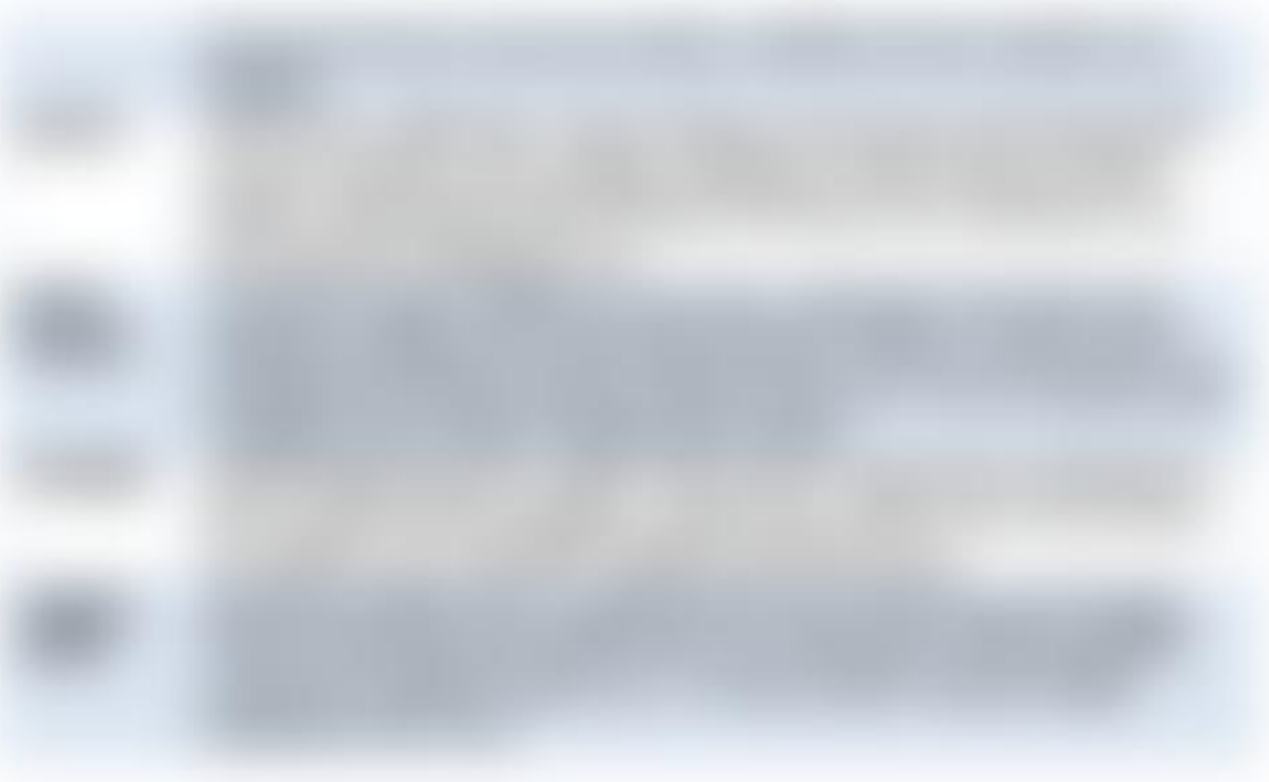
জাফর মহল (অর্থাৎ 'বিজয় প্রাসাদ') শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর কর্তৃক চালুকৃত লাল কেল্লার সর্বশেষ সংযোজনগুলির মধ্যে একটি। এটি শাহজাহানের দ্বারা নির্মিত বিশাল কাঠামোর জন্য একটি মর্মস্পর্শী কাউন্টারপয়েন্ট প্রদান করে, যা সাম্রাজ্যের পতন এবং ছোট, রোমান্টিক এবং বিশুদ্ধভাবে বিনোদনমূলক স্থাপত্যের দিকে পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।







বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	বাহাদুর শাহ জাফর (বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়), 19 শতকের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত।
প্রসঙ্গ	নির্মিত যখন মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব মূলত প্রতীকী ছিল, বেশিরভাগই লাল কেল্লার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর নির্ভরশীল।
প্রাথমিক ফাংশন	অবসর এবং নান্দনিকতা। প্রাসাদটি একচেটিয়াভাবে বিশ্রাম, কাব্যিক মুশাইরা (সমাবেশ) এবং আশেপাশের হায়াত বখশ বাগ (জীবন-দানকারী উদ্যান) এর



5.2.1.ও ভাদোন মণ্ডপ

সাওয়ান প্যাভিলিয়নএর মিরর ইমেজ হিসাবে দাঁড়িয়ে, ভাদন প্যাভিলিয়নহায়াত বখশ বাগএর স্থাপত্য প্রতিসাম্য সম্পূর্ণ করে। এই প্যাভিলিয়নটি বর্ষার পূর্ণ তীব্রতার সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সম্রাটকে ঋতুর পরিপক্ক পর্যায়ে উপলব্ধি করার জন্য একটি স্থান প্রদান করে।





বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য তাত্পর্য
নামের অর্থ	হিন্দু মাস ভাদন (প্রায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর) এর নামানুসারে, যা বর্ষার শেষের ভারী, টেকসই সময়কাল এবং কৃষি অনুগ্রহকে চিহ্নিত করে।
ফাংশন	সাওয়ান প্যাভিলিয়নের সাথে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত, এটি একটি আশ্রয়স্থল ছিল যেখানে মুঘল দরবার শান্ত, আর্দ্র বাতাস উপভোগ করার সময় বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত, আরাম করতে এবং অন্তরঙ্গ সমাবেশের আয়োজন করতে পারে।
স্থাপত্য	একটি সাদা মার্বেল কাঠামো যা স্কেল এবং মৌলিক নকশায় সাওয়ান প্যাভিলিয়নের সাথে মেলে, একটি কেন্দ্রীয় দৃশ্য (এই ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় উদ্যান) ফ্রেম করার জন্য নিখুঁত স্থাপত্য যুগলদের উপর মুঘল নির্ভরতার উপর জোর দেয়।
জলের পর্দা	ভাদন প্যাভিলিয়ন কেন্দ্রীয় জলের ঢালু (বা স্লাইড) এবং গভীর বেসিনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। জল খোদাই করা মার্বেল প্যানেলগুলিকে নীচে ঝরিয়ে দেবে - প্রায়শই একটি আবশার (জলপ্রপাত) বা 'জলের পর্দা' হিসাবে উল্লেখ করা হয় - যেগুলি ভারী, অবিরাম বৃষ্টির মতো শব্দ এবং চাক্ষুষ প্রভাব তৈরি করতে খাঁজকাটা করা হয়েছিল।
শাব্দ বিবরণ	প্যাভিলিয়ন এবং এর আশেপাশে স্পাউট, চুট এবং অগভীর পুলের জটিল ব্যবস্থাটি ইচ্ছাকৃতভাবে শুধুমাত্র শীতল করার জন্য নয়, শাব্দিক প্রভাবের জন্য তৈরি করা হয়েছিল - একটি মুষলধারের থেরাপিউটিক শব্দ পুনরুদ্ধার করা, দিল্লির জ্বলন্ত গরমে একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিলাসিতা।

অভিজ্ঞতা: একত্রে তার জোড়ার সাথে, ভাদন প্যাভিলিয়নটি পৃথিবীতে স্বর্গের মুঘলদের সাধনাকে পুরোপুরিভাবে আবদ্ধ করে, যেখানে নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ সম্পদ এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহ উভয়েরই প্রতীক।

5.2.1.P The Sawan Pavilion: A Symphony of Early Rains

সাওয়ান প্যাভিলিয়ন হল লাল কেল্লার সুন্দরহায়াত বখশ বাগ(জীবন দানকারী উদ্যান) এর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত যমজ প্যাভিলিয়নের পালিত জোড়ার দ্বিতীয়ার্ধ। মুঘল নির্মাতারা কীভাবে অত্যাচারী দিল্লির উত্তাপকে জয় করতে এবং বর্ষার আগমন উদযাপন করতে স্থাপত্য এবং জল প্রকৌশল ব্যবহার করেছিলেন তার একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।

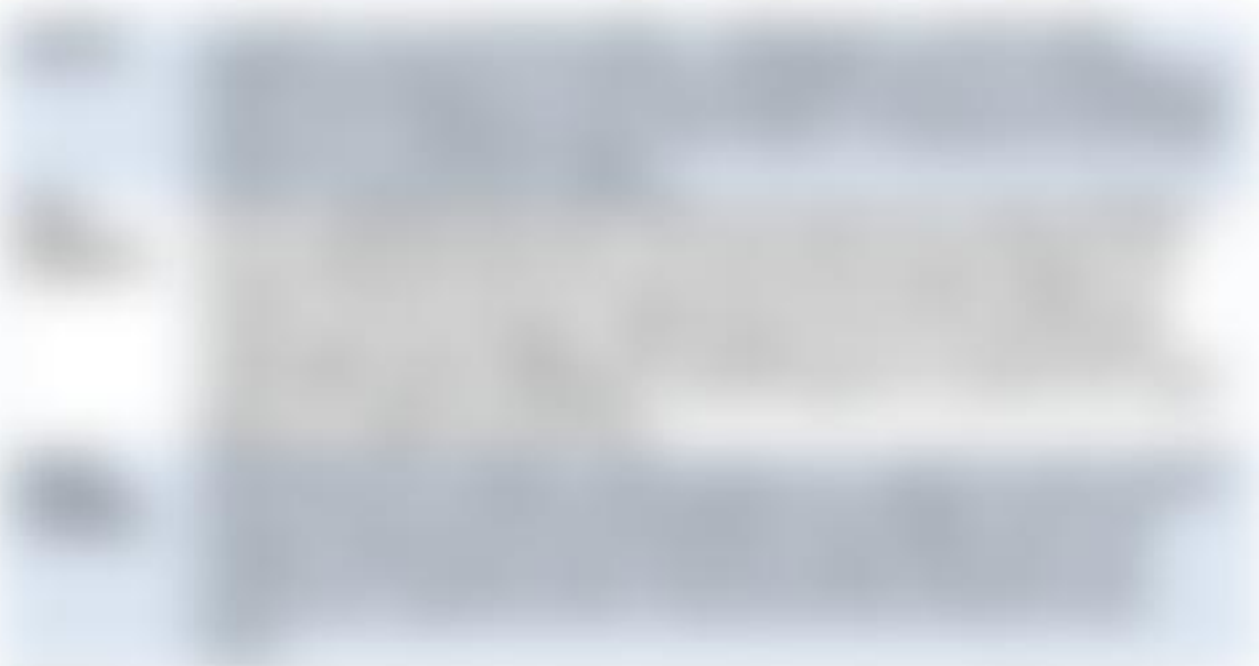








বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য তাত্পর্য
নামের অর্থ	হিন্দু মাস সাওয়ান (প্রায় জুলাই-আগস্ট) এর নামানুসারে, যা বর্ষার প্রথম, নাটকীয় আগমনকে নির্দেশ করে এবং ঐতিহ্যগতভাবে উদযাপন এবং রোমান্সের সময়।
ফাংশন	এটি ছিল সম্রাটের প্রাথমিক গ্রীষ্মকালীন পশ্চাদপসরণ। দিওয়ান-ই-খাস শুষ্ক-আবহাওয়া অফিসিয়াল ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হত, কিন্তু সাওয়ান এবং ভাদন প্যাভিলিয়নগুলি ঋতুর আনন্দ এবং বাগান দেখার জন্য রাজকীয় লাউঞ্জ হিসাবে কাজ করত।



5.2.1.Q হায়াত বকশ বাগ (জীবন-দানকারী বাগান)

হায়াত বখশ বাগ (অর্থাৎ 'জীবন দানকারী বাগান') ছিল লাল কেল্লা কমপ্লেক্সের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে মহৎ মুঘল বাগান, যা ব্যক্তিগত রাজকীয় ঘেরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পৃথিবীতে স্বর্গের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে পরিকল্পিত, এই বিস্তৃত বাগানটি দুর্গের স্থাপত্য পরিচয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা কঠোর মার্বেল প্রাসাদের মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রদান করে।





বৈশিষ্ট্য	স্থাপত্য এবং প্রতীকী তাৎপর্য
নির্মাতা ও তারিখ	শাহজাহান, 1648 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন।
ডিজাইন শৈলী	বাগানটি ক্লাসিক চাহারবাগ (চার অংশের বাগান) শৈলীতে সাজানো হয়েছিল। এই অত্যন্ত জ্যামিতিক এবং প্রতিসম ফার্সি নকশা প্রতীকীভাবে চারটি বিকিরণকারী জলের চ্যানেল দ্বারা বিভক্ত স্বর্গের চারটি উদ্যানের প্রতিনিধিত্ব করে।
জল গ্রিড	বাগানটি নাহর-ই-বিহিষ্ট (স্বর্গের স্রোত) এর নান্দনিক ধারাবাহিকতা হিসাবে কাজ করেছিল। মূল জলের চ্যানেলটি বাগানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, শত শত ছোট ফোয়ারা, ট্যাঙ্ক এবং অগভীর জলের বিছানাগুলিকে খাওয়ায়, বাতাসকে শব্দে ভরাট করে এবং অত্যাবশ্যক আর্দ্রতা প্রদান করে।
নান্দনিক উপাদান	পথগুলি শোভাময় গাছ, সুগন্ধি ফুল এবং ফুলের গুল্মগুলির আনুষ্ঠানিক চারা দিয়ে সারিবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক বিবরণ মার্বেল ওয়াকওয়ে, শিথিল করার জন্য উত্থাপিত প্ল্যাটফর্ম, এবং সাবধানে ম্যানিকিউর করা লন বর্ণনা করে, যা আদালতের কঠোরতা থেকে শান্ত এবং জলবায়ু-নিয়ন্ত্রিত পশ্চাদপসরণ অফার করে।
টুইন প্যাভিলিয়ন	উদ্যানটি স্থাপত্যগতভাবে সাওয়ান এবং ভাদোন প্যাভিলিয়নের যমজ রাজকীয় বাসস্থান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, যা বাগানের কেন্দ্রীয় অক্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই সাদা মার্বেল কাঠামোগুলির নামকরণ করা হয়েছিল বর্ষা মাসের নামে এবং বিশেষভাবে স্থায়ী বৃষ্টি এবং কুয়াশার বিভ্রম





ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা	শাহজাহানের বিস্তৃত নির্মাণ প্রকল্পের সময় এর টিকে থাকা একটি অপরিহার্য জলের উত্স হিসাবে এটির অবিরত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব নির্দেশ করে যা সহজে প্রতিস্থাপন বা ভেঙে ফেলা যায় না। এটি মুঘলদের আগে ভূমির ইতিহাসের সাথে একটি শারীরিক যোগসূত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
মুঘল পরবর্তী ব্যবহার	1857 সালের বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশদের দুর্গ দখলের পরে, বাওলিকে ব্রিটিশ গ্যারিসন তাদের নিরাপদ, শীতল জলের প্রাথমিক উত্স হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল, কয়েক শতাব্দী পরে এর প্রকৌশল স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করে।
আধুনিক অবস্থা	আজ, কূপটি একটি তালাবদ্ধ গেট দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রায়শই আংশিকভাবে প্লাবিত হয়, কিন্তু এর গভীর, বহু-স্তরীয় কাঠামো দৃশ্যমান থাকে, যা দর্শকদের জলের মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেয় যা এই অঞ্চলের সমস্ত স্থাপত্যকে চালিত করেছিল।



5.2.1.1 দ্য ইভিং রেড ফোর্ট লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো (সোন-এট-লুমিয়ের)

আপনার দিন শেষ করার একটি অত্যন্ত প্রস্তাবিত উপায় হল রেড ফোর্ট লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোতে অংশগ্রহণ করা। শোটি হল একটি আকর্ষণীয় সন্ধ্যার দৃশ্য যা প্রায় 400 বছরের মুঘল ইতিহাসকে দুর্গের মূল সম্মুখভাগের দুর্দান্ত পটভূমিতে জীবন্ত করে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নাট্য আখ্যানটি দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান, শীর্ষস্থান এবং চূড়ান্ত পতনকে ধারণ করে।

দ্য ন্যারেটিভ আর্ক: গল্পটি মূলত লাল কেল্লা থেকে শাসনকারী সম্রাটদের জীবনকে কেন্দ্র করে, শাহজাহান (নির্মাতা), আওরঙ্গজেব (পুরোহিতবাদী উত্তরাধিকারী) এবং বাহাদুর শাহ জাফর (শেষ সম্রাট) এর মতো ব্যক্তিত্বের উপর জোর দেয়। এটি সাম্রাজ্যের মহিমা এবং পরবর্তী ট্র্যাজেডি বোঝাতে কাব্যিক ভাষা এবং ঐতিহাসিক সংলাপ ব্যবহার করে।

ভিজ্যুয়াল ইমপ্যাক্ট: যদিও প্রযুক্তিটি সাধারণত ভালভাবে কার্যকর করা হয়, আসল তারকা হল দুর্গ নিজেই। আলোগুলি নাটকীয়ভাবে লাহোরি গেট এবং সংলগ্ন দেয়ালের জটিল বিবরণ তুলে ধরে, তাদের স্কেল এবং গঠনকে জোর দেয়।

ভাষা: অনুষ্ঠানটি হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় উপস্থাপিত হয়, সাধারণত পৃথক দিনে বা বিভিন্ন সময় স্লটে। আপনার পছন্দের ভাষায় শোতে অংশ নিতে বর্তমান সময়সূচী পরীক্ষা করতে ভুলবেন না।

ব্যবহারিক বিবেচনা

- বুকিং: বর্তমান শো-টাইম চেক করা এবং আপনার টিকিট আগে থেকেই বুক করা খুবই যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে পিক ট্যুরিস্ট সিজনে, কারণ বসার ক্ষমতা সীমিত এবং ঋতুর সাথে সময়সূচী পরিবর্তিত হয় (সূর্যাস্তের সময়ের কারণে)। বিকল্পভাবে, আপনিভিয়েটর,GetYourGuideএবংত্রিপদভাইজারএর মাধ্যমে টিকিট বুক করতে পারেন।
- **বসার জায়গা: বসার জায়গাটি বাইরে। অভিজ্ঞতাটি সাধারণত আরামদায়ক হলেও, জল এবং একটি হালকা জ্যাকেট আনতে ভুলবেন না, কারণ দিল্লির সন্ধ্যা শীতল হতে পারে এবং শোটি প্রায় 60 মিনিট স্থায়ী হয়।**
- **ফটোগ্রাফি: কম আলোর কারণে, ফটোগ্রাফি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তাই হয়তো শুধু বায়ুমণ্ডল এবং ইতিহাসে ভিজিয়ে উপভোগ করুন।**

5.2.2 জামে মসজিদ: পুরাতন দিল্লির মহান মসজিদ

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

একবার আপনিলাল কেল্লাছেড়ে গেলে, একটি সাইকেল-রিকশা নিয়ে জামে মসজিদে যান, বা হেঁটে যান।

আপনি যদি সাইকেল রিকশা নিয়ে যান, তবে আগে থেকে দাম নিয়ে আলোচনা করে নিন। তারা আপনাকে মসজিদ জামে মসজিদের পরের গন্তব্যেরচাঁদনী চকট্যুর বিক্রি করার জন্য খুব চেষ্টা করবে, কিন্তু আপনার এটির প্রয়োজন নেই কারণ আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে চাঁদনী চকের একটি স্ব-নির্দেশিত সফরে যাচ্ছি।

লাল কেল্লা থেকে মসজিদে যাওয়ার পথটি চাঁদনি চকের প্রান্তে শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য যায়, যা আপনি পরে যা দেখতে পাবেন তার একটি দুর্দান্ত দৃশ্য প্রদান করে।

প্রত্যাশা সেট করার জন্য: জামে মসজিদ একটি মহান মসজিদ, কিন্তু সেখানে যেতে আপনার সাইকেল-রিকশা চালককে সরু, যানজটপূর্ণ পথচারী হাঁটার রাস্তাগুলি নেভিগেট করতে হবে এবং তিনি হঠাৎ অনেক খাবার এবং অন্যান্য স্টলের মধ্যে একটি গেটে থামবেন। গেটের মধ্য দিয়ে আপনি একটি লম্বা সিঁড়ি দেখতে পাবেন যা একটি বড় লাল গেটের দিকে নিয়ে যায়, যা আপনি ফটোতে যা দেখেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দেখায়। হ্যাঁ, আপনিই সঠিক জায়গা – ফ্ল্যাট চওড়া খোলা প্লাজার ছবিগুলো মসজিদের ভেতরের ছবি, বাইরে থেকে নয়।



















কেন আপনি পরিদর্শন করা উচিত

যেখানে লাল কেল্লা মুঘল ঐশ্বর্যকে চিত্রিত করে, জামা মসজিদটি মুঘল ধার্মিকতা এবং স্থাপত্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার গভীরতা প্রদর্শন করে।

- **মাত্রার সংবেদন: প্রাঙ্গণটি 25,000 জনেরও বেশি উপাসককে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত, যা আপনাকে কমপ্লেক্সের নিছক আকারের দ্বারা বামন বোধ করে।**
- **স্থাপত্য বিশুদ্ধতা: এটি মুঘল ধর্মীয় স্থাপত্যের সবচেয়ে নিখুঁত অনুপাতযুক্ত এবং সংরক্ষিত উদাহরণগুলির মধ্যে একটি।**
- **দৃশ্য: দক্ষিণ মিনারে আরোহণ করা পুরানো দিল্লির বিশৃঙ্খল, আকর্ষণীয় ঘনত্বের একক সেরা প্যানোরামিক দৃশ্য এবং লাল কেল্লার একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।**
- **আধ্যাত্মিক শক্তি: প্রার্থনার সময়ের বাইরে দেখা এখনও আপনাকে একটি প্রধান আধ্যাত্মিক ল্যান্ডমার্কের পরিবেশকে শোষণ করতে দেয় যা 350 বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্রমাগত ব্যবহার করা হচ্ছে।**

ইতিহাস এবং গুরুত্ব

মসজিদটি পঞ্চম মুঘল সম্রাট, শাহজাহান, তাজমহল এবং লাল কেল্লার একই নির্মাতা দ্বারা চালু করেছিলেন। এটি ছিল তার নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদের চূড়ান্ত, সংজ্ঞায়িত স্থাপত্য প্রকল্প।

- **নির্মাণ: মসজিদটি সম্পূর্ণ করতে ছয় বছর সময় লেগেছে এবং 5,000 এরও বেশি শ্রমিক, 1656 সালে বুখারা (বর্তমানে উজবেকিস্তান) এর একজন ধর্মগুরুর দ্বারা উদ্বোধন করা হয়েছিল।**
- **তাৎপর্য: এটি ছিল জামে মসজিদ-জামাতের মসজিদ-যেখানে সম্রাট এবং তার দরবার জুমার দুপুরের নামাজের জন্য জড়ো হতেন। এটি দিল্লির সরকারী রাজকীয় মসজিদ ছিল এবং রয়ে গেছে, যা শাসককে অগাধ ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রদান করে।**
- **ন্যাশনাল ল্যান্ডমার্ক: মসজিদের বিশাল স্কেলটি মুঘল সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের প্রতীক ছিল।**

5.2.3 চাঁদনি চক - চাঁদনী স্কোয়ার: পুরানো দিল্লির স্পন্দিত হৃদয়

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

একবার আপনি জামে মসজিদ পরিদর্শন করা শেষ হলে, আমরা চাঁদনি চকের স্ব-নির্দেশিত হাঁটা সফর শুরু করতে প্রস্তুত।

চাঁদনি চক মূলত 17 শতকে সম্রাট শাহজাহান তৈরি করেছিলেন। এই এলাকাটি ছিল তার নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদের গ্র্যান্ড বুলেভার্ড। আজ, এটি এশিয়ার বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম পাইকারি বাজারগুলির মধ্যে একটি, যা দর্শনীয় স্থান, শব্দ এবং গন্ধের সংবেদনশীল ওভারলোড প্রদান করে। যদিও বিশৃঙ্খলা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, এখানেই আপনি দিল্লির সত্যিকারের, স্পন্দিত চেতনার সাক্ষী।

কেন আপনি পরিদর্শন করা উচিত

চাঁদনি চক হল লাল কেল্লার গাম্ভীর্যের নিখুঁত প্রতিষেধক, যা একটি প্রাণবন্ত, জীবন্ত বৈপরীত্য প্রদান করে। যেখানে দুর্গ ছিল সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রতীক, সেখানে চক ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধমনী যা সাম্রাজ্যকে খাদ্য জোগাত। আপনি এখানে একটি একক স্মৃতিস্তম্ভের জন্য নয়, অভিজ্ঞতার জন্য এসেছেন: ঐতিহাসিক রাস্তার খাবারের স্বাদ নিতে, ঘুরতে থাকা গ্যালিস (গলিতে) নেভিগেট করতে এবং প্রায় চার শতাব্দী ধরে এখানে বিকাশিত তীব্র, ঘনীভূত বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ করতে।

ইতিহাস এবং গুরুত্ব

চকের নাম, 'মুনলিট স্কোয়ার' বা 'মুনলিট ক্রসিং', কেন্দ্রীয় খাল থেকে এসেছে যা একসময় এর দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়েছিল।

এই খাল যমুনা নদীর পানি শহরে নিয়ে আসে। এটি রাজকীয় ভবনগুলিতে (লাল কেল্লা সহ) জল সরবরাহের জন্য অপরিহার্য ছিল, মধ্যবর্তী উদ্যানগুলিতে জল সরবরাহ করা এবং, সবচেয়ে বিখ্যাতভাবে, চাঁদের আলো প্রতিফলিত করে এবং এর তীরে সারিবদ্ধ রূপার দোকানগুলি - তাই নাম 'মুনলিট স্কোয়ার'।

খাল দ্বারা দখলকৃত স্থানটি একটি রৈখিক জল বৈশিষ্ট্য এবং বাগান ছিল, যা লাল কেল্লার লাহোরি গেট থেকে ফতেহপুরী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার কেন্দ্রীয় অক্ষকে সংজ্ঞায়িত করে।

1857 সালের বিদ্রোহ (স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ) পরে, ব্রিটিশরা ক্ষমতাকে একত্রিত করে এবং তাদের নিজস্ব মান অনুযায়ী শহরটিকে নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিকীকরণের জন্য পুরানো দিল্লিতে আমূল পরিবর্তন করে। তারা খাল এবং মুঘল বাগানগুলিকে পুরানো হিসাবে দেখেছিল, খালটি নিষ্কাশন করেছিল, জলের চ্যানেলে ভরাট করেছিল এবং কেন্দ্রীয় মধ্যভাগের উপর পাকা করেছিল।

রাস্তার নতুন পাকা কেন্দ্রে, ব্রিটিশরা 1880 সালের দিকে একটি বিশিষ্ট ভিক্টোরিয়ান-শৈলীর ঘড়ি টাওয়ার (ঘন্টা ঘর) তৈরি করে। এই টাওয়ারটি পুরো স্কোয়ারের নতুন, স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ল্যান্ডমার্ক হয়ে ওঠে, কার্যকরভাবে খাল এবং এর প্রতিফলনের দৃশ্য এবং কাঠামোগত উপস্থিতি প্রতিস্থাপন করে। ব্রিটিশরা একটি ট্রাম লাইনও স্থাপন করেছিল যেখানে খালটি একবার প্রবাহিত হয়েছিল।

বাজারটি শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা বেগম দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, এটি একটি মুঘল মহিলার দ্বারা পরিচালিত একটি বড় পাবলিক ওয়ার্কের একটি বিরল উদাহরণ করে তোলে। রাস্তাটি মূলত লাল কেল্লার লাহোরি গেট থেকে ফতেহপুরি মসজিদ পর্যন্ত প্রসারিত।































5.2.3.2 গুরুদুয়ারা সিস গঞ্জ সাহেব

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

চাঁদনি চকের আলোচিত কেন্দ্রীয় রাস্তার উপর সরাসরি অবস্থিত, গুরুদ্বারা সিস গঞ্জ সাহিব হল ভারতের সবচেয়ে ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য এবং গভীরভাবে শ্রদ্ধেয় শিখ মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। এর সাদা মার্বেল কাঠামো এবং স্বাক্ষরযুক্ত সোনার গম্বুজগুলি এটিকে ঘিরে থাকা বাণিজ্যিক বিশৃঙ্খলার গভীর বৈসাদৃশ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে।























	বিশুদ্ধ, ঐতিহ্যগত সারাংশ - উচ্চ মানের দেশী ঘি ব্যবহার করে অর্জিত - প্রজন্মকে আনন্দিত করেছে।
একটি মাস্ট-ভিজিট	বিখ্যাত হালুয়ার বাইরেও, দোকানটি বিভিন্ন ধরনের উত্সব উপভোগের প্রলোভন দেয়, যেমন বিস্তৃত গুজিয়া। দিল্লির জমজমাট খাবারের দৃশ্যে যে কেউ খাঁটি ভারতীয় মিষ্টি খেতে চায় তার জন্য এটি একটি অপরিহার্য স্টপ, প্রতিটি কামড়ের সাথে জমিন এবং মিষ্টির একটি নিখুঁত ভারসাম্য সরবরাহ করে।

















5.2.3.8 কিনারি বাজার (উৎসবের শোভা বাজার)

(মানচিত্র)

চাঁদনী চক থেকে সরু গলিতে কিনারি বাজার একটি জমকালো, বিশেষায়িত বাজার। এটি ভারতীয় বিবাহ, উত্সব এবং জমকালো উদযাপনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর জন্য অবিসংবাদিত কেন্দ্র। এই বাজারে পদার্পণ করা হল রঙ, ঝকঝকে, এবং জটিল সাজসজ্জার ভান্ডারে প্রবেশ করার মতো, যা দিল্লির অন্য কোনও বাজারের বিপরীতে একটি ভিজ্যুয়াল ভোজ অফার করে।





বৈশিষ্ট্য	বিশদ পর্যালোচনা এবং বাণিজ্যিক ফোকাস
এটা কি জন্য বিখ্যাত	*কিনারি আক্ষরিক অর্থে 'বর্ডার' বা 'এজিং' এর অনুবাদ। বাজারটি সম্পূর্ণরূপে আলংকারিক টেক্সটাইল, ট্রিম, লেইস, অলঙ্কার এবং পোশাক, বিবাহের পোশাক এবং আলংকারিক গৃহস্থালী সামগ্রী শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় অলঙ্করণে বিশেষজ্ঞ। এখানেই শহর জুড়ে দর্জি এবং ডিজাইনাররা উৎস উপকরণের জন্য আসে।*
দেখতে এবং কিনতে	প্রদর্শনে নিছক পরিমাণ এবং আলংকারিক উপকরণের বৈচিত্র্য অবিশ্বাস্য: 1. জরি কাজ: বিস্তৃত সূচিকর্মের জন্য ব্যবহৃত জটিল জরি (সোনা এবং রূপালী ধাতব থ্রেড/বর্ডার) এর একটি অন্তহীন প্রদর্শন। 2. লেইস এবং সীমানা: সাধারণ রঙিন লেইস থেকে ভারী, আয়না-কাজের সীমানা এবং বিস্তৃত সিকুইন্ড ট্রিম পর্যন্ত সবকিছু। 3. দাম্পত্য আনুষাঙ্গিক: এই বাজারটি সমস্ত বিবাহের আনুষাঙ্গিকগুলির একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্র, যার মধ্যে আলংকারিক পাগড়ি (পগদি), ফুলের মালা, সিকুইন্ড ওড়না এবং উপহারের জন্য আলংকারিক প্যাকেজিং রয়েছে। 4. উত্সব সজ্জা: আপনি উজ্জ্বল কাগজের লণ্ঠন, রঙিন বাঁধনওয়ার (দরজার ঝুলন্ত), এবং আলংকারিক গোটা কাজ সহ দীপাবলির মতো উত্সবের জন্য প্রয়োজনীয় আলংকারিক আইটেমগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
অভিজ্ঞতা	কিনারি বাজার সংকীর্ণ, প্রাণবন্ত, এবং ক্রমাগত কর্মকাণ্ডে গুঞ্জন। আলো দোকানে ঝুলন্ত হাজার হাজার ধাতব থ্রেড এবং সিকুইনগুলিকে ধরে, একটি চকচকে প্রভাব তৈরি করে। এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা, যা

	আপনাকে উপরে, নীচে এবং প্রতিটি ছোট দোকানের সামনের দিকে তাকানোর দাবি রাখে।
ভ্রমণকারীর টিপ	আপনি যদি চমকপ্রদ, উচ্চ-মানের, প্রামাণিক ভারতীয় আলংকারিক উপকরণ খুঁজছেন—অথবা কেবল ভারতীয় কারুশিল্পের রঙিন তীব্রতা প্রদর্শন করে একটি চমত্কার ছবির সুযোগ চান—এটি অন্বেষণ করার জায়গা। লেনের সংকীর্ণতা এবং বিশেষ পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, পথচারী এবং সাইকেল ট্র্যাফিকের দিকে খেয়াল রাখুন।

5.2.3.9 গাদোদিয়া বাজার (এশিয়ার বৃহত্তম মশলা বাজার)

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ফতেহপুরি মার্কেট সার্কেলের ঠিক বাইরে অবস্থিত, খারি বাওলি রোডের গাদোদিয়া মার্কেট কমপ্লেক্সটি এশিয়ার বৃহত্তম পাইকারি মসলার বাজার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই এলাকা খুচরা রাস্তার চেয়ে অনেক বেশি; এটি একটি সত্য, ব্যস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র যা ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল যুগ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে আসছে।












5.2.3.10 সেন্ট স্টিফেন চার্চ (C.N.I.)

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

গাদোদিয়া মশলা বাজারের তীব্র বাণিজ্যের সাথে সরাসরি সংলগ্ন শান্ত, গম্ভীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সেন্ট স্টিফেন চার্চ শহরের ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং 1857 সালের বিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক ক্ষমতার গভীর পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী স্মৃতিস্তম্ভ। এটি আশেপাশের মুঘল এবং হিন্দু/শিখ ল্যান্ডমার্কগুলির একটি নাটকীয় স্থাপত্য এবং আধ্যাত্মিক কাউন্টারপয়েন্ট অফার করে।



বৈশিষ্ট্য	ইতিহাস এবং স্থাপত্যের তাৎপর্য
ইতিহাস ও গুরুত্ব	1867 খ্রিস্টাব্দে পবিত্র, সেন্ট স্টিফেন দিল্লির প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য গির্জাগুলির মধ্যে একটি। এর নির্মাণ ছিল প্রতীকী, যা ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং মুঘল শাসনের চূড়ান্ত পতনের পর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উত্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি শাহজাহানাবাদের মূল অংশে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটি স্তরকে উপস্থাপন করে।
অবস্থান বৈসাদৃশ্য	চার্চটি কৌশলগতভাবে চাঁদনি চকের একেবারে প্রান্তে, খারি বাওলি রোডে, সরাসরি গাদোদিয়া মার্কেটের পাশে অবস্থিত। গথিক পুনরুজ্জীবন স্থাপত্যের সাথে সুগন্ধি, প্রাচীন মশলা বাণিজ্যের এই মিলন একটি আকর্ষণীয় এবং তীব্র সংবেদনশীল বৈসাদৃশ্য তৈরি করে।
স্থাপত্য	কাঠামোটি ভিক্টোরিয়ান গথিক পুনরুজ্জীবন শৈলীর একটি চমৎকার উদাহরণ, যা এর স্বতন্ত্র লাল ইটের নির্মাণ, সূক্ষ্ম খিলান এবং বলিষ্ঠ বাট্রেস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বিশাল সম্মুখভাগ এবং ভারী স্থাপত্য স্থায়ীত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অনুভূতি তৈরি করে, মুঘলদের খোলা, সূক্ষ্ম প্যাভিলিয়ন থেকে তীব্রভাবে আলাদা।
অভ্যন্তরীণ এবং বায়ুমণ্ডল	গির্জার কম্পাউন্ড এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ করা রাস্তার কোলাহল এবং যানজট থেকে তাত্ক্ষণিক, নাটকীয় অবকাশ দেয়। ভিতরের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে শান্ত এবং গম্ভীর। পুরু দেয়াল এবং উঁচু সিলিংগুলিকে জাঁকজমক এবং আত্মদর্শনের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।



5.2.3.11 ফতেপুরি পাইকারি বাজার

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

প্রধান চাঁদনী চক রাস্তার সুদূর পশ্চিম টার্মিনাসে অবস্থিত, গ্র্যান্ড ফতেহপুরী মসজিদের পাশে, ফতেহপুরী পাইকারি বাজারটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিশাল, বিশৃঙ্খল এবং সম্পূর্ণ আকর্ষণীয় কেন্দ্র। এই এলাকাটি শাহজাহানাবাদের পশ্চিম বাণিজ্যিক নোঙ্গর হিসাবে কাজ করে, এটি মশলা, শস্য এবং শুকনো ফলের জন্য একটি বিস্তৃত, ঐতিহাসিক বাজার।















5.2.4 ইন্ডিয়া গেট

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ইন্ডিয়া গেট আপনার পরবর্তী গন্তব্য। একটিইন্ডিয়া গেটের বিস্তারিত বর্ণনাজন্য এখানে ক্লিক করুন.

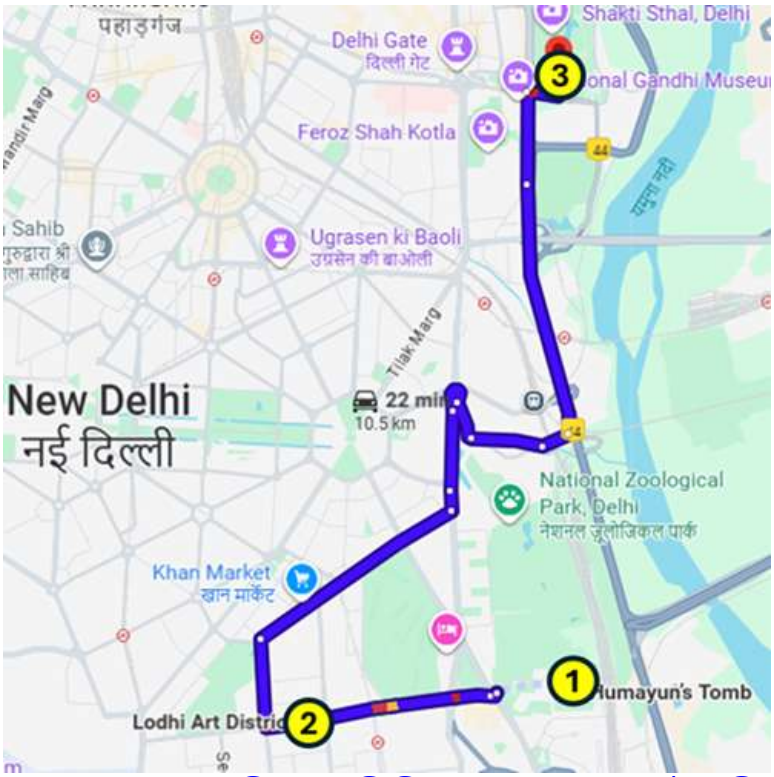
5.2.5 সন্ধ্যার আলো শো

এখন আপনার সন্ধ্যার আলো শো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।

আপনি কতটা ক্লান্ত, এবং আপনি কত টাকা খরচ করতে ইচ্ছুক তার উপর নির্ভর করে, আপনার পছন্দ আছে:

- লাল কেল্লার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো (আগে টিকিট বুক করুন)
- রাতে ইন্ডিয়া গেট লাইট (বিনামূল্যে)





1 = হুমায়ুনের সমাধি
2 = লোধি শিল্প জেলা
3 = রাজ ঘাট স্মৃতিসৌধ

1 =হুমায়ুনের সমাধি2 =লোধি শিল্প জেলা3 =রাজ ঘাট স্মৃতিসৌধ1 =হুমায়ুনের সমাধি2 =লোধি শিল্প জেলা3 =রাজ ঘাট স্মৃতিসৌধ

5.3.1 হুমায়ূনের সমাধি

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

ভর্তি ফি: বিদেশী পর্যটক: ₹600 (লেখার সময়)।

ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি: ফটোগ্রাফি অনুমোদিত এবং বিনামূল্যে, এবং ভিডিও চিত্রগ্রহণের অনুমতি জনপ্রতি ₹25।

খোলার সময়: সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকে (সাধারণত 6:00 AM থেকে 6:00 PM)।

দেখার সেরা সময়: মধ্যাহ্নের তাপ এবং প্রধান ভিড় এড়াতে খোলার সময় ভোরবেলা। আলো ফটোগ্রাফির জন্যও সবচেয়ে ভালো।

সময় প্রয়োজন: মূল সমাধি এবং আশেপাশের বাগান এবং কাঠামো আরামে অন্বেষণ করতে বাজেট 90 থেকে 120 মিনিট।

হুমায়ুনের সমাধি হল একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং স্থাপত্যের একটি শ্বাসরুদ্ধকর অংশ যা পূর্ববর্তী মধ্য এশীয় সমাধি এবং মুঘল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থাপত্যের চূড়ান্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে: প্রায় এক শতাব্দী পরে নির্মিতআগ্রা-এতাজমহল।

কেন আপনি পরিদর্শন করতে হবে

- **তাজমহলের পূর্বসূরী: হুমায়ুনের সমাধিটি বিভিন্ন নকশার উপাদান প্রবর্তন করেছিল, বিশেষ করে চারবাগ বাগান এবং ডাবল-গম্বুজের ব্যবহার, যা তাজমহলে নিখুঁত ছিল।**
- **স্থাপত্যের নির্মলতা: ব্যস্ত লাল কেল্লার বিপরীতে, কমপ্লেক্সটি অনেক বেশি স্থান এবং নিস্তব্ধতা প্রদান করে। বিস্তীর্ণ, জ্যামিতিকভাবে সাজানো বাগানগুলি একটি শান্তিপূর্ণ, ধ্যানের পরিবেশ প্রদান করে।**
- **ঐতিহাসিক তাৎপর্য: এটিতে দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের মৃতদেহ রয়েছে এবং এতে মুঘল রাজকীয়দের 150 টিরও বেশি কবর রয়েছে, এটি ডাকনাম অর্জন করেছে, 'মুঘলদের আস্তানা'।**

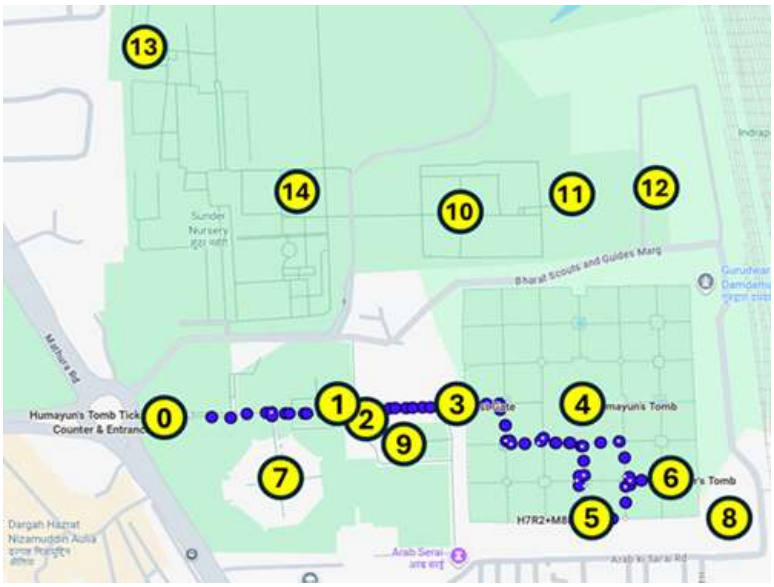
ইতিহাস এবং গুরুত্ব

সম্রাটের মৃত্যুর নয় বছর পরে, হুমায়ুনের পারস্য স্ত্রী হামিদা বানু বেগম 1569 সালে সমাধিটি চালু করেছিলেন। এটির নির্মাণ 1540-1555 পর্যন্ত 'নির্বাসনের সময়'-এর পর হুমায়ুনের পুত্র আকবর দ্য গ্রেটের অধীনে ভারতে মুঘল ক্ষমতা ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সম্রাটের শাসনামলের মধ্যে এই 15 বছরের সময়কালে, মুঘল রাজবংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণ হারায়।

- **ক্ষমতার ক্ষতি: সম্রাট হুমায়ুন তার পিতা বাবরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন পেয়েছিলেন, কিন্তু 1540 সালে আফগান শাসক শের শাহ সুরি কর্তৃক পরাজিত হয়ে ভারত থেকে বিতাড়িত হন।**
- **নির্বাসন: হুমায়ুন পশ্চিমে পালাতে বাধ্য হন, পারস্য (আধুনিক ইরান) এবং আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বহু বছর ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে, তার পুত্র, আকবর, যিনি মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবেন, নির্বাসনে জন্মগ্রহণ করেন।**

5.3.1.0 হুমায়ুনের সমাধি কমপ্লেক্সের স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর

কমপ্লেক্সটি বিশাল এবং মূল সমাধির বাইরেও বিস্তৃত। হুমায়ুনের সমাধির চারপাশের কাঠামো আপনাকে সাইটের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্য প্রসঙ্গ বুঝতে সাহায্য করবে।
যেহেতু সাইটটি বিশাল, এবং আমাদের কাছে সীমাহীন সময় নেই, তাই আমরা হুমায়ূনের সমাধি কমপ্লেক্সের ভিতরে 1-7 স্ট্রাকচারের একটি স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর ডিজাইন করেছি। আপনার সময় থাকলে 8-14 স্ট্রাকচারগুলি দেখতে নির্দ্বিধায়।
0 লেবেলযুক্ত টিকিট অফিসে শুরু করুন।



0 = প্রবেশ পথ
1 =বু হালিমা গেট
2 =আরব সেরাই গেট
3 =পশ্চিম গেট
4 =হুমায়ুনের সমাধি
5 =দক্ষিণ গেট
6 =নাপিত সমাধি
7 =ঈসা খানের সমাধি
8 =নীলা গুম্বাদ
9 =আফসারওয়ালার সমাধি
10 =মির্জা মুজাফফর হোসেনের সমাধি
11 =ছোট বাতাশেওয়ালা সমাধি
12 =অজানা মুঘল সমাধি
13 =লাক্কারওয়ালা বুর্জ
14 =সুন্দরওয়ালা মহল

5.3.1.1 বু হালিমার গেট

বু হালিমার গেটটি বিস্তৃত হুমায়ুনের সমাধি কমপ্লেক্সে প্রাথমিক প্রবেশ বিন্দু চিহ্নিত করে। যদিও পরবর্তী কাঠামোর তুলনায় এটি শালীন বলে মনে হতে পারে, এই প্রবেশদ্বার এবং এর পিছনের ছোট সমাধিটি কমপ্লেক্সের ক্রান্তিকালীন এবং আনুষ্ঠানিক কাজ বোঝার জন্য অপরিহার্য, প্রধান সমাধিসৌধের মহিমার একটি ভূমিকা হিসাবে কাজ করে।



বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত ইতিহাস এবং তাৎপর্য
ইতিহাস ও বু হালিমা রহস্য	বু হালিমার পরিচয় অনিশ্চিত। তিনি সম্ভবত বাবরের (হুমায়ুনের পিতা) সময়ে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ওয়েট নার্স (আনাগা বা দয়া) বা মুঘল দরবারে যুক্ত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। ওয়েট নার্স এবং তাদের পরিবারগুলি প্রায়ই রাজকীয় কাঠামোর মধ্যে প্রচুর রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করে, একটি বিশিষ্ট সমাধিস্থলের নিশ্চয়তা দেয়।
স্থাপত্য	গেটটি মজবুত লাল বেলেপাথর এবং ধ্বংসস্তূপের গাঁথনি দিয়ে নির্মিত একটি দ্বিতল কাঠামো, যেখানে একটি একক, গভীর কেন্দ্রীয় খিলান রয়েছে। এটি স্টাইলিস্টিকভাবে গ্র্যান্ড গেটগুলির চেয়ে সহজ যা পরবর্তীতে হুমায়ুনের সমাধির চারবাগকে সংজ্ঞায়িত করবে, যা মুঘল স্থাপত্যের একটি পূর্ববর্তী, ক্রান্তিকালীন পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
বু হালিমার সমাধি	গেটওয়ের ভিতরেই বু হালিমার সমাধি রয়েছে। এই ছোট, সরল, বর্গাকার কাঠামোটি একটি উত্থাপিত প্ল্যাটফর্মে (চবুত্র) অবস্থিত। এর আন্ডারস্টেটেড ডিজাইনটি পূর্ববর্তী মুঘল সমাধি স্থাপত্যের মতোই - কাছাকাছি হুমায়ুনের সমাধির বিশাল স্কেল এবং জটিল অলঙ্করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য।
বাগান ডিজাইন	সমাধির চারপাশের ছোট এলাকা, বু হালিমার বাগান নামে পরিচিত, চারবাগ লেআউটের একটি কম আনুষ্ঠানিক সংস্করণ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটিতে মৌলিক প্রতিসাম্য জলের চ্যানেল এবং হাঁটার পথ রয়েছে, যা অনেক বড়, আরও নিখুঁত প্যারাডাইস গার্ডেনটির প্রত্যাশাকে প্রতিষ্ঠিত করে যা কমপ্লেক্সের গভীরে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে।
সফরের গুরুত্ব	এই স্থানটি অপরিহার্য কারণ এটি আনুষ্ঠানিক প্রাচীর হিসাবে কাজ করে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সীমানা হিসাবে কাজ করে, বাইরের জগতের বিশৃঙ্খলাকে





5.3.1.3 পশ্চিম গেট

পশ্চিম গেট হল আধুনিক দর্শনার্থীদের জন্য হুমায়ুনের সমাধির প্রাথমিক প্রবেশদ্বার, এবং ঐতিহাসিকভাবে, এটি ছিল বিশাল আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বার। এর স্থাপত্যটি বিশেষভাবে বিস্ময়ের একটি মুহূর্ত তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা বিস্তীর্ণ চারবাগ বাগানের প্রথম চিত্তাকর্ষক, ঝাড়ুদার দৃশ্য এবং এর কেন্দ্রে অবস্থিত মহৎ সমাধির প্রস্তাব দেয়।





বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত স্থাপত্য এবং তাৎপর্য
প্রাথমিক ফাংশন	গেটটি প্রধান চারবাগ কমপ্লেক্সে প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করত। এটির স্থাপন নিশ্চিত করে যে দর্শনার্থীদের প্রথম নজরে সমাধির সম্পূর্ণ, প্রতিসম গৌরব এবং এর আশেপাশের স্বর্গ উদ্যানটি ধরা পড়ে, ঠিক যেমনটি সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগমের উদ্দেশ্য ছিল।
স্থাপত্য	এটি একটি আকর্ষণীয়, আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামো যা মূলত সমৃদ্ধ লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, সাদা মার্বেল ইনলে দ্বারা সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটিতে একটি বড় কেন্দ্রীয় খিলান রয়েছে যার উভয় পাশে ছোট খিলান রয়েছে।
ছত্রী বিস্তারিত	গেটটি একটি আকর্ষণীয় ছত্রী দ্বারা মুকুটযুক্ত - একটি উত্থিত, গম্বুজ আকৃতির মণ্ডপ (ছত্রির আক্ষরিক অর্থ 'ছাতা' বা হিন্দিতে 'ছাত্র')। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল ক্লাসিক মুঘল নকশা উপাদান, যা সম্মান, আভিজাত্য এবং রাজকীয়তার প্রতীক। ছত্রী কাঠামোতে কমনীয়তা এবং চাক্ষুষ উচ্চতা যোগ করে।
আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি	পশ্চিম গেটের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরটি ইচ্ছাকৃত। গভীর, ছায়াময় খিলানপথের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, দর্শনার্থী বাগানের উজ্জ্বল আলোতে আবির্ভূত হন, সমাধির বিশাল লাল বেলেপাথর এবং মার্বেল ভিত্তির মুখোমুখি হন। এই নিয়ন্ত্রিত উদ্ঘাটনটি মুঘল স্থাপত্য পরিকল্পনার একটি মাস্টারস্ট্রোক।
সফরের গুরুত্ব	প্রধান প্রবেশ বিন্দু হিসাবে, পশ্চিম গেট শুধুমাত্র ট্র্যাফিককে নির্দেশ করে না বরং স্মারক স্কেল এবং ইন্দো-পার্সিয়ান শৈলী স্থাপন করে যা জটিলটিকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দর্শনার্থী ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবী ছেড়ে একটি পবিত্র, সতর্কতার সাথে আদেশযুক্ত স্থানে প্রবেশ করছে।





































বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত ইতিহাস, স্থাপত্য, এবং তাৎপর্য
পৃষ্ঠপোষক এবং তারিখ	তার মৃত্যুর নয় বছর পর 1565 খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের প্রধান সহধর্মিণী সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগম কর্তৃক কমিশনপ্রাপ্ত। নির্মাণটি তার তত্ত্বাবধানে করা হয়েছিল এবং 1572 খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল, যা মুঘল স্থাপত্যে মহিলা পৃষ্ঠপোষকতার একটি শক্তিশালী, প্রাথমিক উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।
প্রধান স্থপতি	**মিরক মির্জা গিয়াস, একজন উচ্চ সম্মানিত পারস্য স্থপতি। তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে যে সমাধিটি সর্বশেষ এবং সবচেয়ে উন্নত পারস্য স্থাপত্যের ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।**
স্থাপত্য শৈলী	**ইন্দো-পার্সিয়ান সংশ্লেষণ। এই সমাধিটি হল প্রথম প্রধান কাঠামো যা ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশাল স্কেল এবং ছত্রী (মণ্ডপ) উপাদানগুলিকে সূক্ষ্ম জ্যামিতি এবং ধ্রুপদী ফার্সি স্থাপত্যের সুনির্দিষ্ট প্রতিসাম্যের সাথে সফলভাবে একত্রিত করেছে।**
বিন্যাস (হাশত বিহিষ্ট)	অভ্যন্তরীণ বিন্যাসটি হাশত বিহিষ্ট (আটটি জান্নাত) এর গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক ধারণাকে অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় সমাধি প্রকোষ্ঠ (সারকোফ্যাগাস ধারণ করে) হল একটি অষ্টভুজ যার চারপাশে আটটি ছোট অষ্টভুজ প্রকোষ্ঠ রয়েছে, যা একটি সম্পূর্ণ প্রতিসম, বহু-কক্ষের কাঠামো তৈরি করে যা স্বর্গের প্রতীক।
ডাবল ডোম	এটি ভারতে সমাধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন। এটিতে একটি পারস্য-শৈলীর ডবল গম্বুজ রয়েছে - অভ্যন্তরীণ চেম্বারের নিম্ন সিলিংয়ের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ শেল এবং কাঠামোটিকে এর স্মারক উচ্চতা এবং প্রভাবশালী উপস্থিতি দেওয়ার জন্য একটি উচ্চ বাইরের শেল রয়েছে। এই বিপ্লবী কৌশলটি পরে তাজমহলে নিখুঁত হয়েছিল।
উপকরণ এবং সমাপ্তি	বিল্ডিংটি মূলত স্পন্দনশীল লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সাদা মার্বেল ইনলে এবং ট্রিমের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা সুন্দরভাবে অফসেট করা হয়েছে, বিশেষ করে গম্বুজে এবং গভীর, খিলানযুক্ত প্রবেশপথের (আইওয়ান) চারপাশে। এই সংজ্ঞায়িত রঙের বৈসাদৃশ্য মুঘল সাম্রাজ্যিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।







	মূল্যবান দাস কতটা ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বাস এবং প্রভাব অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে কথা বলে।
আর্কিটেকচারাল কনট্রাস্ট (নাই কা গুম্বাদ)	নাপিতের সমাধি শৈলীগতভাবে স্বতন্ত্র, প্রায়শই লোদি আমল বা মুঘল যুগের প্রথম নির্মাণের জন্য দায়ী। এটি একটি সাধারণ, বর্গাকার কাঠামো যা একটি উত্থিত প্ল্যাটফর্মের উপর একটি অস্বাভাবিক গম্বুজযুক্ত ছাদ দ্বারা শীর্ষে রয়েছে, যা হুমায়ুনের সমাধির বিশাল স্কেল এবং ইন্দো-পার্সিয়ান শৈলীর সাথে একটি আকর্ষণীয় বৈপরীত্য প্রদান করে।
সামগ্রিক গুরুত্ব	কমপ্লেক্সের সম্পূর্ণ মহাজাগতিক প্রতিসাম্যকে উপলব্ধি করার জন্য এই এলাকাটি অত্যাবশ্যক- এই ধারণা যে নিখুঁত চারবাগ বাগানের মূল দিকগুলির মুখোমুখি চারটি সমান গেট থাকতে হবে। এটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা দেখায় যা সমগ্র সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ল্যান্ডস্কেপে গিয়েছিল।































বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত ইতিহাস এবং স্থাপত্য তাত্পর্য
ইতিহাস ও প্রসঙ্গ	সমাধিটি ঈসা খান নিয়াজির, একজন প্রভাবশালী আফগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি শের শাহ সুরির একজন প্রধান দরবারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। শের শাহ ছিলেন আফগান শাসক যিনি সাময়িকভাবে পরাজিত করেন এবং ভারত থেকে হুমায়ুনকে নির্বাসিত করেন (1540-1555 CE)। সমাধির সমাপ্তির তারিখ, 1547 সিই, এটিকে সুর রাজবংশের একটি কাঠামো হিসাবে চিহ্নিত করে যা প্রথম এবং দ্বিতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সিংহাসন দখল করেছিল।
স্থাপত্য: অষ্টভুজাকার পরিকল্পনা	ঈসা খানের সমাধি লোদি-যুগ বা আফগান-শৈলী সমাধি স্থাপত্যের একটি চমৎকার, সু-সংরক্ষিত উদাহরণ। এর স্বাতন্ত্র্যসূচক নকশাটি অষ্টভুজাকৃতির পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, একটি সমাধি কক্ষ যা একটি চওড়া, খোলা বারান্দা দিয়ে ঘেরা আটটি দিকের প্রতিটিতে তিনটি খিলান রয়েছে। এই অত্যন্ত স্বীকৃত আকারটি কাছাকাছি বিশাল, বর্গাকার মুঘল সমাধির সাথে তীব্রভাবে বৈপরীত্য।
জামে মসজিদ (সংলগ্ন মসজিদ)	সমাধি সংলগ্ন, এবং একই প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত, একটি ছোট কিন্তু মার্জিত মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে। এই মসজিদটি কাঠামোগতভাবে কমপ্লেক্সের সাথে অবিচ্ছেদ্য, প্রাথমিকভাবে লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত এবং এর তিনটি খিলান খোলার (বে) জন্য পরিচিত। পুরো ঘেরটি একটি একক ধর্মীয় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইউনিট হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল, এটি প্রাক-মুঘল আমলের একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্য।
স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য	সমাধিটি ছাদে বৈশিষ্ট্যযুক্ত চ্যাট্রিস (গম্বুজযুক্ত কিয়স্ক) দ্বারা মুকুটযুক্ত, এবং বাইরের দেয়ালে সুন্দর এবং জটিল চকচকে নীল টালির কাজ রয়েছে, যা সেই সময়ের একটি প্রধান আলংকারিক বৈশিষ্ট্য। সিরামিক

	টাইলিংয়ের এই ব্যবহার মুঘলদের পরবর্তী, আরও পরিমার্জিত পাথর-ইনলে শৈলীর সাথে একটি নিখুঁত স্থাপত্যের তুলনা প্রদান করে।
সফরের গুরুত্ব	ঈসা খানের সমাধি দর্শনার্থীদের মনে করিয়ে দেয় যে এই সময়ে মুঘলরাই দিল্লির একমাত্র প্রভু ছিলেন না। এটি আপনাকে আফগান শৈলী (অষ্টভুজাকার, টাইলসের ভারী ব্যবহার) থেকে হুমায়ুনের সমাধিতে নিখুঁত মুঘল শৈলী (বর্গাকার, দ্বি-গম্বুজ, লাল বেলেপাথর এবং মার্বেল ইনলে) পর্যন্ত সমাধি স্থাপত্যের বিবর্তন ট্র্যাক করতে দেয়।
অভিজ্ঞতা	সমাধি কমপ্লেক্সটি তার নিজস্ব ছোট, শান্তিপূর্ণ প্রাঙ্গণ দ্বারা বেষ্টিত, একটি অন্তর্ভুক্ত, প্রতিফলিত স্থান প্রদান করে। 16 শতকের মাঝামাঝি দিল্লির ক্ষমতার উত্তরণের জটিল ইতিহাসে আগ্রহী যে কারও জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপ।



সফরের গুরুত্ব	নীলা গুম্বাদ হল রঙিন টালি সাজানোর একটি ভালো উদাহরণ (কাশী করি)- একটি আলংকারিক বৈশিষ্ট্য যা প্রধান সমাধিতে সামান্য ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু ঈসা খানের সমাধির মতো অন্যান্য সমসাময়িক মুঘল এবং প্রাক-মুঘল কাঠামোতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি দৃশ্যত পার্সিয়ান নান্দনিকতার প্রতি মুঘল শাসকদের সখ্যতা এবং পাথরের ইনলে (যেমন হুমায়ুনের সমাধিতে) এবং সিরামিক টাইলিং উভয়ের উপর তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে।
অভিজ্ঞতা	এর স্বাতন্ত্র্যসূচক রঙ এবং মার্জিত ফর্ম একটি চমৎকার ভিজ্যুয়াল ট্রিট অফার করে। গম্বুজ, দিল্লির সূর্যের নীচে উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করে, এটি একটি উজ্জ্বল মার্কার হিসাবে কাজ করে এবং এটি একটি দুর্দান্ত ছবির সুযোগ।



5.3.1.11 ছোট বাতাশেওয়ালা সমাধি

ছোট বাতাশেওয়ালা কমপ্লেক্সটি হুমায়ুনের সমাধি সংলগ্ন বিস্তৃত সুন্দর নার্সারি এলাকার মধ্যে অবস্থিত। প্রধান কমপ্লেক্স থেকে ভৌগোলিকভাবে পৃথক হলেও, এই স্থানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের লিঙ্ক, যা মুঘল আমলের শেষের দিকের উচ্চ-মর্যাদার কবরের অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং নিজামুদ্দিনের বিস্তৃত শেষকৃত্যের ল্যান্ডস্কেপে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত ইতিহাস এবং স্থাপত্য তাত্পর্য
অবস্থান এবং প্রসঙ্গ	এই কমপ্লেক্সটি সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার করা সুন্দর নার্সারিতে অবস্থিত, এটি ঐতিহাসিকভাবে হুমায়ুনের সমাধিকে ঘিরে মুঘল বাগান ব্যবস্থার একটি অংশ। এই ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এর একীকরণ হুমায়ুনের মৃত্যুর পরও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উচ্চ-পদস্থ অভিজাতদের সমাধির জন্য এই পবিত্র এলাকাটির অব্যাহত ব্যবহারকে তুলে ধরে।
ইতিহাস ও অবস্থা	একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধি, একটি মসজিদ এবং একটি প্রবেশদ্বার সহ কমপ্লেক্সটি পরবর্তী মুঘল যুগের, যদিও এখানে সমাহিত উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির সঠিক পরিচয় প্রায়ই বিতর্কিত হয়। এটি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আরেকটি প্রধান উদাহরণ হিসাবে কাজ করে যা একটি ছোট, আরও ব্যক্তিগত স্কেলে সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টি শৈলী অনুকরণ করার চেষ্টা করে।
স্থাপত্য	সমাধিটি এর সুষম অনুপাত এবং এর স্বতন্ত্র স্থাপত্য সামগ্রী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটিতে প্রধানত লাল বেলেপাথরের তৈরি একটি বিশিষ্ট গম্বুজ কাঠামো রয়েছে, যা ছাঁটা, খিলান এবং ছত্রিতে সাদা মার্বেলের বিশদ বিবরণের অত্যাধুনিক ব্যবহার দ্বারা উন্নত। লাল বেলেপাথর/সাদা মার্বেল নান্দনিকতার এই ধারাবাহিকতা হুমায়ুনের সমাধির স্থায়ী প্রভাব দেখায়।
কমপ্লেক্স	অন্যান্য সমসাময়িক উচ্চ-মর্যাদার সমাধিগুলির মতো, ছোট বাতাশেওয়ালা কমপ্লেক্স একটি সম্পূর্ণ স্থাপত্য ইউনিট গঠন করে: সমাধির জন্য একটি সমাধি, চিরস্থায়ী প্রার্থনার জন্য একটি কার্যকরী মসজিদ এবং পবিত্র স্থানকে চিত্রিত করার জন্য একটি মার্জিত প্রবেশদ্বার।
সফরের গুরুত্ব	কমপ্লেক্সটি একটি আর্কিটেকচারাল টাইম ক্যাপসুল হিসাবে কাজ করে, এটি প্রদর্শন করে যে কীভাবে ক্লাসিক মুঘল শৈলী বিকশিত হয়েছিল এবং মূল সমাধির নির্মাণের পর শতাব্দীতে অভিজাতদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। সুন্দর নার্সারির মধ্যে এর সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা এটিকে দিল্লিতে মুঘল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শিল্পের সম্পূর্ণ সুযোগের প্রশংসা করার জন্য একটি নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক এবং অপরিহার্য সাইট করে তোলে।

5.3.1.12 অজানা মুঘলদের সমাধি

গুরুত্ব: এটি হুমায়ুনের সমাধি এবং সুন্দর নার্সারি এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি লেবেলবিহীন, ছোট সমাধিগুলির মধ্যে একটি। এটি 'মুঘলদের ডরমিটরি' এর স্কেল এবং এই এলাকায় মুঘল জীবন ও মৃত্যুর ঘনত্বকে আন্ডারস্কোর করে।



5.3.1.14 সুন্দরওয়ালা মহল

বিস্তীর্ণ সুন্দর নার্সারির মধ্যে অবস্থিত সুন্দরওয়ালা মহল কমপ্লেক্সটি 16 শতকের মাঝামাঝি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ মর্যাদার কবরস্থান। এর নাম মহল (প্রাসাদ/প্রাসাদ) থাকা সত্ত্বেও, কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে, একটি আভিজাত্যের জন্য নির্মিত একটি মার্জিত সমাধি এবং সংলগ্ন মসজিদ, যা সেই যুগের সম্পূর্ণ, আনুষ্ঠানিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থাপত্যকে চিত্রিত করে।

বৈশিষ্ট্য	বিস্তারিত ইতিহাস এবং স্থাপত্য তাত্পর্য
ইতিহাস এবং কার্যকারিতা	16 শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত, এই কমপ্লেক্সটি পরবর্তী লোদি বা প্রাথমিক সুর/মুঘল আমলের। এটি একজন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য কমিশন করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বড় সমাধিগুলির মতো, সমাধিটিকে একটি কার্যকরী মসজিদের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করে যে মৃত ব্যক্তি কমপ্লেক্সের মধ্যে দেওয়া প্রতিদিনের প্রার্থনা থেকে ক্রমাগত আধ্যাত্মিক উপকার পেয়েছেন।
স্থাপত্য	সমাধিটিতে পাথরের তৈরি একটি অত্যাধুনিক গম্বুজ কাঠামো রয়েছে, যা লাল বেলেপাথর এবং সূক্ষ্ম সাদা মার্বেল উচ্চারণের প্রচলিত ব্যবহার প্রদর্শন করে। কাঠামোটি আলংকারিক টাইলওয়ার্কের অবশিষ্টাংশের জন্য পরিচিত, এটি প্রাক-মুঘল এবং প্রারম্ভিক মুঘল শৈলীতে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা বাইরের অংশে রঙের ঝলকানি যোগ করে।
কমপ্লেক্স ডিজাইন	পুরো কমপ্লেক্সটিকে তার আশেপাশের বাগানের দেয়ালের চিত্তাকর্ষক স্কেল দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা মূলত একটি আনুষ্ঠানিক স্বর্গ বাগানকে ঘেরা ছিল। সুন্দরওয়ালা মহল কমপ্লেক্সের নকশাটি সেই যুগের সাধারণ সমাধি এবং বাগানের স্থাপত্যের মিশ্রণকে পুরোপুরি চিত্রিত করে, যেখানে স্থাপত্য (সমাধি ও মসজিদ) ল্যান্ডস্কেপিং (চারবাগ লেআউট) থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল।
অবস্থান এবং পুনরুদ্ধার	সুন্দর নার্সারির মধ্যে অবস্থিত, কমপ্লেক্সটি যত্ন সহকারে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এর বর্তমান আদিম অবস্থা দর্শকদের সমাধি উদ্যানের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি সুরেলা, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে উপলব্ধি করতে দেয়, যা বহির্বিশ্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
সফরের গুরুত্ব	চূড়ান্ত মুঘল সমাধি-হুমায়ুনের সমাধি-নিখুঁত টেমপ্লেটটি প্রদর্শন করে এই কাঠামো অপরিহার্য প্রসঙ্গ প্রদান করে। এটি দেখায় যে কীভাবে উচ্চ-পদস্থ অভিজাতরা তাদের মর্যাদা জাহির করতে এবং মৃত্যুর পরে তাদের আধ্যাত্মিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে এই প্রমিত, প্রতিসম জটিল নকশাগুলি ব্যবহার করেছিলেন।



ইতিহাস এবং গুরুত্ব

লোধি কলোনি ভবনগুলি মূলত ব্রিটিশরা 1940-এর দশকে সরকারি কর্মচারীদের থাকার জন্য তৈরি করেছিল, যার ফলে সারি সারি অভিন্ন, অনুপ্রাণিত অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ছিল। সেন্ট+আর্ট ইন্ডিয়া উদ্যোগের অংশ হিসাবে 2015 সালে রূপান্তর শুরু হয়েছিল। লেখার সময়, 58টি সুন্দর ম্যুরাল ছিল।

- **সেন্ট+আর্ট প্রজেক্ট: অলাভজনক সংস্থা সেন্ট+আর্ট ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন কলোনির ফাঁকা দেয়ালকে বিশাল ক্যানভাসেস হিসেবে ব্যবহার করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করেছে। কয়েক বছর ধরে, সমসাময়িক ভারত, সামাজিক সমস্যা এবং পরিবেশ সুরক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক থিমগুলির উপর ভিত্তি করে ম্যুরাল তৈরি করার জন্য কয়েক ডজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।**
- **শহুরে পুনর্নবীকরণ: এই প্রকল্পটি সফলভাবে শহুরে পুনর্নবীকরণের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে শিল্পকে ব্যবহার করেছে, একটি অবহেলিত সরকারি আবাসন এলাকায় নতুন জীবন শ্বাস ফেলা এবং এটিকে একটি প্রধান সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে।**
- **থিম এবং বার্তা: ম্যুরালগুলি গল্প বলে, প্রায়শই লিঙ্গ সমতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মতো থিমগুলিকে কভার করে, যা জেলাটিকে গভীর সামাজিক মন্তব্যের পাশাপাশি সৌন্দর্যের জায়গা করে তোলে।**

সেখানে কি দেখা যায়

আর্ট ডিস্ট্রিক্ট প্রাথমিকভাবে লোধি কলোনির আশেপাশের এলাকা জুড়ে, ব্লক 10 থেকে 17। অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিসৌধের ম্যুরালগুলির উপর কেন্দ্রীভূত।

- **দ্য ম্যুরাল: বর্তমানে ভবনের দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৬০টি ম্যুরাল। মূল হাইলাইট অন্তর্ভুক্ত:**
  - **'দ্য আই অফ দ্য টাইগার': একটি বেঙ্গল টাইগারের একটি বিশাল, ফটোরিয়ালিস্টিক চিত্র।**
  - **'দ্য অরিজিন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' (লেডি আইকো দ্বারা): একটি প্রাণবন্ত, জাপানি-অনুপ্রাণিত অংশ যা রাস্তার শিল্পের নান্দনিকতার সাথে ঐতিহ্যগত নিদর্শনগুলিকে ফিউজ করে।**
  - **'আমরা দিল্লি ভালোবাসি' ইনস্টলেশন: ছোট, আরও ঘন ঘন টুকরা যা সম্প্রদায়ের গর্ব এবং সংযোগের উপর জোর দেয়।**
- লোধি গার্ডেন: কলা জেলার অংশ না হলেও, ঐতিহাসিক লোধি গার্ডেন (মানচিত্র, পর্যালোচনা) উপনিবেশের পাশে অবস্থিত। 15 শতকের লোদি রাজবংশের সমাধিতে বিস্তৃত এই সুন্দর মুঘল-যুগের বাগানগুলি প্রাণবন্ত রাস্তার সাথে সবুজ, শান্ত বৈপরীত্য প্রদান করে।
- **ট্রেন্ডি ক্যাফে এবং দোকান: খান মার্কেট এবং লোধী কলোনির আশেপাশের এলাকাগুলিতে চটকদার ক্যাফে, বুটিক শপ এবং ট্রেন্ডি রেস্তোরাঁর প্রবাহ দেখা গেছে, এটি আপনার হাঁটার পরে লাঞ্চ বা কফির জন্য থামার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা করে তুলেছে।**



			স্টাইলাইজড পাতা, লতাগুল্ম এবং বিমূর্ত ফুলের মোটিফগুলির একটি ঘন ট্যাপেস্ট্রি তৈরি করতে। কম্পোজিশনটি পুরো বিল্ডিং সাইডকে পুনরাবৃত্ত, ওভারল্যাপিং ফর্মে কভার করে, একটি পরিশীলিত, আধুনিক ঐতিহ্যগত নকশার অফার করে যা অন্যথায় সাধারণ প্রাচীরকে একটি সমৃদ্ধ, ফ্যাব্রিকের মতো পাবলিক আর্টের অংশে রূপান্তরিত করে যা প্যাটার্ন তৈরির জাতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার উদযাপন করে। 
2	**করুণাময় ঐতিহ্য**	**মজলিস আর্ট ফোরাম (ভারত)**	এই আকর্ষণীয় মুরালিগুলি ভারতের বন্যপ্রাণী এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি একটি স্মারক শ্রদ্ধা, গভীর সবুজের একরঙা প্যালেট দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য। আর্টওয়ার্কটিতে এক জোড়া দুর্দান্ত ভারতীয় হাতি রয়েছে - শক্তি, প্রজ্ঞা এবং ঐতিহ্যের একটি শ্রদ্ধেয় প্রতীক - অত্যন্ত বিশদ রেখার কাজ দিয়ে রেন্ডার করা হয়েছে যা প্রাণবন্ত পটভূমির বিপরীতে তাদের ত্বকের টেক্সচার বের করে। শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে, দে দর্শকদের মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রাণীদের মহিমা এবং শহুরে বিস্তৃতির পাশাপাশি বিদ্যমান প্রাকৃতিক জগতকে সংরক্ষণ করার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বের উপর কেন্দ্রীভূত করেন, যা এটিকে জেলার সবচেয়ে দৃশ্যমানভাবে স্বতন্ত্র এবং প্রভাবশালী ম্যুরালগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।





4	**কারণ এবং প্রভাব**	**স্যাম লো (সিঙ্গাপুর)**	ম্যুরাল আন্তঃসংযুক্ততা এবং মননশীল পছন্দের একটি কাব্যিক এবং দৃশ্যত জটিল প্রতিফলন। একটি বৃহৎ সম্মুখভাগ জুড়ে, স্টেনসিল-ভিত্তিক কাজটি উড্ডয়নের মধ্যে একাধিক চড়ুইকে চিত্রিত করে, যেগুলিকে শিল্পী পৃথক মানুষের জন্য স্ট্যান্ড-ইন হিসাবে ফ্রেম করেছেন, এগুলি সমস্তই প্রবাহিত ফিতা এবং আলংকারিক পটভূমির মোটিফগুলির দ্বারা সংযুক্ত এবং প্রভাবিত যা দৃশ্যত তাদের ভাগ্যকে একত্রিত করে; কম্পোজিশনটি এই চিত্রকল্পকে ফ্রেম করার জন্য বিল্ডিংয়ের খিলানগুলিকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করে। একটি ক্রিয়া কীভাবে অন্যের ভাগ্যকে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন করতে পারে তা দেখানোর মাধ্যমে, কারণ এবং প্রভাবের সারমর্ম, ম্যুরাল দর্শকদের তাদের স্বাধীনতা, পরস্পর নির্ভরতা এবং কীভাবে সিদ্ধান্তগুলি তাদের পরিবেশ দ্বারা আকৃতি দেওয়া হয় তা বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, শেষ পর্যন্ত আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়ার উপর শান্ত, মননশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলনকে উত্সাহিত করে। 
5	**এই রক পায়রা গাছ বেছে নিয়েছে**	**অ্যাডেল রেনল্ট (বেলজিয়াম)**	বিশাল এবং অতি-বাস্তববাদী ম্যুরাল দুটি রক পায়রার নাটকীয় ক্লোজ-আপ প্রদান করে। অত্যাশ্চর্য বিস্তারিতভাবে রেন্ডার করা হয়েছে যা তাদের পালকের টেক্সচার এবং তাদের চোখের জ্বলন্ত তীব্রতা ক্যাপচার করে, পাখিগুলি একটি প্রাকৃতিক আর্চওয়ের উভয় পাশে অবস্থান করে। ম্যুরালের স্কেল সাধারণ শহরের পায়রাকে একটি জাগতিক দৃশ্য থেকে একটি মহৎ, শক্তিশালী প্রাণীতে রূপান্তরিত করে, দর্শকদের সত্যিকারের 'দেখতে' প্রকৃতির আহ্বান জানায় যা

			শহুরে পরিবেশে প্রতিদিন উপেক্ষা করা হয়। শিরোনামটি নিজেই প্রকৃতির স্থিতিস্থাপকতার উপর একটি সূক্ষ্ম ভাষ্য, যা পরামর্শ দেয় যে এই প্রাণীরা এই জায়গাটি বেছে নিয়েছিল, দিল্লির হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ দাবি করে। 
6	**লাভা গাছ**	**আনপু ভার্কে (ভারত)**	এই বিমূর্ত ম্যুরাল প্রকৃতির তরলতা এবং কাঁচা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে সাহসী, ঝাড়ু দেওয়া লাইন এবং স্যাচুরেটেড রং ব্যবহার করে। প্রাথমিক চিত্রটি একটি গতিশীল, গাছের মতো কাঠামো, বা সম্ভবত জীবনের একটি জৈব প্রবাহ, গভীর লাল এবং গোলাপী রঙের শক্তিশালী ছায়ায় রেন্ডার করা হয়েছে যা শীতল লাভা বা জ্বলন্ত জীবন শক্তির মতো। তীব্র রঙগুলি হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত, একটি তাত্ক্ষণিক এবং ভিসারাল ভিজ্যুয়াল প্রভাব তৈরি করে। শিল্পকর্মটি দর্শকদের অগ্নি এবং বৃদ্ধির মতো প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তর্নিহিত অপরিমেয় শক্তি এবং রূপান্তরকারী শক্তির প্রতি প্রতিফলিত করতে উত্সাহিত করে, শিল্পীর স্বাক্ষর ডিজিটাল নান্দনিকতাকে একটি বিশাল, বাস্তব চিত্রের পাবলিক আর্টের মধ্যে অনুবাদ করে।

			
7	**পদ্ম**	**সুইকো (জাপান)**	এই ম্যুরালটি ভারতের জাতীয় ফুলের গ্রাফিক উদযাপন হিসাবে, বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। একটি সাহসী, স্বাক্ষর শৈলী ব্যবহার করে যা সমসাময়িক গ্রাফিতির সাথে জাপানি ক্যালিগ্রাফির তরলতাকে মিশ্রিত করে, সুইকো পদ্মকে একটি শক্তিশালী, জটিল ফর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যা স্টাইলাইজড, সমৃদ্ধ রঙে আবদ্ধ প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা বেষ্টিত। বিমূর্ত কাজের গতিশীল রেখা এবং প্রাণবন্ত জ্যামিতিক নিদর্শন সমতল প্রাচীরকে একটি উচ্চ টেক্সচারযুক্ত, মাত্রিক ক্যানভাসে রূপান্তরিত করেছে, ফুলের প্রাচীন প্রতীকবাদ এবং রাস্তার শিল্পের আধুনিক ভাষার মধ্যে একটি শৈল্পিক সংলাপ তৈরি করেছে। 
8	**আত্মার রং**	**সেনকোয়ে (মেক্সিকো)**	এই ম্যুরাল হল একটি চমকপ্রদ, একটি স্টাইলাইজড পাখির বড় আকারের চিত্র, যা বৈচিত্র্য, পরিচয় এবং

			স্বাধীনতার একটি শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে কাজ করে। পাখির পালকগুলি জটিল জ্যামিতিক নিদর্শন এবং প্রাণবন্ত রঙের দাঙ্গায় রেন্ডার করা হয়, যা প্রথাগত ভারতীয় এবং মেক্সিকান উভয় মোটিফ দ্বারা অনুপ্রাণিত নকশা উপাদানগুলিকে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করে। সেনকোই পাখিটিকে একটি বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কারণ, পরিযায়ী ভ্রমণকারীদের মতো, পাখিরা একাধিক জায়গা দেখে এবং অনুভব করে এবং তাদের আত্মা গল্পে সমৃদ্ধ হয়। এইভাবে ম্যুরালটি শহরের বাসিন্দাদের রঙিন বৈচিত্র্যের উদযাপন হিসাবে দাঁড়িয়েছে, যোগাযোগকে উত্সাহিত করে এবং উপনিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে অনন্য ব্যক্তিগত বর্ণনা ভাগ করে নেয়।



	(পরিচ্ছন্ন ভারত মিশন)		রঙের বড় ব্লক সহ সাহসী, গ্রাফিক উপাদান এবং একটি গতিশীল রঙের প্যালেট ব্যবহার করে। এটি দক্ষতার সাথে মিশনের স্বীকৃত প্রতীকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, অন্যথায় সাধারণ সরকারী ভবনের প্রাচীরকে একটি জনসেবা ঘোষণায় রূপান্তরিত করে। আর্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অবস্থিত, এই ম্যুরালটি দেখায় যে কীভাবে রাস্তার শিল্পকে শুধুমাত্র সামাজিক মন্তব্য বা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির জন্য নয়, বরং পরিচ্ছন্নতা এবং সম্প্রদায়ের দায়িত্ব প্রচারের লক্ষ্যে সরকার পরিচালিত জনসচেতনতা প্রচারের জন্য একটি শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 
10	**এর মাধ্যমে দেখুন, এর বাইরে দেখুন**	**নেভারক্রু (সুইজারল্যান্ড)**	এই বিমূর্ত এবং মন্ত্রমুগ্ধ মুরালিগুলি পরিচিত এবং অদেখার মধ্যে সীমানা অন্বেষণ করতে তীব্র রঙ এবং টেক্সচার ব্যবহার করে। রচনাটিতে গাঢ়, ঘূর্ণায়মান আকারগুলি রয়েছে যা গ্রহ এবং জৈব পদার্থ উভয়েরই বলে মনে হয়, গর্ত, মেঘ এবং মহাজাগতিক ধূলিকণার মতো, গোলাপী, কালো, নীল এবং হলুদের প্রাণবন্ত ছায়ায় রেন্ডার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ম্যুরালের কেন্দ্রীয় ফর্মটি বিল্ডিংয়ের খিলানযুক্ত গেটওয়েকে একটি ফ্রেম বা পোর্টাল হিসাবে ব্যবহার করে, এমন বিভ্রম তৈরি করে যে দর্শক অন্য মাত্রার দিকে তাকিয়ে আছে। এই স্থানিক প্রভাবটি শিল্পীর অভিপ্রায়কে পুরোপুরি ক্যাপচার করে: শ্রোতাদের ভৌত জগতের অতীত দেখতে এবং এর বাইরে থাকা গভীর, বিমূর্ত বাস্তবতাগুলিকে চিন্তা করতে উত্সাহিত করতে।

			
11	**Sans Serifs, কোন চিঠি নেই**	**জুতা (নেদারল্যান্ডস)**	এই আকর্ষণীয় ম্যুরালটি ক্যালিগ্রাফিটির একটি উদাহরণ, শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি এবং স্ট্রিট আর্টের সিগনেচার ফিউশন। একটি আলংকারিক চিত্র আঁকার পরিবর্তে, ম্যুরালে একটি অভিব্যক্তিপূর্ণ, ঐতিহ্যবাহী স্ক্রিপ্টে লেখা একটি শক্তিশালী, প্রবাহিত কবিতা রয়েছে যা লেখা আছে, 'রাস্তায় কোনো নাম নেই... এবং আগাছা ছাড়া বাগান'। পাঠ্যটি ইচ্ছাকৃতভাবে বিমূর্ত এবং প্রথম নজরে পড়া কঠিন, যা দর্শককে কেবল বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ফর্মের সাথে জড়িত হতে বাধ্য করে। কবিতাটি নিজেই শহুরে স্থানগুলির জাগতিক এবং অভিন্ন প্রকৃতির একটি সমালোচক, লেবেল এবং চিহ্নবিহীন একটি শহরের পক্ষে সমর্থন করে, এটি ভাষা, পাবলিক স্পেস এবং বেনামিতে একটি অনন্য এবং গভীর মন্তব্য করে তোলে। 

12	**মনে এবং আত্মায় ভারসাম্য**	**সানার (মেক্সিকো)**	এই ম্যুরালটি একটি প্রাণবন্ত, রূপক অংশ যা আমাদের অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থা এবং আমাদের বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানটি অন্বেষণ করে। শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যসূচক শৈলী ব্যবহার করে, যা মেক্সিকান লোকশিল্প থেকে ব্যাপকভাবে আঁকেন, ম্যুরালে অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি একটি বৃহৎ, চিন্তাশীল মানব মূর্তি রয়েছে - যেমন একটি বানর এবং ঝরে পড়া পাতা - সবই একটি গোলাপী দেয়ালের বিপরীতে উষ্ণ, মাটির সুরে রেন্ডার করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী মুখোশ এবং দেশীয় সৃষ্টিতত্ত্বের স্মরণ করিয়ে দেওয়া চিত্র এবং মোটিফগুলি সম্মিলিতভাবে মানব প্রকৃতি, চেতনা এবং প্রাণীজগতের জটিল ইন্টারপ্লেকে উপস্থাপন করে, দর্শকদের শহুরে জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভারসাম্য এবং মননশীলতা খোঁজার জন্য অনুরোধ করে। 
13	**বিশ্বরূপ**	**Inkbrushnme (ভারত)**	এই বিশাল ম্যুরাল হল ভগবদ্গীতার মূল ধারণা, কৃষ্ণের 'সর্বজনীন রূপ'-এর একটি বিস্ময়কর ব্যাখ্যা। একটি মাটির, বাদামী পটভূমিতে প্রবাহিত সোনার রেখায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে রেন্ডার করা হয়েছে, এই শিল্পকর্মটি অগণিত আন্তঃসংযুক্ত মুখ, চিত্র এবং মহাজাগতিক উপাদানগুলিকে কেন্দ্রীয় ফর্ম থেকে ঘুরতে দেখায়। এই দৃশ্যত ঘন রচনাটি বিশ্বরূপের ধারণাকে উপস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: ঐশ্বরিকের সর্বব্যাপী, ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর রূপ যা সমস্ত অস্তিত্বকে ধারণ করে, দর্শকদেরকে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর অসীম ঐক্য এবং আন্তঃসংযুক্ততা নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানায়।

			 
14	**জলের বাইরে মাছ**	গ্রেটা ফন রিচথোফেন (জার্মানি)	এই ম্যুরাল হল স্থানচ্যুতি, অভিযোজন এবং বহিরাগত হওয়ার অনুভূতির একটি শক্তিশালী চাক্ষুষ ধ্যান। শিল্পকর্মটিতে একটি বিশাল, বিশদ, এবং প্রায়শই চমত্কার সামুদ্রিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে - সাধারণত একটি স্টাইলাইজড মাছ বা হাঙ্গর - একটি সম্পূর্ণ, অনুভূতিহীন শহুরে পরিবেশে অপ্রাকৃতিকভাবে স্থগিত, এটির উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে সরানো হয়। দুর্বল, প্রাণবন্ত সামুদ্রিক জীবন এবং জাগতিক শহরের দৃশ্যের মধ্যে এই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য শারীরিকভাবে 'জলের বাইরে একটি মাছ' শব্দটিকে মূর্ত করে, যা অপরিচিত অঞ্চলগুলিতে নেভিগেট করার অভ্যন্তরীণ লড়াই, দিশেহারা হওয়ার মানসিক অভিজ্ঞতা, বা পরিচিত প্রেক্ষাপট থেকে ছিটকে গেলে মানিয়ে নিতে অসুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে। ম্যুরালটি কাব্যিকভাবে তবুও জোর করে দর্শকদেরকে একজনের আরাম



















23	**দিলিওয়ালে**	**ভাজ্জু শ্যাম (ভারত)**	**এই ম্যুরালটি গন্ড উপজাতীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যবাহী জটিলতাকে শহুরে সম্মুখভাগে নিয়ে আসে। ম্যুরাল হল স্টাইলাইজড, পৌরাণিক প্রাণীর একটি ঘন ট্যাপেস্ট্রি, প্রাথমিকভাবে জটিল, প্যাটার্নযুক্ত দেহ সহ রঙিন প্রাণী, হলুদ, নীল, গোলাপী এবং সবুজ রঙের একটি উজ্জ্বল, উত্সব প্যালেটে রেন্ডার করা হয়েছে। পেইন্টিং শৈলী, তার বিশদ রেখা, বিন্দু এবং অভ্যন্তরীণ নিদর্শন দ্বারা চিহ্নিত, এটি গোন্ড শিল্পের বৈশিষ্ট্য, যেখানে প্রতিটি পৃষ্ঠ অর্থপূর্ণ নকশায় পূর্ণ। শিরোনাম, যার অর্থ 'দিল্লির মানুষ', দিল্লির বাসিন্দাদের শক্তি এবং আন্তঃসংযুক্ত বৈচিত্র্যের প্রতীক হিসাবে শৈলীকৃত প্রাণী এবং তাদের মিথস্ক্রিয়া ব্যবহার করে শহরেরই বিশৃঙ্খল এবং প্রাণবন্ত সারাংশ উদযাপন করে।** 
24	**এই জায়গা হতে হবে**	**জর্জিয়া হিল এক্স হানিফ কুরেশি (অস্ট্রেলিয়া/ভারত)**	এই একরঙা ম্যুরালটি তার নাটকীয় কালো-সাদা প্যালেটের কারণে জেলার সবচেয়ে স্বতন্ত্র কাজগুলির মধ্যে একটি। ম্যুরাল সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত ফর্ম, প্রবাহিত রেখা এবং জ্যামিতিক প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে আন্দোলন এবং ছন্দের অনুভূতি তৈরি করতে। গতিশীল রচনাটি প্রাচীর জুড়ে দর্শকের চোখকে গাইড করে, শক্তির অনুভূতি, উপস্থিতি এবং আশেপাশের স্থানের সাথে সংযোগের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আকৃতি এবং বৈপরীত্যের আন্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে, শিল্পকর্মটি শহুরে প্রাচীরকে একটি প্রাণবন্ত ক্যানভাসে রূপান্তরিত করে, স্থানের চিন্তাভাবনা এবং গঠন, স্থান এবং উপলব্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম মিথস্ক্রিয়াকে আমন্ত্রণ জানায়।



			 
26	**আমি এখানে আছি**	**H11235 (নেপাল)**	ম্যুরালটি যমুনা নদীর আক্রমণাত্মক প্রজাতির পরিবেশগত সমস্যাকে সম্বোধন করে, বিশেষ করে বাস্তুতন্ত্রে পোষা গোল্ডফিশের প্রবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্থানীয় জলজ পরিবেশে বিঘ্নিত এই অ-নেটিভ মাছের রিপোর্ট দেখে শিল্পী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ম্যুরালটিতে লাল এবং বেগুনি রঙের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সহ নরম প্যাস্টেল টোনে রেন্ডার করা একটি গোল্ডফিশের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মাছের নির্দোষ চেহারা এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর এর সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবের মধ্যে বৈপরীত্যের প্রতীক। শিল্পী ম্যুরালের নকশা এবং রঙ প্যালেটের মাধ্যমে এই বৈপরীত্যকে তুলে ধরার লক্ষ্য করেছিলেন।



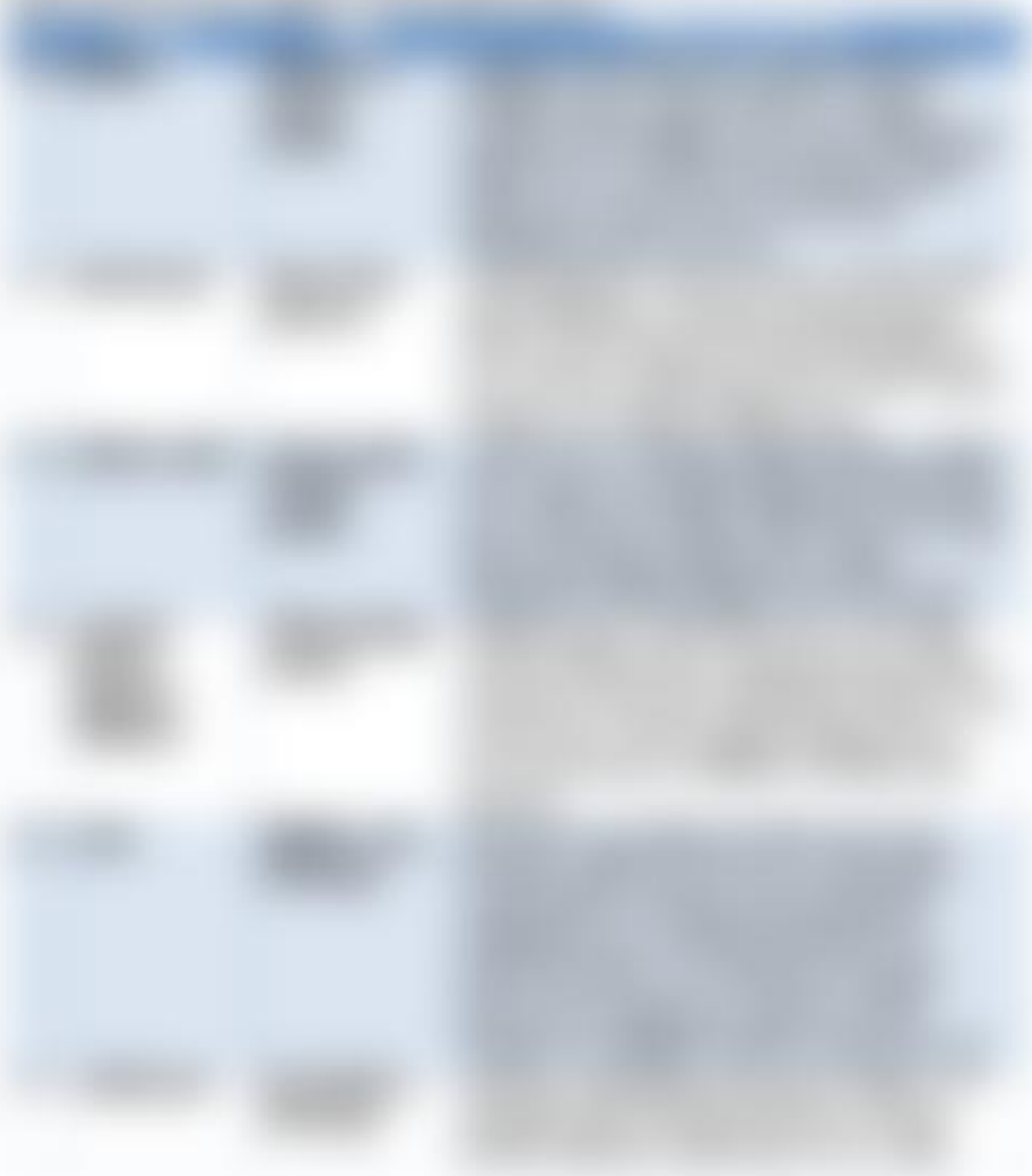
			করে, যা শহুরে পরিবেশে পরিবেশগত পতনের উপর মন্তব্য করে।
51	**কিভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়**	**গাইয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)**	একটি শক্তিশালী, ইস্যু-চালিত ম্যুরাল গ্রাফিক বাস্তবতা বা প্রতীকবাদ ব্যবহার করে পরিবেশগত সংকটকে সরাসরি চিত্রিত করতে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী, সর্বজনীন চ্যালেঞ্জ হিসাবে কাজ করে। গাইয়া তার বৃহৎ আকারের জনসাধারণের কাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্য সংহত করার জন্য পরিচিত।
53	**তোমার শক্তি থেকে, আমি সৌন্দর্য বুনন**	**শিলো শিব সুলেমান (ভারত)**	একটি মেয়েলি-কেন্দ্রিক, প্রাণবন্ত ম্যুরাল প্রায়ই প্রবাহিত চুল এবং ফুলের উপাদানগুলি সমন্বিত করে। এটি মহিলাদের শান্ত শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা উদযাপন করে, তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে দৃশ্যত সৌন্দর্য বুনন, এবং প্রায়শই প্রকৃতির চিত্রকে মেয়েলি শক্তির (শক্তি) রূপক হিসাবে ব্যবহার করে।

আইডেন্টিটি, সংস্কৃতি এবং আত্মার থিম

এই ম্যুরালগুলি মানবতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক আন্দোলনগুলিকে উদযাপন করে, যা আধুনিক ভারতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পরিচয় তুলে ধরে।

#	ম্যুরাল	শিল্পী	বর্ণনা এবং তাৎপর্য
27	**অপরিহার্য**	**ফিয়ারলেস কালেকটিভ (ভারত)**	এই যৌথ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শিল্পবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ম্যুরালে সাধারণত মহিলা চিত্র এবং পাঠ্য রয়েছে যা একটি সহযোগিতামূলক, সম্প্রদায়-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মহিলাদের এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের অপরিহার্য শক্তি এবং গুরুত্বকে নিশ্চিত করে।
28	**কমিউনিটি ওয়াল সাথ সাথ**	**বিভিন্ন শিল্পী**	একটি সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক অংশ (সাথ সাথ মানে 'একসাথে') প্রায়শই যৌথভাবে তৈরি করা হয়, স্থানীয় লোধির বাসিন্দাদের, তাদের ইতিহাস, এবং ভাগ করা আশেপাশের জীবনকে উদযাপন করে, স্থানীয় চিত্রের মাধ্যমে একতাকে প্রচার করে।
30	**দিল্লী**	**নেস্পুন (পোল্যান্ড)**	এই অনন্য ম্যুরালটি ঐতিহ্যগত লেইস এবং জ্যামিতিক নিদর্শনগুলির চাক্ষুষ ভাষা ব্যবহার করে, প্রায়শই মুঘল এবং ইসলামিক স্থাপত্যে পাওয়া জটিল জালি (পাথরের জালিকা) প্রতিধ্বনিত করে। এটি দিল্লির ইতিহাস এবং কারুশিল্পের জন্য একটি আন্ত-সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা, যা একটি শক্ত শহুরে প্রাচীরে নরম টেক্সচার নিয়ে আসে।





			ক্লাসিক, চিত্রিত শৈলীর সাথে আশেপাশের অতীতের স্মৃতি সংরক্ষণ করে।
42	**বেলি ড্যান্স - আর, জি এবং বি এর পুনর্জন্ম - 2019**	**দান বোটলেক (নেদারল্যান্ডস)**	একটি ধারণাগত, বিমূর্ত কাজ যা সাধারণ, প্রায়শই কার্টুনের মতো চিত্রগুলি পরাবাস্তব উপায়ে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। R, G, এবং B শিরোনাম আলোর প্রাথমিক রং, রঙ তত্ত্ব এবং ডিজিটাল জীবন অন্বেষণ করে।
45	**পৃথিবীর উৎপত্তি**	**বোরোন্দো (স্পেন)**	একটি শক্তিশালী আলংকারিক অংশ যা প্রায়শই শাস্ত্রীয়, উদ্দীপক চিত্র ব্যবহার করে। শিরোনামটি সৃষ্টি, জন্ম বা মানব সংযোগের প্রাথমিক থিমগুলিতে ফোকাস করার পরামর্শ দেয়, সাধারণত একটি কাঁচা, আবেগপূর্ণ এবং কখনও কখনও ঝাপসা বা স্ক্র্যাচ শৈলী দিয়ে রেন্ডার করা হয়।
47	**ডোন্ট লেট দিস সিম্বলিজম কিল ইউ**	**নাফির (ইরান)**	একটি উত্তেজক অংশ যা অনমনীয় সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রতীকের সমালোচনা করার জন্য প্রাণবন্ত রং এবং রূপক চিত্র ব্যবহার করে যা কখনও কখনও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশকে বাধা দিতে পারে। নাফির প্রায়ই তার কাজে মুখোশ বা ঘোমটা মুখ ব্যবহার করে।
48	**আমরা দিল্লিকে ভালোবাসি**	**লেক অ্যান্ড সোওয়াত এবং হানিফ কুরেশি (ফ্রান্স/ভারত)**	সাহসী, গ্রাফিক টাইপোগ্রাফি ('উই লাভ দিল্লি' পাঠ্য) কেন্দ্রিক একটি সহযোগী অংশ, যা বিমূর্ত উপাদান দ্বারা বেষ্টিত, দিল্লি শহরের একটি সরাসরি এবং প্রাণবন্ত প্রেমের চিঠি হিসাবে পরিবেশন করে।
49	**পরিবর্তিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের দর্শন**	**অ্যারন লি হিল (কানাডা)**	এই অংশটি সাধারণত প্রকৃতি এবং স্থাপত্যের খণ্ডিত চিত্র ব্যবহার করে, গতিশীল, বায়ুপ্রবাহের দৃশ্য তৈরি করে যা গতিশীলতা, পরিবর্তন এবং পরিবেশের ধ্রুবক পুনর্নির্মাণের অন্বেষণ করে, প্রায়শই মাঝ-উড়ায় ধরা প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে।
50	**সময় সবকিছু বদলে দেয়**	**ডাকু (ভারত)**	একটি আইকনিক, ধারণাগত অংশ যেখানে শব্দের দৃশ্যমানতা প্রায়শই সূর্যের ছায়া বা দিনের সময়ের উপর নির্ভর করে, সময়কে নিজেই শিল্পের অংশ করে তোলে এবং ম্যুরালের গভীর বার্তাকে মূর্ত করে তোলে। এটি সময়-ভিত্তিক রাস্তার শিল্পের একটি বিখ্যাত উদাহরণ।
52	**বিশৃঙ্খলায় অর্ডার**	**ডালইস্ট (চীন)**	তার স্বতন্ত্র ওয়্যার-ফ্রেমের শৈলীর জন্য পরিচিত, এই ম্যুরাল জটিল, জ্যামিতিক রেখা ব্যবহার করে প্রাণীদের (প্রায়শই পাখি বা শিকারী পশুদের) চিত্রিত করে যা মনে হয় প্রাচীর থেকে নিজেদেরকে টেনে নিয়ে যায়, অশান্তির মধ্যে শক্তিশালী, সংগঠিত গতির অনুভূতি ক্যাপচার করে।

54	**শিরোনামহীন**	**ডেভিড লেইটনার (অস্ট্রিয়া)**	এই অংশটি সাধারণত জটিল, জ্যামিতিক বিমূর্ততা এবং পরিষ্কার লাইনের উপর নির্ভর করে। এর লক্ষ্য স্থান এবং পৃষ্ঠের উপলব্ধি পরিচালনা করা, জাগতিক স্থাপত্যকে গভীরতা এবং অপটিক্যাল বিভ্রমের ক্ষেত্রে রূপান্তর করা।
55	**চলন্ত শহর**	**মার্ক লি (সুইজারল্যান্ড)**	এই ম্যুরালটি প্রায়শই প্রযুক্তি বা ডিজিটাল নান্দনিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে, সম্ভবত খণ্ডিত শহুরে ল্যান্ডস্কেপ বা ডিজিটাল ওভারলে দেখায়, দিল্লির মতো হাইপার-সংযুক্ত শহরের অবিরাম গতি এবং জটিলতাকে প্রতিফলিত করে।
56	**প্রাচীর স্বচ্ছ**	**এম প্রভাত (ভারত)**	এই ম্যুরালটি একটি স্বচ্ছ প্রাচীরের বিভ্রম তৈরি করতে স্থাপত্য অঙ্কন এবং দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে, দর্শকের গভীরতা এবং বিল্ডিংয়ের দৃঢ়তাকে চ্যালেঞ্জ করে, বিল্ডিংয়ের নিজস্ব কাঠামোর উপর খেলা করে।
57	**স্বপ্ন এবং বাস্তবতা সম্পর্কে**	**মানোলো মেসা (স্পেন)**	এই ম্যুরালে প্রায়ই বাস্তবসম্মত, ম্লান প্রতিকৃতি বা টেক্সচার্ড দেয়ালে আঁকা পুরানো জিনিসগুলি দেখানো হয়, যা ইতিহাস, স্মৃতি, স্বপ্ন এবং লোধী রাস্তার বাস্তবতার মধ্যে রেখাকে অস্পষ্ট করে।

5.3.3 রাজ ঘাট স্মৃতিসৌধ: মহাত্মা গান্ধীর তীর্থস্থান

(মানচিত্র,পর্যালোচনা)

ভর্তি ফি: বিনামূল্যে

খোলার সময়: সাধারণত প্রতিদিন 6:30 AM থেকে 6:00 PM পর্যন্ত খোলা থাকে।

ড্রেস কোড: যদিও কোন কঠোর পোষাক কোড নেই, দর্শকদের সম্মানের চিহ্ন হিসাবে বিনয়ী পোশাক পরার জন্য অনুরোধ করা হয় (কাঁধ এবং হাঁটু ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়)।

বাধ্যতামূলক শিষ্টাচার:

- কালো মার্বেল প্ল্যাটফর্মের কাছে যাওয়ার আগে দর্শকদের অবশ্যই তাদের জুতা সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রবেশদ্বারের কাছে জুতার স্টোরেজ পাওয়া যায়।
- স্মৃতিসৌধের প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি এবং সেখানে সম্পূর্ণ নীরবতা প্রত্যাশিত।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা: প্রধান পথটি হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য, তবে দর্শকদের অবশ্যই স্মৃতিসৌধে স্থানান্তর করতে হবে, যেখানে জুতা অনুমোদিত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: ফটোগ্রাফি অনুমোদিত, তবে দর্শকদের বিচক্ষণ এবং গৌরবময় পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

রাজ ঘাট একটি ছোট, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত, এটি সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে যেখানে 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার 1 দিন পরে 31 জানুয়ারী, 1948 সালে (শ্মশানকে সমাধি বলা হয়) দাহ করা হয়েছিল।
স্মৃতিসৌধটি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম, গান্ধীর সরলতা, শান্তি এবং অহিংসার জীবনের নীতিগুলির প্রতিফলনকে উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত এবং পরিদর্শন করা জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতি বছর বিশ্ব নেতাদের সহ লক্ষ লক্ষ দর্শককে স্বাগত জানায়।



কেন আপনি পরিদর্শন করা উচিত

- **প্রতীকবাদ: রাজ ঘাট সফর হল সেই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর একটি সুযোগ যিনি ভারতকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার সত্যাগ্রহের দর্শন (সত্য শক্তি) বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।**
- **শান্তির পশ্চাদপসরণ: দিল্লির অনেক ঐতিহাসিক স্থানের বিপরীতে, রাজ ঘাটটি নিবিড়ভাবে শান্ত এবং সুন্দরভাবে সাজানো। গম্ভীর প্রতিফলনের বায়ুমণ্ডল তার গেটের বাইরে বিশৃঙ্খল, প্রাণবন্ত শহরের একটি শান্তিপূর্ণ বৈপরীত্য প্রদান করে।**
- **স্থাপত্য সরলতা: স্মারকটি নকশায় ন্যূনতম। এর সরলতা গান্ধীর দর্শনের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন, প্রমাণ করে যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার জন্য অযৌক্তিকতার প্রয়োজন হয় না।**

ইতিহাস এবং গুরুত্ব

সমাধি (শ্মশান স্থান)

রাজ ঘাটের আক্ষরিক অর্থ হল 'রয়্যাল স্টেপস' বা 'রয়্যাল ব্যাঙ্ক।' স্থানটি ঐতিহ্যগতভাবে একটি ঘাট (নদীর দিকে যাওয়ার ধাপ) ছিল যা রাজপরিবারের দাহ করার জন্য ব্যবহৃত হত। 30 জানুয়ারী, 1948-এ মোহনদাস করমচাঁদ (মথাত্মা) গান্ধীর হত্যার পর এটি তার অনন্য ঐতিহাসিক তাত্পর্য অর্জন করে।

- **শেষ আচার: হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে গান্ধীকে তাঁর মৃত্যুর পরের দিন এখানে দাহ করা হয়েছিল। অবিলম্বে জায়গাটি জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিকশিত হয়েছিল।**
- **শিলালিপি: হে রাম: কালো পাথরে খোদাই করা সহজ শিলালিপিটি হল সবচেয়ে চলমান বিবরণ: 'হে রাম' (হে ঈশ্বর)। ঘাতকের বুলেটে পড়ে গান্ধীর এই কথাগুলোই শেষ কথা বলে মনে করা হয়।**
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধ: এর গৌরবময় ইতিহাসের কারণে, রাজ ঘাট এখন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের স্থান, বিশেষ করে ২রা অক্টোবর (গান্ধী জয়ন্তী, তার জন্মদিন) এবং ৩০শে জানুয়ারি (শহীদ দিবস, তার মৃত্যুবার্ষিকী)। দিল্লি সফরে বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা এখানে তাদের শ্রদ্ধা জানাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।**

সেখানে কি দেখা যাবে: আর্কিটেকচার এবং ডিজাইন

স্মৃতিসৌধের নকশা একটি একক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়: সরলতা এবং পৃথিবীর প্রতি শ্রদ্ধা।

- **মেমোরিয়াল প্ল্যাটফর্ম**
  রাজ ঘাটের কেন্দ্রস্থলটি পালিশ করা কালো মার্বেলের একটি বর্গাকার, উঁচু মঞ্চ। এটি খোলা রাখা হয়, আকাশের কাছে খোলা এবং ক্রমাগত পরিচর্যা করা হয়। প্ল্যাটফর্মটি একটি নিচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং একটি সুন্দরভাবে রাখা ঘাসযুক্ত এলাকা।
- **অনন্ত শিখা**
  কালো পাথরের প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে, একটি ছোট কাঠামোর ভিতরে একটি চিরস্থায়ী শিখা জ্বলছে। এই শিখা গান্ধীর আদর্শের চিরন্তন উত্তরাধিকারের প্রতীক।
- **উদ্যান এবং গাছ**
  স্মৃতিসৌধটি 1951 সালে স্থপতি ভ্যান মিয়ার্ট দ্বারা ডিজাইন করা একটি বৃহৎ, বিস্তৃত, এবং যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা পার্কের মধ্যে অবস্থিত। শান্ত উদ্যানগুলি স্থানটিকে শহুরে কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সমাধির চারপাশে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার (1959), জর্জ এইচডব্লিউ। বুশ (1984), বিল ক্লিনটন (2000), বারাক ওবামা (2015), এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প (2020)।
- **প্রতিফলনের পথ**
  দর্শনার্থীরা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত, পাকা পাথরের পথ অতিক্রম করে – অনুগ্রহ করে শ্রদ্ধা এবং শান্তভাবে স্মৃতিসৌধের কাছে যান।

যদি না আপনি আজকের সমস্ত আকর্ষণের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে না যান, তবে রাতের খাবারের সময় হওয়া উচিত নয়।
আপনার যদি এখনও সময় থাকে, তাহলে আপনি গান্ধী স্মৃতি (মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট), অগ্রসেন কি বাওলি (মানচিত্র,পর্যালোচনা), বা লোধি গার্ডেন (মানচিত্র,পর্যালোচনা) দেখার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

5.4 দিন 4: দিল্লি থেকে আগ্রা এবং মুঘল শহর

আপনি আজ শহরগুলি পরিবর্তন করবেন, তাই আপনার তাড়াতাড়ি শুরু করা দরকার!

গুরুত্বপূর্ণ: আপনার একটি সকালের ট্রেন বুক করা উচিত ছিল, যেমন সকাল 8:10 AM গতিমান এক্সপ্রেস (12050), হজরত নিজামুদ্দিন ট্রেন স্টেশন (মানচিত্র,পর্যালোচনা,টিকিট) থেকে আগ্রা ক্যান্ট ট্রেন স্টেশনে (মানচিত্র,পর্যালোচনা) সপ্তাহ আগের টিকিট এখনও পাওয়া যায় কিনা তা নিশ্চিত করতে।এখানে ট্রেনের টিকিট বুকিংসম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজুন। ট্রেন যাত্রায় প্রায় 1 ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগবে।

আগ্রা ক্যান্টে পৌঁছানো: পরিবহন নেভিগেটিং

আপনি ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর পরে, আপনার তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ আপনার হোটেলে পরিবহন পেতে হবে। যেহেতু আমাদেরআগে বলা হয়েছেআছে, আমাদের প্রাথমিক পরামর্শ হল স্টেশনের বাইরে অপেক্ষারত শত শত চালকের কাছ থেকে ট্যাক্সি নেওয়া।
আপনি অবশ্যই উবারে কল করার চেষ্টা করতে পারেন, তবে পরামর্শ দেওয়া উচিত:

1. **বাতিল করা সাধারণ: রাইড-হেলিং অ্যাপ ড্রাইভাররা প্রায়ই এখানে অনুরোধগুলি বাতিল করে। তারা জানে যে শত শত ট্যাক্সি এবং টুক-টুক ড্রাইভারের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে, এবং পার্কিং স্পেস খুব কম, প্রায়ই তাদের অনেক দূরে পার্ক করতে হয়।**
2. **দ্য হাস্টল ইজ রিয়েল: আপনি আপনার উবার ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করার সময়, আপনার কাছে কয়েক ডজন ট্যাক্সি এবং টুক-টুক ড্রাইভার তাদের পরিষেবা প্রদান করবে। তারা আপনাকে অবিরাম বোমাবর্ষণ করবে, এমনকি আপনি চলে গেলেও, এবং এটি দ্রুত চাপের হয়ে উঠতে পারে, এবং কিছু ভ্রমণকারী অবশেষে ছেড়ে দেয়, ট্যাক্সি নেয় এবং তাদের উবার ড্রাইভারকে রাইড ছাড়াই ছেড়ে দেয়।**

দর কষাকষি

একটি সস্তা রাইড পেতে এই সহজ দর কষাকষির কৌশলটি ব্যবহার করুন - আমরা এটি কঠিন উপায়ে শিখেছি: একবার আপনি ঘেরাও হয়ে গেলে, ড্রাইভারদের বলুন আপনার গন্তব্য কী এবং আপনি যদি ট্যাক্সি বা টুক-টুক চান। তারপরে তাদের সর্বোত্তম মূল্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন এবং একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যের পাল্টা অফার করুন (যেমন, ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্য আপনি আপনার অ্যাপে যে Uber/Ola উদ্ধৃতি দেখেছেন তার থেকে 50% বেশি)। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সাধারণত Uber মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ অফার করে। যদি একজন চালক আপনার কাউন্টার অফারটি গ্রহণ করে, অন্যরা সাধারণত আপনাকে একা ছেড়ে দেবে যখন আপনি এবং আপনার ড্রাইভার তার গাড়িতে হাঁটবেন। টুক-টুক ড্রাইভাররা আপনাকে এখনও বিরক্ত করতে পারে।

আপনার তাজমহল পরিদর্শন পরিকল্পনা

কিছু ভ্রমণ নির্দেশিকা আপনাকে সূর্যোদয়ের জন্যতাজমহলপরিদর্শন করার পরামর্শ দেয়। এটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ কারণ আপনার খুব সুন্দর আলোর পরিবেশ থাকবে এবং সকালে খুব কম দর্শক থাকবে। যে বলে, তাজমহল শ্বাসরুদ্ধকরভাবে চমত্কার, আপনি যখন সেখানে যান না কেন।

আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে সূর্যোদয়ের জন্য যেতে হবে, তাহলে আগামীকালের জন্য এটি সংরক্ষণ করুন এবং আজই অন্যান্য সাইটগুলি দেখুন। প্রতি শুক্রবার তাজমহল বন্ধ থাকে।
তাজমহলের পরে, আমরা বেশিরভাগ বিকেলআগ্রা ফোর্টএ কাটাব। তারপরে, আপনি যদি সমস্ত হাঁটা থেকে ক্লান্ত না হন, আমরা তাজমহলের একটি সূর্যাস্ত দৃশ্যের জন্যতাজ ভিউ পয়েন্ট এডিএএ যাব।



A = Agra Cantt Train Station
B = কোর্টইয়ার্ড ম্যারিয়ট আগ্রা
1 = তাজমহল
2 = আগ্রা ফোর্ট
3 = তাজ ভিউ পয়েন্ট এডিএ

A = আগ্রা ক্যান্ট ট্রেন স্টেশনB =কোর্টইয়ার্ড ম্যারিয়ট আগ্রা1 =তাজমহল2 =আগ্রা ফোর্ট3 =তাজ ভিউ পয়েন্ট এডিএA = আগ্রা ক্যান্ট ট্রেন স্টেশনB =কোর্টইয়ার্ড ম্যারিয়ট আগ্রা1 =তাজমহল2 =আগ্রা ফোর্ট3 = ZXQ7ZQ7তাজ ভিউ পয়েন্ট এডিএ









5.4.1.0 অত্যাবশ্যক ভ্রমণকারী তথ্য এবং রসদ
তাজমহল পরিদর্শনের জন্য কিছু পরিকল্পনা প্রয়োজন, বিশেষ করে সময় এবং টিকিট সংক্রান্ত, প্রচুর ভিড়ের কারণে।

ভর্তি ফি এবং টিকিট
সমাধি ফি ছাড়া - লেখার সময় অনলাইন টিকিটের মূল্য:
- **দেশীয় পর্যটক: ₹45**
- **সার্ক/বিমসটেক পর্যটক: ₹535**
- **বিদেশী পর্যটক: ₹1,050**

বাধ্যতামূলক সমাধি ফি: আপনি যদি স্তম্ভে আরোহণ করতে চান এবং প্রধান মার্বেল সমাধি কক্ষে প্রবেশ করতে চান যেখানে সেনোটাফগুলি অবস্থিত সেখানে অতিরিক্ত ₹200 ফি দিতে হবে। এই অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়.
- **দেশীয়/সার্ক পর্যটক: ₹245**
- **সার্ক/বিমসটেক পর্যটক: ₹735**
- **বিদেশী পর্যটক: ₹1,250**

সার্ক = আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা
BIMSTEC = বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড
টিকিট কাউন্টারে টিকিটের দাম একটু বেশি।

অনলাইন বুকিং: কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয়। অফিসিয়াল ASI ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকিট বুক করা যেতে পারে (উপরের লিঙ্কটি দেখুন)।

খোলার সময় এবং দেখার জন্য সেরা সময়
তাজমহল কঠোরভাবে তার সময়সূচী মেনে চলে।
- **কাজের সময়: সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত (সাধারণত 6:00 AM থেকে 6:30 PM)।**
- **বন্ধ দিন: প্রতি শুক্রবার। কমপ্লেক্সটি শুধুমাত্র শুক্রবারে তাদের জন্য খোলা থাকে যাদের নামাজের জন্য মসজিদে যেতে হবে।**

ভ্রমণকারীর জন্য টাইমিং কৌশল
- **সূর্যোদয় (সেরা অভিজ্ঞতা):**
  - **পেশাদাররা: আলো নরম এবং সুন্দর, মার্বেলকে গোলাপী এবং সোনালি রঙে আঁকা। ভিড় তাদের নিখুঁত সর্বনিম্ন, শান্তিপূর্ণ প্রতিফলন এবং অবাধ ছবি তোলার অনুমতি দেয়।**
  - **কনস: খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার প্রয়োজন (সূর্যোদয়ের প্রায় 30 মিনিট আগে গেট খোলে)।**
- **সূর্যাস্ত (বিকল্প সৌন্দর্য):**
  - **পেশাদাররা: গোল্ডেন আওয়ারের আলো দর্শনীয়। স্মৃতিস্তম্ভ বন্ধ হওয়ার অনুভূতি একটি নির্মল মেজাজ দেয়।**
  - **কনস: সূর্যোদয়ের তুলনায় ভিড় বেশি থাকে, কারণ অনেক ডে-ট্রিপার বিকেলে আসে।**







দ্য আফটারমাথ অ্যান্ড মুঘল ডিক্লাইন

শাহজাহান তাজমহলকে শুধু একটি সমাধি হিসেবে নয় বরং একটি চমৎকার নদীতীরবর্তী স্থাপত্য পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। কিংবদন্তি, যদিও অনেকাংশে অপ্রমাণিত, পরামর্শ দেয় যে তিনি একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত, নদীর ওপারে কালো মার্বেলে নিজের জন্য একটি জোড়া সমাধি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনই বাস্তবায়িত হয়নি।

তাজমহল সম্পূর্ণ হওয়ার আগে, শাহজাহানের পুত্র, আওরঙ্গজেব 1658 সালে ক্ষমতা দখল করেন, তার পিতার বাড়াবাড়িকে সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করে। শাহজাহানকে নিকটবর্তী আগ্রা দুর্গে বন্দী করা হয়েছিল যেখানে, তার জীবনের শেষ আট বছর, তিনি কেবল মুসামান বুর্জ টাওয়ারের একটি জানালা থেকে সমাপ্ত তাজমহলের দিকে তাকাতে পারেন।

1666 সালে তার মৃত্যুর পর, শাহজাহানকে তাজমহলের নীচের ভল্টে মমতাজ মহলের পাশে সমাহিত করা হয়। এই চূড়ান্ত স্থাপনাটি সমগ্র স্মৃতিস্তম্ভের একমাত্র অপ্রতিসম উপাদান, পরিপূর্ণতার একটি সূক্ষ্ম অথচ গভীর ভাঙ্গন যা প্রেমের গল্পের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়।

5.4.1.3 আর্কিটেকচার ডিকোডিং: ত্রুটিহীন জ্যামিতি এবং বিভ্রম

তাজমহল প্রায়শই তার নান্দনিক পরিশীলিততার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ভবন হিসাবে প্রশংসিত হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে মাকরানা সাদা মার্বেল দিয়ে নির্মিত এবং একটি বিশাল, বর্গাকার প্লিন্থের (বেস) উপর বসে।

প্রতিসাম্য এবং গম্বুজ

- নিখুঁত প্রতিসাম্য (দ্বিপাক্ষিক): পুরো কমপ্লেক্সটিদ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্য-এ একটি অধ্যয়ন, যার অর্থ যদি সমাধির কেন্দ্র এবং প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে একটি রেখা টানা হয় তবে ডান এবং বাম দিকগুলি একে অপরের নিখুঁত আয়না চিত্র হবে। এই প্রতিসাম্যটি মূল কাঠামো, বাগান এবং পার্শ্ববর্তী ভবনগুলিতে প্রসারিত।
- **দ্বৈত গম্বুজ: প্রধান গম্বুজ, একটি ক্লাসিক মুঘল বৈশিষ্ট্য, বিশাল। এটি একটি দ্বিগুণ গম্বুজ, একটি বাইরের শেল যা স্মৃতিস্তম্ভটিকে তার চিত্তাকর্ষক উচ্চতা দেয় এবং একটি অভ্যন্তরীণ শেল যা অভ্যন্তরীণ চেম্বারের জন্য আরও আনুপাতিক ছাদ তৈরি করে। এই উদ্ভাবনী নকশাটি গ্র্যান্ড এক্সটেরিয়র স্কেল এবং ব্যবহারিক অভ্যন্তরীণ স্থান উভয়ের জন্যই অনুমোদিত।**
- **লোটাস ফিনিয়াল: গম্বুজের মুকুট একটি বড় পিতলের ফিনিয়াল, মূলত সোনার, যা পারস্য ও ভারতীয় উপাদানের একটি সংকর। ফার্সি কালাশ (পাত্র) একটি অর্ধচন্দ্র, ইসলামের প্রতীক দ্বারা শীর্ষে রয়েছে, ক্লাসিক মুঘল অভিমুখে শিংগুলি আকাশের দিকে নির্দেশ করে।**

মিনার: একটি গণনাকৃত ত্রুটি

চারটি সুউচ্চ মিনার (স্পায়ার্স) যা মূল সমাধির ফ্রেম তৈরি করে তা উল্লম্ব নয়। এগুলি সামান্য কোণে সূক্ষ্মভাবে বাইরের দিকে কাত হয়।

- **টিল্টের উদ্দেশ্য: এই গণনাকৃত কাঠামোগত বিচ্যুতিটি ব্যবহারিক প্রকৌশলের একটি উজ্জ্বল অংশ ছিল। ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যদি কোন মিনার ভেঙ্গে পড়ে, তবে সেগুলি মূল সমাধি থেকে দূরে পড়ে যাবে, এইভাবে কেন্দ্রীয় কাঠামো এবং ভিতরে থাকা মৃতদেহগুলিকে রক্ষা করবে।**

ক্যালিগ্রাফি এবং অপটিক্যাল ইলিউশনের শিল্প

সবচেয়ে দর্শনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক ব্যবহার, যা সাদা পাথরে স্থাপন করা কালো মার্বেল থেকে তৈরি করা হয়েছে। পাঠ্যটি কোরানের অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত।

- **অপটিক্যাল সামঞ্জস্য: ক্যালিগ্রাফাররা একটি অবিশ্বাস্য অপটিক্যাল কৌশল নিযুক্ত করেছে। শিলালিপিগুলি খিলানের উপরের দিকে উঠার সাথে সাথে অক্ষরগুলির আকার সূক্ষ্মভাবে বৃদ্ধি পায়, যাতে দূরত্বের কারণে সৃষ্ট বিকৃতিকে অতিক্রম করে, মাটি থেকে দেখা হলে লিপিটি আকার এবং অনুপাতে পুরোপুরি অভিন্ন হয় তা নিশ্চিত করে। মিনিট বিশদে এই মনোযোগ কাঠামোর জটিল শৈল্পিকতার প্রতীক।**









- **কালাম এবং কাম: কিছু পণ্ডিত এই জুটিকে সৃষ্টির দুটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবেও ব্যাখ্যা করেছেন: কলম (কালাম), যা ভাগ্য (সরাসরি সাইপ্রেস) এবং ধনুক (কামা), প্রকৃতি এবং আবেগের প্রতিনিধিত্ব করে (বাঁকা, প্রস্ফুটিত গাছ)।**

এই দ্বৈত মোটিফ দ্বারা প্রদত্ত সম্পূর্ণ বার্তাটি হল ভারসাম্যের একটি: একটি নিখুঁত, সুন্দর এবং অনন্ত জীবনের চূড়ান্ত পুরস্কার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যাত্রা হিসাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করা।

3. অষ্টভুজাকার নকশা

মূল সমাধি কক্ষটি নিজেই একটি অষ্টভুজাকার পরিকল্পনায় নির্মিত, এবং সেনোটাফের চারপাশে চমৎকারভাবে খোদাই করা মার্বেল পর্দাটিও অষ্টভুজাকার।

- অষ্টভুজ হল বর্গক্ষেত্র (পার্থিব রাজ্য, কাবা এবং স্থিতিশীলতার প্রতিনিধিত্ব করে) এবং বৃত্তের (ঈশ্বর/স্বর্গের পরিপূর্ণতা এবং অসীমতার প্রতিনিধিত্ব করে) এর মধ্যে একটি ক্রান্তিকালীন আকৃতি।
- আটটি দিক জান্নাতের আটটি দরজার প্রতিনিধিত্ব করে (আবওয়াব আল-জান্নাহ) যা ধার্মিক বিশ্বাসীদের প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই আকৃতিতে সমাধি কক্ষ নির্মাণ করে, স্থপতিরা নিশ্চিত করেছিলেন যে রাণীর বিশ্রামের স্থানটি শারীরিকভাবে শাশ্বত রাজ্যের প্রবেশ বিন্দুতে অবস্থিত ছিল।

পুরো কমপ্লেক্স, গেটের বিভ্রম থেকে ভিতরের পাথরের জ্যামিতিক প্যাটার্ন পর্যন্ত, একটি আধ্যাত্মিক যাত্রার একটি শারীরিক প্রকাশ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে।



5.4.1.4.1। গ্রেট গেট (দরওয়াজা-ই রওজা)

যাত্রা শুরু হয় বিশাল লাল বেলেপাথরের প্রবেশদ্বার দিয়ে। এই গেটটি তার নিজের অধিকারে একটি স্থাপত্যের মাস্টারপিস, সমাধিটিকে দৃশ্যত ফ্রেম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।









ভিজ্যুয়াল রিভিল (দ্যা অপটিক্যাল ইলিউশন)

- গেটটি বিশেষভাবে একটি অবিশ্বাস্য অপটিক্যাল বিভ্রম তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রবেশের পর, তাজমহলের বিশাল স্কেল প্রাথমিকভাবে অস্পষ্ট এবং ফ্রেম করা হয়, যার ফলে গম্বুজটি কাছাকাছি এবং প্রতারণামূলকভাবে ছোট দেখায়।
    - **ফ্রেমিং এবং কনফিনমেন্ট: আপনি যখন গ্রেট গেটের বিশাল আর্চওয়ের ঠিক ভিতরে দাঁড়ান, তখন আপনার তাৎক্ষণিক ভিজ্যুয়াল ক্ষেত্রটি গেটেরই সীমাবদ্ধ লাল বেলেপাথরের ফ্রেমের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে। তাজমহল, যা আসলে বাগান জুড়ে কয়েকশো মিটার দূরে, এই আঁটসাঁট ফ্রেমের মাধ্যমে দেখা হয়। মস্তিষ্ক স্মৃতিস্তম্ভটিকে এটির চেয়ে ছোট এবং কাছাকাছি হিসাবে নিবন্ধন করে কারণ এর বিশাল আকারটি দৃশ্যত গেটের সংলগ্ন, অপ্রতিরোধ্য স্কেল দ্বারা ধারণ করে।**
- আপনি যখন খিলান দিয়ে এবং চারবাগ বাগানে এগিয়ে যাবেন, স্মৃতিস্তম্ভটি নাটকীয়ভাবে 'বৃদ্ধি' এবং প্রসারিত হবে বলে মনে হচ্ছে, তাৎক্ষণিকভাবে এর সত্য, বিশাল স্কেল এবং

- *‘হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট! আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর! এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর!*
- এই কাব্যিক এবং স্বাগত স্ক্রিপ্টটি চারবাগ বাগানের স্থাপত্য নকশাকে শক্তিশালী করে যা গেটের বাইরে অবিলম্বে অবস্থিত, সমগ্র কমপ্লেক্সটিকে চিরন্তন বিশ্রামের স্থানের প্রতীকী উপস্থাপনা হিসাবে স্থাপন করে। ক্যালিগ্রাফার আমানত খানের ব্যবহৃত অপটিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট নিশ্চিত করেছে যে এই বার্তাটি, যতই উঁচু খিলান খোদাই করা হোক না কেন, কমপ্লেক্সে প্রবেশকারী ভ্রমণকারীর কাছে পুরোপুরি সুস্পষ্ট হবে।

5.4.1.4.2। চারবাগ বাগান

চমত্কার পারস্য-শৈলীর চারবাগ (চার অংশ) বাগানটি মূল ফটক এবং সমাধির মধ্যবর্তী পুরো এলাকা জুড়ে রয়েছে।





- **প্রতীকবাদ: বাগানটি কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের (জান্নাহ) ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার চারটি চতুর্ভুজ জান্নাতের চারটি নদীকে প্রতিনিধিত্ব করে। কেন্দ্রীয় প্রতিফলিত পুলটি সমাধির সবচেয়ে আইকনিক, নিখুঁত এবং স্থিতিশীল প্রতিফলন প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।**
- **দেখার কোণ: বাগানের নকশা ইচ্ছাকৃতভাবে দর্শনার্থীর দৃষ্টিকে নির্দেশ করে, বাগান জুড়ে ভ্রমণকে অভিজ্ঞতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলে, ধীরে ধীরে সামনের স্মৃতিসৌধের দৃশ্যের জন্য মনকে প্রস্তুত করে।**

জান্নাতের চারটি নদী (জান্নাহ) চার নম্বর চারবাগ বাগানের নকশার কেন্দ্রবিন্দু কারণ ইসলামিক ঐতিহ্য জান্নাতের প্রতিশ্রুত বাগানকে চারটি স্বতন্ত্র নদী বা স্রোত দ্বারা বিভক্ত এবং পুষ্ট বলে ব্যাখ্যা করে।

চারটির তাৎপর্য চারটি নদীকে কুরআনে বিশ্বস্তদের জন্য চূড়ান্ত সংবেদনশীল পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা নিছক জলাশয় নয়; এগুলি নির্দিষ্ট পদার্থের নদী, যা পরকালের জীবন, জ্ঞান, আনন্দ এবং শুদ্ধির প্রতীক। চারটি পদার্থ হল:

1. **জল (জীবন এবং বিশুদ্ধতার জন্য)**
2. **দুধ (জ্ঞান ও ভরণ-পোষণের জন্য)**

3. **মধু (মিষ্টি এবং প্রাচুর্যের জন্য)**
4. **ওয়াইন (যা বিশুদ্ধ এবং অ-মাদক, আধ্যাত্মিক আনন্দের জন্য)**

তাজমহলের ভৌত চারবাগ দুটি কেন্দ্রীয় জলপথ ব্যবহার করে (যেটি আপনি প্রতিবিম্বের সাথে দেখতে পাচ্ছেন, এবং একটি এটির সাথে লম্বভাবে চলছে) বাগানটিকে চারটি নিখুঁত কোয়ার্টারে বিভক্ত করার জন্য, চ্যানেলগুলি এই চারটি প্রতিশ্রুত নদীকে প্রতীকী করে।

কোরানের আয়াতগুলি জান্নাতে এই চার ধরণের নদীর রূপরেখার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং ঘন ঘন উদ্ধৃত আয়াতটি সূরা মুহাম্মদ (অধ্যায় 47), আয়াত 15 এ পাওয়া যায়: 'জান্নাতের বর্ণনা, যা ধার্মিকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে জলের নদী রয়েছে, যার স্বাদ এবং গন্ধ পরিবর্তন করা হয় না; এবং দুধের নদী, যার স্বাদ অপরিবর্তিত থাকবে; এবং মদের নদী, যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু; এবং সুস্পষ্ট মধুর নদী (বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার) - এতে (জান্নাতে) তাদের প্রভুর কাছ থেকে সব ধরনের ফল ও ক্ষমা থাকবে।' সমগ্র কোরানের অন্যান্য আয়াতে ক্রমাগত জান্নাতকে বর্ণনা করা হয়েছে 'উদ্যান যার তলদেশে নদী প্রবাহিত', প্রবাহিত পানি এবং সবুজকে চূড়ান্ত পুরস্কার হিসেবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, অন্যথায় আতগহ অঞ্চলে। 9:72)।

প্রতিফলনকারী পুল এবং স্থিরতার প্রতীক যেখানে চারটি প্রবাহিত চ্যানেল স্বর্গের গতিশীল নদীকে প্রতিনিধিত্ব করে, কেন্দ্রীয় প্রতিফলিত পুল (আল-হাওদ) নিজেই একটি গভীর আধ্যাত্মিক ধারণার মধ্যে নিহিত, যদিও এটি কোরানে নদীগুলির মতো একই বিবরণে একটি পুল হিসাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

কাওতারের পুল কেন্দ্রীয় জলাশয় এবং একটি জমায়েত পুলের সামগ্রিক ধারণাটি প্রায়শই প্রতীকীভাবে কাওতারের সাথে যুক্ত (আল-কাওথার বানানও বলা হয়), যা সূরা আল-কাওথার (অধ্যায় 108) এ উল্লেখ করা হয়েছে। কাওথারকে জান্নাতে একটি নদী বা প্রাচুর্যের ঝর্ণা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা নবী মুহাম্মদকে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যে, এই ধারণাটি প্রায়শই একটি বড়, সুন্দর জলের দেহ, একটি ফোয়ারা বা পুল, যেখানে বিশ্বস্তরা একত্রিত হবেন। তাজমহলের ভৌত নকশায়:

- চ্যানেলগুলির আন্দোলন চারটি প্রবাহিত নদীর প্রতীক।
- কেন্দ্রীয় পুলের স্থিরতা, যা তাজমহলের নিখুঁত, স্থিতিশীল এবং অচল প্রতিফলন তৈরি করে, আত্মা জান্নাতে যে স্বর্গীয় উপস্থিতি অর্জন করে তার অনন্ততা, বিশুদ্ধতা এবং নিখুঁত স্থিরতার প্রতীক। সমাধির নিখুঁত প্রতিফলন তার স্বর্গীয় বাসস্থানে আত্মার অনন্ত উপস্থিতি নির্দেশ করে।



5.4.1.4.3 মূল সমাধি এবং সেনোটাফ

মূল মার্বেল কাঠামোটি তার উত্থিত প্লিন্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সিঁড়িগুলির একটি সেট দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য।

- **উপরের কক্ষ: সমাধির ভিতরে, একটি চমৎকারভাবে খোদাই করা অষ্টভুজাকার মার্বেল পর্দার পিছনে, মমতাজ মহল এবং শাহজাহানের মিথ্যা সারকোফাগি (সেনোটাফ) রয়েছে। দর্শনার্থীদের চেম্বারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের স্পর্শ বা কাছে যেতে দেওয়া হয় না। এগুলি প্রতীকী চিহ্নিতকারী।**
- **দ্য ক্রিপ্ট: প্রকৃত মৃতদেহগুলিকে সরাসরি সেনোটাফের নীচে, বাগানের স্তরে একটি দূরে সরল ভল্টে দমন করা হয়, যা জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই নিম্ন কক্ষটি পৃথিবীর কাছাকাছি বিশ্রামের স্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে।**















ডিজাইন এবং ডেকোরেশন

- **অষ্টভুজাকার নকশা: যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ঘরটি নিজেই একটি অষ্টভুজ, যা পার্থিব বর্গক্ষেত্র থেকে স্বর্গীয় বৃত্তে রূপান্তরের প্রতীক এবং স্বর্গের আটটি দরজার প্রতিনিধিত্ব করে।**
- **মার্বেল পর্দা: সেনোটাফগুলি খাঁটি সাদা মার্বেলের একটি চমৎকার অষ্টভুজাকার পর্দা দ্বারা ঘেরা, যা জালি নামে পরিচিত। এই পর্দাটি কারুকার্যের একটি মাস্টারপিস, সূক্ষ্ম ফুলের লতা এবং জ্যামিতিক নিদর্শনগুলি (যেমন পুনরাবৃত্তিকারী তারা এবং ষড়ভুজ) দিয়ে খোদাই করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ হতে দশ বছর লেগেছিল এবং প্রতীকী কবরের চারপাশে একটি স্বচ্ছ অথচ প্রতিরক্ষামূলক পর্দা হিসেবে কাজ করে।**
- **দ্য ফলস সারকোফাগি (সেনোটাফস): এগুলি আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিস্তৃত, উঁচু মার্বেল সমাধি। এগুলি দুর্দান্ত, পিয়েট্রা ডুরা ইনলে দিয়ে উপরে থেকে নীচে সজ্জিত, হাজার হাজার মূল্যবান এবং আধা-মূল্যবান পাথর থেকে তৈরি জটিল ফুলের নিদর্শন রয়েছে।**
    - **মমতাজ মহলের সেনোটাফ: ঘরের জ্যামিতিক কেন্দ্রে ঠিক স্থাপন করা হয়েছে। এটি শীর্ষে সমতল এবং এতে আরাম এবং স্বর্গের প্রতিশ্রুত পুরস্কার সম্পর্কিত কোরানের শিলালিপি রয়েছে।**
    - **শাহজাহানের সেনোটাফ: পরে যোগ করা হয়েছে এবং মমতাজ মহলের পশ্চিমে সামান্য স্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু তিনি একজন মানুষ ছিলেন, তার সেনোটাফটি কিছুটা উঁচু এবং উপরে একটি ছোট উত্থাপিত কলম বাক্স খোদাই করা হয়েছে, যা একজন শাসকের সমাধির জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতীক। এই সংযোজন কমপ্লেক্সের নিখুঁত দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যকে ভেঙে দেয়, যা মূলত মমতাজ মহলের চারপাশে ডিজাইন করা হয়েছিল।**

তার প্রতীকী সমাধির শিলালিপিগুলি ঐতিহাসিক তথ্য বা জীবনী সংক্রান্ত তথ্য নয়, বরং মমতাজ মহলের আত্মাকে স্বর্গের প্রত্যাশায় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং তার প্রতি ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করার জন্য সাবধানে নির্বাচিত কোরআনের আয়াতগুলির একটি সংগ্রহ।
পাঠ্য দুটি প্রধান উদ্দেশ্য পরিবেশন করে:

1. ঐশী নাম (আসমা উল হুসনা)
মমতাজ মহলের সেনোটাফের পার্শ্বগুলি প্রাথমিকভাবে আল্লাহর 99টি নাম (আসমা উল হুসনা) এর ক্যালিগ্রাফিক শিলালিপি দিয়ে সুশোভিত।
এই নামগুলি ঈশ্বরের গুণাবলীকে আবাহন করে এবং মৃত ব্যক্তিকে ঐশ্বরিক উপস্থিতি দিয়ে ঘিরে রাখার জন্য। তারা শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যেমন:

- 'হে মহান' (আল-করিম)
- ‘হে মহৎ’ (আল-মাজিদ)
- 'হে অনন্য' (আল-ওয়াহিদ)
- 'হে চিরন্তন' (আল-হায় বা আল-বাকী)
- ‘হে মহিমান্বিত’ (আল-জালিল)











অন্যান্য কাঠামো

5.4.1.4.4 তাজ মিউজিয়াম: মার্বেলের পিছনের গল্পটি আনলক করা

তাজ মিউজিয়াম হল একটি প্রায়ই উপেক্ষিত স্টপ যা স্মৃতিস্তম্ভের সৃষ্টি, মুঘল যুগ এবং এর নির্মাতাদের জীবনের প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ প্রদান করে। কাওথার পুলের পশ্চিমে অবস্থিত, যারা সমাধি দেখার আগে বা পরে মাস্টারপিসটির সম্পূর্ণ প্রশংসা করতে চান তাদের জন্য এটি একটি ভাল পরিদর্শন।





অবস্থান এবং প্রসঙ্গ

এটি খুঁজে পেতে: গ্রেট গেট পেরিয়ে, আপনি মাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বাগানে (চারবাগ) প্রবেশ করবেন। জাদুঘরটি অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণের পশ্চিম ঘেরে অবস্থিত, কাওথারের বিখ্যাত পুলের কাছে কোণে অবস্থিত যা বাগানের কেন্দ্রে চলে গেছে।

বিল্ডিং: এটি একটি ছোট, দ্বিতল কাঠামো যা 1906 সালে লর্ড কার্জনের (তৎকালীন ভাইসরয়) নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছিল, যা মুঘল যুগের লাল বেলেপাথরের স্থাপত্যের সাথে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

আপনি ভিতরে কি আবিষ্কার করবেন

জাদুঘরটি তিনটি প্রধান গ্যালারি এবং একটি কেন্দ্রীয় হলের মধ্যে বিভক্ত, যেখানে 300 টিরও বেশি নিদর্শন রয়েছে যা স্মৃতিস্তম্ভের 17 শতকের উত্সের সাথে একটি বাস্তব লিঙ্ক সরবরাহ করে।

1. রাজকীয় প্রতিকৃতি এবং ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম

- **মুঘল মিনিয়েচার: সংগ্রহে রয়েছে বিরল, আসল মুঘল মিনিয়েচার পেইন্টিং, যার মধ্যে রয়েছে শাহজাহান এবং মুমতাজ মহলের অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিকৃতি-সমাধির বিমূর্ত পরিপূর্ণতার চেয়ে রাজকীয় দম্পতির আরও ঘনিষ্ঠ দৃশ্য।**
- **সেলাডন প্লেট: আকর্ষণীয় সেলাডন প্লেট এবং পাত্রগুলি সন্ধান করুন। কিংবদন্তি অনুসারে, এগুলি আদালতে ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ তারা বিশ্বাস করা হয়েছিল যে বিষাক্ত খাবার পরিবেশন করা হলে তারা ছিন্নভিন্ন বা রঙ পরিবর্তন করবে, যা সাম্রাজ্যের আদালতের জটিল নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রদর্শন করে।**

2. স্থাপত্য এবং শৈল্পিক পরিকল্পনা



5.4.1.4.5 তাজমহল মসজিদ: স্মৃতিস্তম্ভের জীবন্ত অংশ

তাজমহল তার নিখুঁত প্রতিসাম্যের জন্য বিখ্যাত; একটি নকশা কৃতিত্ব শুধুমাত্র সমাধি দ্বারাই নয়, যমুনা নদীর তীরে নির্মিত কাঠামোর দ্বারাও অর্জিত হয়েছে। তাজমহল মসজিদ হল সমাধির পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি কাঠামো যা সমগ্র কমপ্লেক্সের ভারসাম্য বজায় রাখে। উপাসনার একটি সক্রিয় স্থান হিসাবে, এটি স্মৃতিস্তম্ভের জীবন্ত, কার্যকরী অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে।



স্থাপত্য ভূমিকা এবং ভারসাম্য

মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত একটি স্মারক কাঠামো যা মূল সমাধির বিশুদ্ধ সাদা মার্বেলের সাথে অসাধারণভাবে বিপরীত। এই চাক্ষুষ বৈপরীত্যটি ইচ্ছাকৃত: লাল বেলেপাথর কমপ্লেক্সের পার্থিব, কার্যকরী উপাদানগুলির উপর জোর দেয়, যখন সাদা মার্বেল সমাধির ঐশ্বরিক এবং শাশ্বত প্রকৃতিকে নির্দেশ করে।

প্রতিসাম্য এবং জওয়াব

মসজিদটি মূল প্লিন্থের পশ্চিম প্রান্তে অবিকল স্থাপন করা হয়েছে। নিখুঁত প্রতিসাম্য বজায় রাখার জন্য, একটি অভিন্ন কাঠামো, যা জাওয়াব (অর্থাৎ 'উত্তর' বা 'প্রতিক্রিয়া') নামে পরিচিত, পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছে। জওয়াব (এছাড়াও বলা হয়: মেহমান খানা) প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয় না কারণ এটি মক্কার দিকে অভিমুখী নয়; এটি সম্পূর্ণরূপে একটি স্থাপত্য প্রতিভার ভারসাম্য হিসাবে কাজ করে, নকশার সূক্ষ্ম সাদৃশ্য সম্পন্ন করে।

নকশা বিবরণ

মসজিদটিতে তিনটি মহিমান্বিত গম্বুজ এবং একটি খিলান পথ (ইওয়ান) রয়েছে, যা সবই জটিল মার্বেল ইনলে কাজ এবং ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সজ্জিত। অভ্যন্তরীণ সুন্দর ফ্রেস্কো এবং বিস্তারিত ত্রাণ খোদাই করা হয়.

ধর্মীয় তাৎপর্য এবং দর্শনার্থী শিষ্টাচার

মসজিদের প্রাথমিক কাজ হল নামাজের হল হিসেবে পরিবেশন করা। এটি পবিত্র ভূমি এবং এখনও স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

শুক্রবার বন্ধ

মসজিদটি সক্রিয় থাকার কারণে, স্থানীয় সম্প্রদায়কে সমবেত প্রার্থনার (জুমুআ) জন্য জমায়েতের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রতি শুক্রবার সমগ্র তাজমহল কমপ্লেক্সটি সমস্ত দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে। এটি সমস্ত ভ্রমণকারীদের জন্য একটি অপরিহার্য শিডিউলিং পয়েন্ট।

পূজা

দর্শনার্থীদের সর্বদা উপাসকদের প্রতি সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশের আগে পায়ের আবরণ খুলে ফেলতে হবে।

একটি পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট হিসাবে মসজিদ

মসজিদের প্ল্যাটফর্মটি তাজমহলের সবচেয়ে অনন্য এবং সুন্দর দৃষ্টিকোণগুলির একটি প্রদান করে। পশ্চিম দিক থেকে, আপনি সমাধিটির জটিল মার্বেল বিবরণ এবং আকাশের পটভূমিতে সাদা গম্বুজের নাটকীয় বৈসাদৃশ্যের একটি ভাল দৃশ্য দেখতে পাবেন। এই অবস্থানটিকে প্রায়শই ফটোগ্রাফারদের দ্বারা ছবি তোলার জন্য একটি চমৎকার স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ করে ভোরবেলা।

5.4.1.4.6 দ্য জাওয়াব (মেহমান খানা): স্থাপত্য সম্প্রীতি এবং কার্যকারিতা

জাওয়াব হল তাজমহল কমপ্লেক্সের মধ্যে একটি প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝি করা কাঠামো। এটি প্রধান সমাধির চত্বরের পূর্ব দিকে অবস্থিত লাল বেলেপাথরের রাজকীয় ভবন। এর প্রাথমিক কাজটি ধর্মীয় নয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্থাপত্য এবং আনুষ্ঠানিক, কমপ্লেক্সের নিখুঁত দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্য সম্পূর্ণ করে।



নাম বোঝা

ভবনটি দুটি স্বতন্ত্র নামে পরিচিত যা মুঘল নকশায় এর ভূমিকা বর্ণনা করে:

1. **জওয়াব (উত্তর)**
   এটি আনুষ্ঠানিক স্থাপত্য উপাধি। জাওয়াবটি তাজমহল মসজিদের (যা পশ্চিম দিকে অবস্থিত) একটি সঠিক আয়না চিত্র বা 'উত্তর' হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। কমপ্লেক্সের নকশাটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় অক্ষের এক পাশের প্রতিটি উপাদানকে অন্য দিকে একটি অভিন্ন উপাদান দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। জাওয়াবটি সম্পূর্ণরূপে এই সামঞ্জস্য অর্জনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, যা সমগ্র প্লিন্থটিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ত্রুটিহীন চেহারা দেয়।
2. **মেহমান খানা (গেস্ট হাউস) এই নামটি বিল্ডিংয়ের কার্যকরী ব্যবহার বর্ণনা করে। যেহেতু জাওয়াবটি মক্কার দিকে অভিমুখী নয় (মুসলিম প্রার্থনা হলের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা), এটি একটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। পরিবর্তে, এটি ঐতিহাসিকভাবে একটি অভ্যর্থনা বা সমাবেশ হল হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছিল, সংলগ্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সেবার আগে বা পরে সমাবেশ, রাজকীয় দর্শক বা অতিথিদের একত্রিত করার, বিশ্রাম নেওয়ার বা প্রস্তুত করার জায়গা। এটি কখনও কখনও কমিউনিটি হল হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।**

ডিজাইন এবং নান্দনিকতা

জাওয়াব কাঠামোগতভাবে মসজিদের অনুরূপ। এটি সম্পূর্ণরূপে লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত, যা ক্যালিগ্রাফি এবং জ্যামিতিক নিদর্শন সহ সাদা মার্বেল বিশদ দিয়ে সমৃদ্ধ।
বেলেপাথরের গভীর, প্রাণবন্ত রঙ একটি শক্তিশালী নান্দনিক উদ্দেশ্য পরিবেশন করে: এটি মূল সমাধির উজ্জ্বল সাদা মার্বেলের সাথে একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্যমান বৈপরীত্য প্রদান করে। এই










5.4.2 ক্ষমতা এবং কারাগার: আগ্রা ফোর্ট

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

তাজমহলএর গল্পটি সত্যিকার অর্থে বুঝতে, আপনার আগ্রা ফোর্টেও যাওয়া উচিত। এই বিশাল লাল বেলেপাথরের দুর্গটি যেখানে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছিল এবং এখানেই শাহজাহান, যিনি তাজমহল তৈরি করেছিলেন, বন্দী হিসাবে তার শেষ বছরগুলি কাটিয়েছিলেন। এটি তাজমহলের পরিপূর্ণতার একটি শক্তিশালী কাউন্টারপয়েন্ট প্রদান করে।

কেন আপনার আগ্রা ফোর্ট পরিদর্শন করা উচিত

প্রায়শই তাজমহল দ্বারা আচ্ছাদিত, আগ্রা ফোর্ট (আগ্রার লাল দুর্গ বা লাল কিলা নামেও পরিচিত) একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং এটি তর্কযোগ্যভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকা সাম্রাজ্যের বাসস্থান। এটি সেই জায়গা যেখান থেকে তিনজন মহান সম্রাট - আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান - উপমহাদেশ শাসন করেছিলেন।

দুর্গটি মুঘল জীবনের একটি অনন্য অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা তাজমহল করে না:

- **বৈসাদৃশ্যে একটি অধ্যয়ন: এটি সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সামরিক শক্তির (দুর্গের শক্তিশালী বাহ্যিক অংশ দ্বারা উপস্থাপিত) এবং ভিতরে আদালত জীবনের ঐশ্বর্য এবং পরিমার্জনার মধ্যে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য দেখায় (এর সাদা মার্বেল প্রাসাদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়)।**
- **শাহজাহানের ভাগ্য: এটি একটি মর্মান্তিক ঐতিহাসিক সমাপ্তি প্রদান করে: দুর্গটি যেখানে সম্রাট শাহজাহানকে তার নিজের পুত্র আওরঙ্গজেব বন্দী করেছিলেন। মুসামান বুর্জের ছোট মার্বেল বারান্দা থেকে, তিনি তার প্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধি তাজমহলের দিকে তাকিয়ে তার শেষ আট বছর কাটিয়েছেন।**





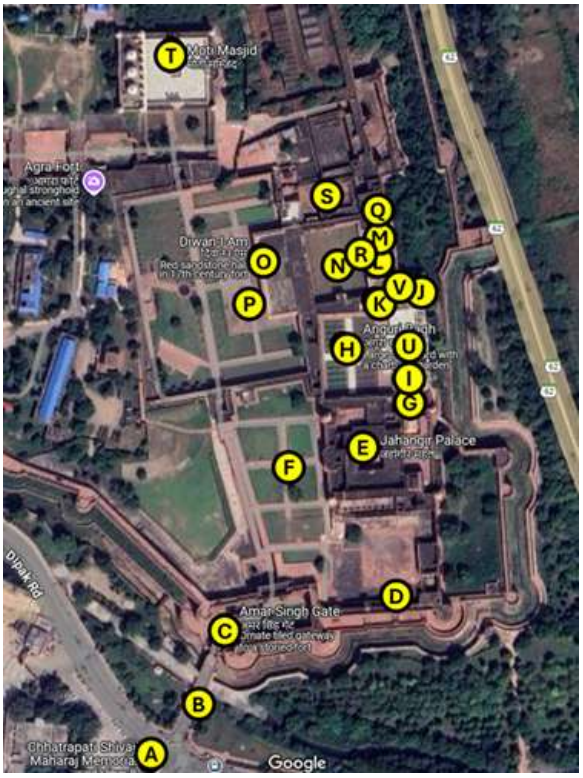


5.4.2.1 আগ্রা ফোর্টের স্ব-গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর

মূল দুর্গের মাত্র এক-চতুর্থাংশ আজ জনসাধারণের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য, তবে যে বিভাগগুলি খোলা আছে তা দর্শনীয়। এখানে আপনি যা দেখতে পারেন:

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ স্মৃতিসৌধটিকিট বুথঅমর সিং গেটস্টেপ ওয়েল আকবরী মহলজাহাঙ্গীর প্রাসাদহাউজ-ই-জাহাঙ্গিরিশাহজাহানী মহলআঙ্গুরী বাগরোশনারা আরা প্যাভিলিয়নমুথাম্মন বুর্জশীষ মহল (কাচের প্রাসাদ)শীষ মহল (কাচের প্রাসাদ)দিওয়ান-ই-খাসমাছি ভবনদিওয়ান-আই-আমজন রাসেল কলভিনের সমাধিশাহী হামামশাহজেহানের মার্বেল সিংহাসনরতন সিং কি হাভেলিমতি মসজিদখাস মহলমীনা মসজিদনাগিনা মসজিদZXQL NK24ZXQটিকিট বুথঅমর সিং গেটস্টেপ ওয়েল আকবরী মহলজাহাঙ্গীর প্রাসাদহাউজ-ই-জাহাঙ্গিরিশাহজাহানী মহলআঙ্গুরী বাগরোশনারা আরা প্যাভিলিয়নমুথাম্মন বুর্জশীষ মহল (কাচের প্রাসাদ)মাছি ভবনদিওয়ান-আই-আমজন রাসেল কলভিনের সমাধিশাহী হামামশাহজেহানের মার্বেল সিংহাসনরতন সিং কি হাভেলিমতি মসজিদখাস মহলমীনা মসজিদনাগিনা মসজিদনাগিনা মসজিদZXQLINK46দিওয়ান-ই-খাসতখত-ই-জাহাঙ্গীরবাঙালি মহলছত্রপতি শিবাজী মহারাজ স্মৃতিসৌধশীষ মহল (কাচের প্রাসাদ)দিওয়ান-ই-খাসতখত-ই-জাহাঙ্গীরবাঙালি মহল

A. ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ স্মৃতিসৌধ
B. টিকিট বুথ
C. অমর সিং গেট
D. স্টেপ ওয়েল আকবরী মহল
E. জাহাঙ্গীর প্রাসাদ
F. হাউজ-ই-জাহাঙ্গিরি
G. শাহজাহানী মহল
H. আঙ্গুরী বাগ
I. রোশনারা আরা প্যাভিলিয়ন
J. মুথাম্মন বুর্জ
K. শীষ মহল (কাচের প্রাসাদ)
L. দিওয়ান-ই-খাস
M. তখত-ই-জাহাঙ্গীর
N. মাছি ভবন
O. দিওয়ান-আই-আম
P. জন রাসেল কলভিনের সমাধি
Q. শাহী হামাম
R. শাহজেহানের মার্বেল সিংহাসন
S. রতন সিং কি হাভেলি
T. মতি মসজিদ
U. খাস মহল
V. মীনা মসজিদ
W. নাগিনা মসজিদ
X. বাঙালি মহল


Moti Masjid
Agra Fort
Diwan-I-Am
Jahangir Palace
Amar Singh Gate
Delhi Rd
Chhatrapati Shivaji Maharaj Memorial
Google



ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: 1666 সালের গ্রেট এস্কেপ
মূর্তিটি শিবাজীকে সরাসরি আগ্রা ফোর্টের সাথে সংযুক্ত করার সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাকে স্মরণ করে: 1666 খ্রিস্টাব্দে তার আটক এবং পরবর্তী পালানো।

- **সমন: সম্রাট আওরঙ্গজেব উচ্চ সম্মান ও মৈত্রীর প্রতিশ্রুতিতে শিবাজীকে আগ্রায় ডেকে পাঠান।**
- **আটক: শিবাজি দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে অপমান করা হচ্ছে এবং তাকে আগ্রা ফোর্টের (দিওয়ান-ই-খাস এবং মুসাম্মান বুর্জের আশেপাশে) গৃহবন্দী করা হচ্ছে।**
- **দ্য এস্কেপ: কয়েক মাস পরিকল্পনার পর, শিবাজি ইতিহাসের সবচেয়ে কিংবদন্তি জেলব্রেকগুলির একটি সাজিয়েছিলেন। তিনি অসুস্থতার ভঙ্গি করেছিলেন এবং হিন্দু পুরোহিত এবং দরিদ্রদের জন্য অনুমিতভাবে নৈবেদ্য হিসাবে মিষ্টির বড় ঝুড়ি (মিঠাই) পাঠাতে শুরু করেছিলেন। এক সন্ধ্যায়, তিনি এবং তার পুত্র, সম্ভাজি, এই বড় ঝুড়িগুলির মধ্যে লুকিয়েছিলেন, মুঘল রক্ষীদের এড়িয়ে গিয়ে দুর্গ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন।**

এই সাহসী পলায়ন, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতার একটি মাস্টারস্ট্রোক, অবিলম্বে একজন অধরা এবং উজ্জ্বল সামরিক নেতা হিসাবে শিবাজীর খ্যাতিকে সিমেন্ট করে। আগ্রার ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ স্মৃতিসৌধটি একজন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং সেই একক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আছে যখন অবাধ্যতা সাম্রাজ্যিক শক্তিকে পরাজিত করে। এটি সমগ্র ভারতের জন্য গভীর সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক তাত্পর্য রাখে, যা ক্রমবর্ধমান মারাঠা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে।

5.4.2.1.B টিকেট বুথ

এখানে আপনার টিকিট কিনুন.

5.4.2.1.C অমর সিং গেট

অমর সিং গেট আধুনিক দর্শনার্থীদের প্রবেশের একমাত্র স্থান হিসেবে কাজ করে। এই গেটটি অবিলম্বে দুর্গের নিছক স্কেল এবং স্থিতিস্থাপকতার সাথে আপনার মুখোমুখি হয়, এর মধ্যে সাম্রাজ্যের ইতিহাসের মঞ্চ তৈরি করে।









এবং বিশাল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রবেশদ্বার। গেটটি লাহোরের দিকে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় রাস্তার দিকে মুখ করে, তাই ডাকনাম।

- **অমর সিং গেট (চূড়ান্ত নাম): রাজপুত সম্ভ্রান্ত অমর সিং রাঠোরকে সম্মান জানাতে 17 শতকে সম্রাট শাহজাহান দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে গেটটির নামকরণ করা হয়েছিল।**

5.4.2.1.D স্টেপ ওয়েল আকবরী মহল (ধ্বংসাবশেষ)

আগ্রা ফোর্টের মার্বেল প্রাসাদগুলি যেখানে আমরা শীঘ্রই মুঘল রাজদরবারের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য প্রদর্শন করব, স্টেপ ওয়েল আকবরী মহল একটি ভিন্ন, আরও প্রয়োজনীয় গল্প বলে: বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা এবং দক্ষ হাইড্রো-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের। এই কাঠামো, একটি বিশাল ধাপ কূপ বা বাওলি, একটি প্রাসাদ নয়, এটি একটি অপরিহার্য অবকাঠামো যা পুরো রাজকীয় শহরকে প্রাচীরের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছে।





অবস্থান এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

স্টেপ ওয়েলটি আকবরী মহলের বৃহত্তরভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত - আকবর দ্য গ্রেট (সি. 1565) দ্বারা নির্মিত আসল আবাসিক প্রাসাদ। যদিও শাহজাহান পরে তার নিজস্ব মার্বেল কোয়ার্টার তৈরি করতে পছন্দ করেন এবং আকবরের আগের অনেক বেলেপাথরের কাঠামো ভেঙে ফেলেন, ভিত্তি ও প্রয়োজনীয় উপযোগিতা রয়ে যায়। প্রাচীনতম রাজকীয় অংশের গভীরে বাওলির স্থাপনা দুর্গটির প্রাথমিক নকশা এবং পরিচালনার জন্য এর পরম প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে।



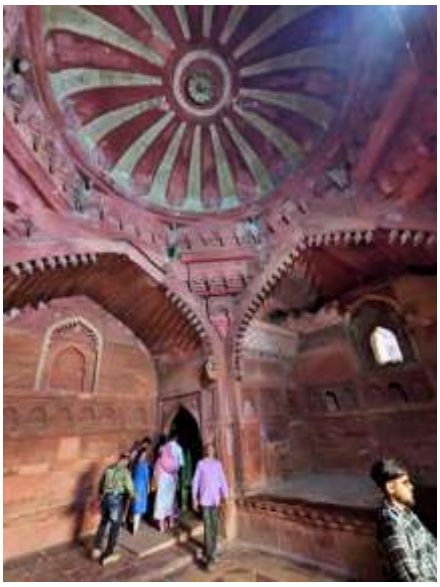


5.4.2.1 ই জাহাঙ্গীর প্রাসাদ (জাহাঙ্গীর মহল)

জাহাঙ্গিরি মহল, বা জাহাঙ্গীর প্রাসাদ, আকবর দ্য গ্রেটের (র. 1556-1605) যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বৃহত্তম টিকে থাকা আবাসিক কাঠামো হিসাবে দাঁড়িয়েছে। যদিও আগ্রা ফোর্ট প্রায়ই শাহজাহানের মার্বেল কমনীয়তার সাথে যুক্ত থাকে, এই প্রাসাদটি এর প্রতিষ্ঠাতা আকবর এবং তার সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ এবং সামরিক শক্তির দর্শনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ।

































ইতিহাস এবং পরমাউন্ট গুরুত্ব

1632 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি নির্মিত, শাহজাহানি মহল খাস মহল এবং মুসাম্মান বুর্জের মতো খাঁটি সাদা মার্বেল মাস্টারপিসের পূর্ববর্তী।

- **ট্রানজিশনাল স্টাইল: এর গুরুত্ব এই সত্যে নিহিত যে শাহজাহান তার পিতামহ আকবরের বিদ্যমান ভিত্তি ও উপকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলেন। পুরোনো স্থাপনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার পরিবর্তে (যেমন তিনি পরে করেছিলেন), শাহজাহান প্রায়শই বিদ্যমান লাল বেলেপাথরের ভবনগুলি নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে আচ্ছাদন করেছিলেন। পুরু, পালিশ করা সাদা শেল-লাইম প্লাস্টার (স্টুকো) এবং প্রারম্ভিক মার্বেল প্যানেল দিয়ে বেলেপাথরকে ঢেকে দিয়ে তিনি একটি নতুন চেহারা অর্জন করেছিলেন, যা একটি সম্পূর্ণ মার্বেল কাঠামোর বিভ্রম দেয়।**
- **কমনীয়তার জন্য ব্লুপ্রিন্ট: এই প্রাসাদটি পরিপক্ক, পরিমার্জিত শৈলীর জন্য একটি নীলনকশা হিসাবে কাজ করে যা শাহজাহান তাজমহলে নিখুঁত হবে। এটি আকবরের পছন্দের ভারী, পুরুষালি লাল বেলেপাথরের শৈলীর তার সিদ্ধান্তমূলক প্রত্যাখ্যান এবং সাদা মার্বেলের সূক্ষ্ম, মেয়েলি নান্দনিকতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে চিহ্নিত করে, যা কমনীয়তা এবং জটিল পৃষ্ঠের সজ্জার উপর নির্ভর করে।**

ফাংশন: একটি রাজকীয় বাসভবন

চূড়ান্ত ব্যক্তিগত প্রাসাদ, খাস মহল, সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হওয়ার আগে শাহজাহানি মহল সম্রাট এবং তার শাসনামলের প্রথম দিকে তার পরিবারের জন্য একটি ব্যক্তিগত বাসস্থান হিসেবে কাজ করেছিল।

- **অন্তরঙ্গ স্কেল: বিশাল জাহাঙ্গিরি মহলের তুলনায়, শাহজাহানি মহল আরও ঘনিষ্ঠ স্কেলে নির্মিত, যা ছোট, আরও নিয়ন্ত্রিত স্থানগুলির জন্য শাহজাহানের পছন্দকে প্রতিফলিত করে যা নিছক আকারের চেয়ে বিলাসিতা এবং ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের উপর জোর দেয়।**
- **প্রারম্ভিক অলঙ্করণ: এতে শাহজাহানি অলঙ্করণের কিছু প্রাচীন উদাহরণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খোদাই করা কুলুঙ্গি, ছোট খিলানযুক্ত জানালা এবং সূক্ষ্ম পিয়েট্রা ডুরা (পাথরের ইনলে কাজ) এর প্রাথমিক ব্যবহার যা তার পরবর্তী প্রাসাদগুলিতে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠবে।**

ভ্রমণকারী আজ যা দেখে

প্রাসাদটি দুর্গ ভ্রমণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক স্টপ প্রদান করে, মুঘল রুচির বিকাশ দেখায়:

- **দৃশ্যমান স্তর: ভ্রমণকারী অন্তর্নিহিত লাল বেলেপাথর এবং সাদা আলংকারিক আস্তরণের মধ্যে কাঠামোগত পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারে। যেসব এলাকায় স্টুকো জীর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে পুরোনো, লাল পাথরের ভিত্তি দৃশ্যমান, একটি আকর্ষণীয় বৈপরীত্য তৈরি করে এবং এর ক্রান্তিকালীন প্রকৃতি নিশ্চিত করে।**
- **জলের বৈশিষ্ট্য: সমস্ত মুঘল ব্যক্তিগত বাসস্থানের মতো, প্রাসাদটি সর্বোচ্চ আরামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। গরম আগ্রা গ্রীষ্মে বাষ্পীভবন শীতল করার মাধ্যমে বাতাসকে শীতল করার জন্য এটি বিস্তৃত জল বৈশিষ্ট্য, চ্যানেল এবং ক্যাসকেডগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।**









5.4.2.1.I রোশনারা আরা প্যাভিলিয়ন

রোশনারা আরা প্যাভিলিয়ন আগ্রা ফোর্টের একটি কমনীয় এবং স্থাপত্যগতভাবে উল্লেখযোগ্য উপাদান, যা কমনীয়তা, প্রতিসাম্য এবং কৌশলগত অবস্থানের সাথে মুঘল আবেশকে মূর্ত করে। এটি একটি প্যাভিলিয়নের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ: একটি উঁচু, খোলা-পার্শ্বযুক্ত কাঠামো যা সর্বাধিক দৃশ্য দেখাতে এবং শীতল নদীর বাতাসকে ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।









পরিচয় এবং অবস্থান

এই কাঠামোটি সম্রাট শাহজাহান এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের কন্যা রাজকুমারী রোশনারা বেগম (1617-1671) এর সাথে অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত। রোশনারা একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তার ছোট ভাই আওরঙ্গজেবকে বিখ্যাতভাবে সমর্থন করেছিলেন।

- **অবস্থান: প্যাভিলিয়নটি কৌশলগতভাবে কেল্লার কেন্দ্রীয়, উচ্চ-মর্যাদা এলাকায় অবস্থিত, দিওয়ান-ই-খাস (বেসরকারী দর্শকদের হল) এর আশেপাশে এবং রাজকীয় আবাসিক কোয়ার্টারের কাছাকাছি অবস্থিত। আদালতের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিপত্তি এবং সুবিধাজনক অ্যাক্সেস উভয়ের জন্যই এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।**
- **নান্দনিক: প্যাভিলিয়নটি শাহজাহানের পরিমার্জিত স্থাপত্যের স্বাদকে প্রতিফলিত করে। লাল বেলেপাথরের ভিত্তির উপর অত্যন্ত পালিশ করা শেল-লাইম স্টুকোর**



















পরিচয় এবং স্থাপত্য স্পষ্টীকরণ

সাদা মার্বেল কাঠামোর এই সম্পূর্ণ স্যুটটি দুর্গের উত্তর-পশ্চিম বুরুজে অবস্থিত, যা নাটকীয়ভাবে যমুনা নদীর উপর দিয়ে প্রজেক্ট করছে। এর জটিল নামকরণ প্রায়ই দর্শকদের বিভ্রান্ত করে:

- **শাহ বুর্জ (রয়্যাল টাওয়ার): এটি প্রধান, বড়, স্তম্ভযুক্ত প্যাভিলিয়ন এবং হল যা সম্রাটের ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে কাজ করে। এটি সেই চেম্বার যেখানে তার কারাবাসের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল।**
- **মুসাম্মান বুর্জ (অষ্টভুজাকার টাওয়ার): এটি হল ছোট, অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ যা প্রাচীরের উপরে সবচেয়ে দূরে প্রজেক্ট করে এবং শাহ বুর্জের সাথে সংযুক্ত। এর আট-পার্শ্বযুক্ত ফর্ম পুরো কমপ্লেক্সটিকে এর জনপ্রিয় নাম দেয়, যদিও এটি একটি ব্যক্তিগত দেখার বারান্দা হিসাবে কাজ করে।**
- **বিকল্প নাম: কমপ্লেক্সটি স্থানীয়ভাবে মুথাম্মন বুর্জ বা সম্মান বুর্জ নামেও পরিচিত।**







ফাংশন: রয়্যাল হামাম এবং ড্রেসিং চেম্বার
শীশ মহল একটি জটিল, বহু-কার্যকরী স্থান হিসাবে কাজ করেছে যা আরাম এবং চাক্ষুষ বিস্ময়ের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে:

- **কুলিং সিস্টেম: ভূগর্ভস্থ কাঠামো হিসাবে, এটি উপরের প্রাসাদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই শীতল ছিল। তদুপরি, এটি শাহী হামাম (রয়্যাল বাথ) কমপ্লেক্সের অংশ ছিল, যেখানে অত্যাধুনিক মুঘল প্রকৌশল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেখানে শীতকালে বাষ্প এবং উষ্ণতা তৈরি করতে লুকানো পাইপ এবং মার্বেল চ্যানেলের মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত জল প্রবাহিত হত এবং গ্রীষ্মে বাষ্পীভবন শীতল করার জন্য শীতল জল প্রবাহিত হত।**
- **ড্রেসিং রুম: মিরর-ইনলেইড চেম্বারগুলি প্রাথমিকভাবে ড্রেসিং রুম এবং গরম এবং ঠান্ডা স্নানের পূর্বঘর হিসাবে কাজ করে। প্রতিফলিত পৃষ্ঠগুলি কেবল সুন্দরই ছিল না বরং ব্যবহারিক ছিল, যা বাসিন্দাদের আবছা আলোতে প্রতিটি কোণ থেকে তাদের বিস্তৃত গয়না এবং সিল্কেন পোশাকের প্রশংসা করতে দেয়।**
- **রহস্যের একটি হল: আয়নাগুলির প্রতিফলিত গুণমানটির অর্থ হল দুটি মোমবাতি পুরো চেম্বারকে আলোকিত করতে পারে, আদালতের কিংবদন্তির জন্ম দেয় যে শীশ মহল একটি 'হাজার আলোর হল' বা গোপন রহস্যের একটি স্থান।**

আপনি কি জানতে হবে
যেহেতু অভ্যন্তরীণ প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, আপনি শীশ মহলকে এর বাইরের এবং এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে অনুভব করতে পারবেন:

- **বাহ্যিক দৃশ্য: দর্শনার্থীরা শীশ মহলের দিকে যাওয়ার বাহ্যিক দেয়াল এবং দরজাগুলি দেখতে পারেন, যা খাস মহলের কাছাকাছি ভিত্তিগুলিতে অবস্থিত। আপনি সাদা মার্বেল/স্টুকো দেয়ালের দৃঢ়তা পর্যবেক্ষণ করবেন যা ভঙ্গুর অভ্যন্তরকে আড়াল করে।**
- **স্থাপত্যের অবস্থান: এটির স্থাপন দুর্গের স্তরযুক্ত প্রকৃতিকে শক্তিশালী করে — ব্যক্তিগত, কার্যকরী কাঠামো (যেমন স্নান এবং জল ব্যবস্থা) প্রায়শই সুবিধা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রধান আবাসিক প্রাসাদের নীচে সরাসরি স্থাপন করা হত।**
- **ঐশ্বর্যের কল্পনা করা: শীশ মহলকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে, আপনাকে অবশ্যই অভ্যন্তরটিকে চূড়ান্ত সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা হিসাবে কল্পনা করতে হবে: একটি শীতল, সুগন্ধি, স্যাঁতসেঁতে স্থান যেখানে একটি একক প্রদীপের প্রতিফলন অসীম, ঝকঝকে গভীরতার একটি বিভ্রম তৈরি করে, শক্তিশালী দুর্গের কেন্দ্রে একটি লুকানো, চকচকে রত্ন বাক্স।**

শীশ মহল শাহজাহানের রূপকথার জাঁকজমকের সাথে কার্যকারিতাকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষার শীর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য পরিবারের জন্য জাদু এবং অযৌক্তিকতার একটি জগত তৈরি করে।









ইতিহাস এবং গুরুত্ব

1637 খ্রিস্টাব্দের দিকে শাহজাহান কর্তৃক আদিম সাদা মার্বেলে নির্মিত, দিওয়ান-ই-খাস সামরিক কার্যকারিতা থেকে চূড়ান্ত সাম্রাজ্যিক জাঁকজমকের দিকে নির্ধারক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।

- **এক্সক্লুসিভিটি: এই হলটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অভিজাত, বিশ্বস্ত মন্ত্রী, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং সফররত রাজকুমারদের মিলনস্থল। উপস্থিতি ছিল অপরিসীম মর্যাদার লক্ষণ, যা সম্রাটের ব্যক্তিগত আস্থাকে প্রতিফলিত করে।**
- **রাজনৈতিক থিয়েটার: এখানে সামরিক কৌশল, কূটনীতি, ট্যাক্স নীতি এবং উত্তরাধিকার বিষয়গুলির মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছিল। ভাস্বর সাদা মার্বেল এবং সূক্ষ্ম পিয়েট্রা ডুরা দিয়ে তৈরি এই কাঠামোটি মুঘল শাসকের বিপুল সম্পদ এবং পরিশীলিত স্বাদ বিশ্বের সবচেয়ে অভিজাত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।**
- **ময়ূর সিংহাসন (ঐতিহাসিক): হলের মূল চেম্বারটি মূলত কিংবদন্তি ময়ূর সিংহাসন (তখত-ই-তাউস) রাখার উদ্দেশ্যে ছিল। এই সিংহাসন, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের গহনা দ্বারা পরিপূর্ণ, এটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে এবং পরে লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে মুঘল সম্পদ এবং ক্ষমতার একটি উজ্জ্বল প্রতীক ছিল।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং সেটিং

কাঠামোর সৌন্দর্য তার জটিল বিশদ এবং ত্রুটিহীন প্রতিসাম্যের মধ্যে রয়েছে:

- **মার্বেলের বিশুদ্ধতা: সম্পূর্ণ উচ্চ-মানের সাদা মাকরানা মার্বেল (তাজমহলের জন্য ব্যবহৃত একই মার্বেল) দিয়ে তৈরি, হলটি শাহজাহানের পরিণত শৈলীতে একটি অধ্যয়ন।**
- **পিয়েট্রা ডুরা ইনলেস: স্তম্ভ, রেলিং এবং ছাদের সীমানাগুলি সূক্ষ্ম পিয়েট্রা ডুরা দিয়ে সজ্জিত - সূক্ষ্ম ফুলের নিদর্শন তৈরি করতে মার্বেলে আধা-মূল্যবান পাথরের (যেমন কার্নেলিয়ান, ল্যাপিস লাজুলি এবং জ্যাস্পার) সুনির্দিষ্ট ইনলে। এই বিশদ বিবরণ কাছাকাছি পুরানো কাঠামোর সমতল লাল বেলেপাথরের সাথে তীব্রভাবে বৈপরীত্য।**
- **অ্যাকোস্টিক ডিজাইন: হলের কম্প্যাক্ট আকার এবং উচ্চ সিলিংটি ধ্বনিবিদ্যাকে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে যে সম্রাট বা একজন আবেদনকারীর দ্বারা উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ চেম্বারে স্পষ্টভাবে শোনা যায়, তার বড় খোলা খিলান থাকা সত্ত্বেও।**

থ্রোনস এবং ব্ল্যাক স্ল্যাব

যদিও আসল ময়ূর সিংহাসন অনেক আগেই চলে গেছে, দিওয়ান-ই-খাস সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি ঐতিহাসিকভাবে রাজকীয় বসার জন্য সমৃদ্ধ:

- শাহজাহানের মার্বেল সিংহাসন: প্রধান হলের মধ্যে অবস্থিত, এই সুন্দর মার্বেল আসনটি সম্রাটের ব্যক্তিগত দরবার সেশনের জন্য ব্যক্তিগত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছিল, যা প্রারম্ভিক পুষ্পশোভিত Pietra Dura দ্বারা সজ্জিত ছিল।
- তখত-ই-জাহাঙ্গীর (কালো সিংহাসন): হলের সরাসরি বাইরে কালো স্লেটের একটি বিশাল, ইম্প্রেসিং স্ল্যাব বসে আছে। এটি শাহজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুরোনো সিংহাসন। এর গাঢ়, ভারী চেহারা এবং সূক্ষ্ম ইনলে এর অভাব শাহজাহানের সাদা মার্বেল হলের সম্পূর্ণ

বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে, যা দৃশ্যত মুঘল স্থাপত্যের স্বাদকে শক্ত থেকে পরিমার্জিত দিকে পরিবর্তনের প্রতীক।



5.4.2.1.M তখত-ই-জাহাঙ্গীর (জাহাঙ্গীরের সিংহাসন/স্ল্যাব)

তখত-ই-জাহাঙ্গীর, যাকে প্রায়শই জাহাঙ্গীরের সিংহাসন বা কালো সিংহাসন হিসাবে উল্লেখ করা হয়, আগ্রা ফোর্টের একটি ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং দৃশ্যত আটক করা বস্তু। এটি দিওয়ান-ই-খাস (প্রাইভেট অডিয়েন্স হল) এর কাছে প্রাঙ্গণে বিশিষ্টভাবে অবস্থিত এবং এটির স্থাপন ইচ্ছাকৃতভাবে আশেপাশের সাদা মার্বেল স্থাপত্যের সাথে একটি সংলাপ তৈরি করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।





ইতিহাস এবং পরমাউন্ট গুরুত্ব

তখত-ই-জাহাঙ্গীর সম্রাট জাহাঙ্গীর (র. 1605-1627), শাহজাহানের পিতার ক্ষমতার একটি প্রমাণ।

- **একটি মনোলিথিক সৃষ্টি: সিংহাসনটি একটি বিশাল স্ল্যাব, যা প্রায় 10 ফুট বাই 10 ফুট পরিমাপ করে, সম্পূর্ণ কালো স্লেটের একটি একক টুকরো (বা স্পর্শ পাথর) থেকে খোদাই করা হয়েছে। হাউজ-ই-জাহাঙ্গিরির মতো, এর একচেটিয়া প্রকৃতি মুঘল রাজ্যের বিশাল প্রকৌশল এবং লজিস্টিক শক্তিকে বোঝায় যা এত বিশাল বস্তুর পরিবহন ও অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয়।**
- **বংশের প্রতীক: সিংহাসনের সর্বাধিক গুরুত্ব মুঘল রাজবংশীয় ধারাবাহিকতার একটি দৃশ্যমান প্রতীক হিসাবে এর ভূমিকার মধ্যে রয়েছে। এটি শাহজাহানের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। তার পিতার শক্তিশালী কালো সিংহাসনটি তার নিজের পরিমার্জিত সাদা মার্বেল কোর্টের পাশে স্থাপন করে, শাহজাহান সূক্ষ্মভাবে তার পূর্বপুরুষদের শক্তিশালী উত্তরাধিকারে তার রাজত্বকে নোঙর করেছিলেন।**
- **ফারসি শিলালিপি: স্ল্যাবের কিনারা ঐতিহাসিকভাবে ফার্সি শ্লোক দিয়ে খোদাই করা হয়েছে যা জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের বিশদ বিবরণ দেয়। এই শিলালিপিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আনুষ্ঠানিকভাবে এর পরিচয় এবং তার রাজত্বকালে সরকারী রাজকীয় আসন হিসাবে এর ঐতিহাসিক দাবিকে সিমেন্ট করে। জাহাঙ্গীরের আরোহণের বছর 1605 সালে এটি চালু হয়।**
    1. **সম্রাটের শিরোনামশিলালিপিটি নতুন মুকুটধারী শাসকের সরকারী উপাধি ঘোষণা করে শুরু হয়। জাহাঙ্গীরের নামের আক্ষরিক অর্থ হল 'বিশ্ব দখলকারী' এবং 'বিশ্বাসের আলো'। আনুষ্ঠানিক নাম: নূর-উদ-দীন মুহম্মদ**



কিভাবে ফাটল ঘটেছে কিংবদন্তি

ফাটলকে ঘিরে গল্পটি সিংহাসনটিকে কিংবদন্তি করে তোলে। গল্পের সর্বাধিক গৃহীত সংস্করণটি সাম্রাজ্যের আসনের প্রতি অসম্মান করার জন্য ক্ষতিকে দায়ী করে:

- **The Usurper's Hubris: সবচেয়ে জনপ্রিয় সংস্করণে বলা হয়েছে যে একজন দরবারী, কখনও কখনও আসাফ খান (যিনি খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন বা কেবল অনুমতি ছাড়াই কাজ করেছিলেন) হিসাবে চিহ্নিত, স্থূল অবাধ্যতার কাজ করে সাম্রাজ্যের স্ল্যাবের উপর বসেছিলেন।**
- **দ্য ইম্পেরিয়াল রিট্রিবিউশন: যখন এই অসম্মানের কাজটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন দরবারীকে দুর্গের প্রাচীর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল (খুঁজে বা নীচের পাথরের উপর একটি মারাত্মক পতন)।**
- **পাথরের প্রতিক্রিয়া: কিংবদন্তি অনুসারে, ভারী পাথরের স্ল্যাব, সহানুভূতিশীল সাম্রাজ্যিক ক্রোধ বা ঐশ্বরিক রায়ের একটি ক্রিয়ায়, পরবর্তীতে দুটি জায়গায় ফাটল ধরে, অযোগ্য ব্যক্তির স্পর্শকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অসম্মানজনক কাজের কারণে সৃষ্ট কর্তৃত্বের খণ্ডনের প্রতীক।**

কিভাবে ফাটল ঘটেছে বাস্তবসম্মত দৃশ্য

যদিও লোককাহিনী শক্তিশালী, ঐতিহাসিক এবং সংরক্ষণবাদীরা সাধারণত আরও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেন, যদিও এতে নাটকের অভাব রয়েছে:

- বিশাল, একশিলা স্ল্যাবের পরিবহন বা পুনঃস্থাপনের সময় সম্ভবত ক্ষতি হয়েছিল। আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া এই ভারী পাথরের এক টুকরো সরানো অবিশ্বাস্যভাবে চ্যালেঞ্জিং হত এবং প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ড্রপ বা প্রভাব সহজেই বড় ফিসারের কারণ হতে পারে।
- মারাঠা অবরোধের সময় বা দুর্গের ব্রিটিশ দখলের সময়ও ক্ষতি হতে পারে, যখন ইমারত এবং নিদর্শনগুলিকে মূল মুঘল শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা হয়নি।

সুনির্দিষ্ট কারণ যাই হোক না কেন, সাম্রাজ্যের পরিণতির কিংবদন্তি—যেখানে পাথর নিজেই দখলদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেই গল্প যেটি শতাব্দী ধরে তখত-ই-জাহাঙ্গীরের চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছে, মুঘল সিংহাসনের পবিত্রতা সম্পর্কে শারীরিক ফাটলকে একটি শক্তিশালী, নৈতিক পাঠে পরিণত করেছে।

5.4.2.1.N মাছি ভবন (মাছের ঘের)

মাচ্চি ভবন, যার অর্থ মাছের ঘের বা মাছের ঘর, আগ্রা ফোর্টের ব্যক্তিগত কোয়ার্টারের মধ্যে সবচেয়ে বড় উঠোনগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি বিশাল, দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সাদা মার্বেল কমপ্লেক্স যা একসময় একটি বিস্তৃত জলের বাগান হিসাবে কাজ করেছিল, যা নান্দনিকতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যিক জীবন এবং ঐতিহাসিক নাটকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসাবে।









ইতিহাস এবং পরমাউন্ট গুরুত্ব
মাচ্চি ভবনটি সম্রাট শাহজাহান 17 শতকের মাঝামাঝি (আনুমানিক 1637) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যা সাদা মার্বেলে দুর্গের অভ্যন্তরীণ স্থানগুলির সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসাবে।

- **প্রকৌশল এবং ঐশ্বর্য: এর গুরুত্ব এর অত্যাধুনিক হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে রয়েছে। পুরো উঠোন একসময় মার্বেল পুল, জলের নালা, ফোয়ারা এবং ট্যাঙ্কগুলি দিয়ে ভরা ছিল যা শোভাময় মাছ দিয়ে মজুত ছিল—তাই নাম 'মাছ ঘের'। এটি একটি সুন্দর, শান্ত পরিবেশ হিসাবে পরিবেশিত হয়েছিল এবং দিওয়ান-ই-খাসের মতো পার্শ্ববর্তী প্রাসাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্পীভূত শীতল সরবরাহ করেছিল।**
- **অনুষ্ঠানের আসন: দিওয়ান-ই-আম যখন জনসাধারণের বিষয়গুলির জন্য ছিল, তখন মাচ্চি ভবনটি প্রায়শই ব্যক্তিগত, কম আনুষ্ঠানিক আদালতের অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় জমায়েত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যমুনা নদী যথেষ্ট উঁচুতে থাকা রাজকীয় বার্জগুলির ডকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হত।**
- শিবাজীর আটক: মাচ্চি ভবনের সাথে জড়িত সবচেয়ে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 1666 খ্রিস্টাব্দেছত্রপতি শিবাজী মহারাজ-এর অস্থায়ী কারাবাস। মহান মারাঠা যোদ্ধা রাজাকে আওরঙ্গজেব দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র মাচ্চি ভবনে বা তার কাছে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তার কিংবদন্তি, মিষ্টির ঝুড়িতে দুর্গ থেকে পালানোর সাহসিকতা, এই এলাকা থেকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া, মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত।

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং ফাংশন
মাচ্চি ভবনের কাঠামো আজ অনেকটাই খালি, কিন্তু এর বিন্যাস তার পূর্বের মহিমার সাথে কথা বলে:

- **দ্বি-স্তরযুক্ত কাঠামো: কমপ্লেক্সটি দুটি স্তরে নির্মিত। নীচের স্তরে প্রধান পুল এবং চ্যানেলগুলি রয়েছে, যখন উপরের স্তরে প্যাভিলিয়ন এবং কক্ষ রয়েছে যেখানে সম্রাট এবং দরবারীরা বসে নীচের কার্যধারা দেখতেন।**
- **হোয়াইট মার্বেল: কমপ্লেক্সটি সাদা মার্বেল ব্যবহার করে, শাহজাহানের নান্দনিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও এতে খাস মহলের ভারী ইনলে কাজের অভাব নেই, জ্যামিতিক প্রতিসাম্য এবং জলের প্রবাহের উপর বেশি ফোকাস করে।**
- **জলের চ্যানেল: মার্বেল মেঝেতে খোদাই করা জলের চ্যানেল এবং স্লটের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের জন্য দেখুন। এগুলি পুল এবং ঝর্ণাগুলিকে খাওয়ানোর জন্য যমুনা নদী (বা স্টেপ ওয়েল) থেকে জল সঞ্চালনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, যা বিশাল জায়গায় জীবন এবং শব্দ আনয়ন করে।**
- ব্ল্যাক স্ল্যাব অবস্থান:তখত-ই-জাহাঙ্গীর(জাহাঙ্গীরের কালো সিংহাসন) মাচ্চি ভবন সংলগ্ন এলাকায়ও অবস্থিত, যা একটি রাজকীয় মঞ্চায়নের জায়গা হিসাবে এর উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করে।

দর্শক অভিজ্ঞতা
আজ, মাচ্চি ভবনটি একটি খোলা, সূর্যে ভেজা মার্বেল বিস্তৃতি, যা ভ্রমণকারীকে এর অতীত কল্পনা করতে দেয়।

- **পুলগুলিকে ভিজ্যুয়ালাইজ করা: ঝকঝকে জল, রঙিন মাছ এবং ঝর্ণার সুগন্ধি কুয়াশায় ভরা এলাকা দেখতে কল্পনার একটি লাফ দিতে হবে। একটি রাজকীয় উত্সবের সময় সঙ্গীত এবং লণ্ঠন সহ জীবন্ত স্থান কল্পনা করুন।**
- **ঐতিহাসিক প্রতিধ্বনি: সুবিশাল মার্বেল পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে, আপনি ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক অবাধ্যতার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকাণ্ডের সঠিক স্থানে অবস্থান করছেন—শিবাজীর পলায়ন।**
- **কৌশলগত দৃশ্য: ভবনের নদীমুখী দিক থেকে, আপনি নদীর সাথে সংযোগের প্রশংসা করতে পারেন, যা পরিবহন, বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গের প্রধান ধমনী ছিল।**















স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং সেটিং

দিওয়ান-ই-আমের নকশাটি কার্যকরী, বিশাল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্পের স্কেল এবং কর্তৃত্বের জন্য নির্মিত।

- **বিশাল স্কেল: হলটি একটি সুবিশাল, খোলা, তিন-পার্শ্বের আয়তাকার প্যাভিলিয়ন যা কয়েক ডজন প্রতিসম, আলংকারিক স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। প্রতিদিন জড়ো হওয়া সৈন্য, অভিজাত এবং সাধারণ আবেদনকারীদের বিশাল ভিড়কে মিটমাট করার জন্য এর নিছক আকার প্রয়োজনীয় ছিল।**
- **মার্বেলের বিভ্রম: যদিও প্রাথমিকভাবে লাল বেলেপাথরের তৈরি, শাহজাহানের নান্দনিক প্রভাব দৃশ্যমান। পুরো কাঠামোটি মূলত একটি সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা, অত্যন্ত পালিশ করা সাদা শেল-লাইম প্লাস্টারে (স্টুকো) প্রলিপ্ত ছিল। এই স্টুকোটি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে এটি বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল যে পুরো হলটি মার্বেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, সম্পূর্ণ মার্বেল পুনর্নির্মাণের খরচ ছাড়াই তার পরিমার্জিত স্বাদের সাথে মেলে।**
- **সম্রাটের প্ল্যাটফর্ম (ঝাড়োখা): হলের কেন্দ্রবিন্দু হল পিছনের দেয়ালে খোদাই করা চমৎকার, উঁচু অ্যালকোভ, যা ঝাড়োখা বা সম্রাটের সিংহাসন ব্যালকনি নামে পরিচিত। এই বারান্দা, যা সম্রাটকে সমবেত ভিড়ের উপরে বসতে দেয়, একটি মার্বেল রেলিং দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছিল এবং ফুলের জড়ি দিয়ে সজ্জিত ছিল। এখানেই ময়ূর সিংহাসন (তখত-ই-তাউস) শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে যাওয়ার আগে প্রদর্শিত হয়েছিল।**

দর্শক অভিজ্ঞতা

দিওয়ান-ই-আম প্রায়শই অমর সিং গেটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম প্রধান কাঠামোর দর্শকদের মুখোমুখি হয়, যা অবিলম্বে সাম্রাজ্যিক মহিমার একটি সুর স্থাপন করে।

- **সেন্স অফ স্কেল: সুবিশাল খোলা হলঘরে দাঁড়িয়ে আপনি মুঘল সরকারের নিছক স্কেল সম্পর্কে একটি শক্তিশালী ধারণা পাবেন। ঝাড়োখায় সম্রাট উপস্থিত হলে বিশৃঙ্খলা, সৈন্যদের কোলাহল এবং নিখুঁত নীরবতা কল্পনা করুন।**
- **দ্য থ্রোন অ্যালকোভ: ঝাড়োখা আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। হলের সর্বোচ্চ পয়েন্টে এর অবস্থানটি পর্যবেক্ষণ করুন, একটি স্পষ্ট প্রতীকী বিবৃতি যে সম্রাট আক্ষরিকভাবে অন্য সবার উপরে ছিলেন।**
- **পাবলিক বনাম প্রাইভেট স্প্লিট: এই কাঠামো দিওয়ান-ই-খাস বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় পটভূমি প্রদান করে। দিওয়ান-ই-আম ছিল অনেকের জন্য; দিওয়ান-ই-খাস (ব্যক্তিগত শ্রোতা) ছিল কয়েকজনের জন্য, জনপ্রশাসনের একটি মৌলিক বিভাজন এবং উচ্চ-স্তরের কৌশল যা মুঘল দরবার ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করেছিল।**

5.4.2.1.P জন রাসেল কলভিনের সমাধি

জন রাসেল কলভিনের সমাধি হল আগ্রা ফোর্টের মুঘল জাঁকজমকের মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটি কঠোর এবং অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ। আশেপাশের প্রাসাদগুলির বিপরীতে যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শক্তিকে উদযাপন করে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি ভারতীয় ইতিহাসের একটি নাটকীয় মোড়ের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন: 1857 সালের মহান বিদ্রোহ।
মুঘল সম্রাটদের ঐতিহাসিক অস্পষ্টতায় ম্লান হওয়ার অনেক পরে যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুর্গটির সামরিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তখন এই সমাধিটির উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই মুহূর্তটির প্রতিনিধিত্ব করে।





ইতিহাস এবং 1857 সালের বিদ্রোহ

সমাধিটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে একজন সিনিয়র প্রশাসক জন রাসেল কলভিন (1807-1857) কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

- **সাম্রাজ্যে ভূমিকা: 1853 সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (যার মধ্যে আগ্রা অন্তর্ভুক্ত) লেফটেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার আগে কলভিন বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এটি তাকে আগ্রা থেকে সরাসরি অঞ্চল শাসনকারী সবচেয়ে সিনিয়র ব্রিটিশ কর্মকর্তা করে তোলে।**
- **সিপাহী বিদ্রোহ (1857): 1857 সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হলে, কলভিন এবং আগ্রার সমগ্র ব্রিটিশ সম্প্রদায় (সৈন্য, প্রশাসক এবং তাদের পরিবার সহ) আগ্রা দুর্গের ভারী সুরক্ষিত প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।**
- **অবরোধের সময় মৃত্যু: অবরোধের প্রবল চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং গ্রীষ্মের অত্যাচারী উত্তাপের মধ্যে, 1857 সালের সেপ্টেম্বরে কলভিন দুর্গের ভিতরে মারা যান, ব্রিটিশরা অবরোধ থেকে মুক্তি দিতে এবং এলাকাটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ার প্রায় দুই মাস আগে।**
- **অনন্য অবস্থান: তাকে দুর্গের ভিতরে সমাহিত করা হয়েছিল, যা ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় আশ্রয় এবং সামরিক সদর দফতর হয়ে উঠেছিল। এই সংকটময় অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত বিজয়ের স্থায়ী, শারীরিক অনুস্মারক হিসাবে তাঁর সমাধি এখানে রয়েছে।**

স্ট্রাকচার এবং ভিজিটর এক্সপেরিয়েন্স
সমাধিটি ন্যূনতম এবং ইউরোপীয় শৈলীর, যা মুঘল যুগের জটিল গম্বুজ এবং ছত্রিগুলির সাথে ইচ্ছাকৃত বৈপরীত্য প্রদান করে।

- **অবস্থান: সমাধিটি দিওয়ান-ই-আম প্রাঙ্গণের কাছে একটি খোলা জায়গায় অবস্থিত যা ব্রিটিশরা অবরোধের সময় প্রশাসনিক স্থান বা সামরিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করত।**
- **নকশা: এটি একটি সাধারণ, আয়তক্ষেত্রাকার সারকোফ্যাগাস, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক কবরগুলির একটি কঠিন, অশোভিত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। এই সরলতা বিস্তৃত ফুলের পিয়েট্রা ডুরা এবং এর চারপাশে মার্বেল জালিকাজের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে।**
- **দ্য এপিটাফ: সমাধির শিলালিপিতে কলভিনের নাম, তার উচ্চপদ এবং তার মৃত্যুর তারিখের বিবরণ রয়েছে, যা 1857 সালের বিদ্রোহের সময়রেখায় দৃঢ়ভাবে নোঙর করে।**

প্যারামাউন্ট গুরুত্ব
জন রাসেল কলভিনের সমাধি দুটি কারণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ:

1. **একটি টাইমলাইন মার্কার: এটি দুর্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যা সরাসরি বিদেশী সাম্রাজ্য শাসনের চূড়ান্ত অধ্যায়ের সাথে কথা বলে, মুঘল ক্ষমতা থেকে ব্রিটিশ ক্রাউনের শাসনে স্থানান্তরকে চিহ্নিত করে (যা 1857 সালের বিদ্রোহের পরপরই ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল)।**
2. **একটি ঐতিহাসিক বৈপরীত্য: এর উপস্থিতি দুর্গের সমগ্র ইতিহাসকে স্বীকার করে, শুধু এর মুঘল স্বর্ণযুগই নয়। আগ্রা দুর্গটি শতাব্দী ধরে চারটি ভিন্ন শক্তির জন্য চূড়ান্ত আশ্রয় এবং দুর্গ হিসাবে কাজ করেছিল: লোদি সুলতান, মুঘল, মারাঠা এবং অবশেষে, ব্রিটিশরা।**

5.4.2.1.Q শাহী হামাম (রাজকীয় স্নান)

শাহী হামাম, বা রয়্যাল বাথ, আগ্রা ফোর্টের সবচেয়ে পরিশীলিত, তবুও কম দৃশ্যমান দিকগুলির মধ্যে একটিকে প্রতিনিধিত্ব করে: জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি এবং আচার-অনুষ্ঠান শুদ্ধিকরণের সাম্রাজ্য ব্যবস্থা। এটি আন্তঃসংযুক্ত চেম্বার এবং পুলগুলির জটিল ছিল, সবচেয়ে বিখ্যাতভাবে কিংবদন্তিশীষ মহল (দ্য গ্লাস প্যালেস)দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।



ইতিহাস এবং প্রকৌশল পরমাউন্টসি

হামাম কমপ্লেক্সটি প্রাথমিকভাবে সম্রাট শাহজাহান (আনুমানিক 1630) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, তার নতুন আবাসিক মার্বেল প্রাসাদ, বিশেষ করে খাস মহল এবং মুসাম্মান বুর্জের জন্য প্রয়োজনীয় উপযোগিতা হিসাবে।

1. **হাইড্রো-ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি মাস্টারপিস: এর সর্বোত্তম গুরুত্ব রয়েছে উন্নত মুঘল প্রকৌশলের প্রদর্শনের মধ্যে। হামাম একটি স্ব-নিয়ন্ত্রক মাইক্রোক্লাইমেট ছিল। এটি সারা বছর তাপমাত্রা পরিচালনা করার জন্য একটি দ্বৈত সিস্টেম ব্যবহার করে:**
    1. **শীতকালীন উত্তাপ: বিশাল তামার কড়াইতে জল গরম করা হত এবং পুরু দেয়াল এবং মেঝেতে এম্বেড করা গোপন মাটির পাইপের (নালা) মাধ্যমে পাম্প করা হয়, যা প্রারম্ভিক উজ্জ্বল মেঝে গরম করার একটি ফর্ম তৈরি করে এবং বাষ্প দিয়ে চেম্বারগুলি পূরণ করে।**
    2. **গ্রীষ্মকালীন শীতল: শীতল জল মার্বেল চ্যানেল এবং অগভীর, আলংকারিক পুলগুলির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়, পুরু, ভূগর্ভস্থ দেয়ালের ভিতরে একটি আরামদায়ক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য বাষ্পীভূত শীতলকরণ ব্যবহার করে, প্রায়শই বাইরের বাতাসের চেয়ে 10-15 ডিগ্রি শীতল।**
2. **গোপনীয়তা এবং স্বাস্থ্যবিধি: প্রাইভেট কোয়ার্টারগুলির ভূগর্ভস্থ ভিত্তিতে অবস্থিত, শাহী হামাম সম্পূর্ণ গোপনীয়তা নিশ্চিত করেছে এবং রাজকীয় পরিবারের দ্বারা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি এবং আচার স্নানের উচ্চ মান পূরণ করেছে।**

ফাংশন: পরিশোধন এবং ব্যক্তিগত বিলাসিতা
শাহী হামাম কমপ্লেক্সটি বেশ কয়েকটি কক্ষে সংগঠিত ছিল, প্রতিটি স্নান এবং শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট কাজ পরিবেশন করে:

- **ড্রেসিং চেম্বার (শিশ মহল): এটি ছিল পূর্বঘর, হাজার হাজার ক্ষুদ্র, প্রতিফলিত আয়না দিয়ে জড়ানোর জন্য বিখ্যাত। এখানে, রাজকীয় মহিলারা মূল স্নানের আগে পোশাক খুলে আরাম করবেন। আয়না শুধু শোভাকর ছিল না; তারা ড্রেসিং করার জন্য জায়গাটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করার জন্য কয়েকটি বাতি থেকে আলোর অনুমতি দেয়।**
- **গরম এবং ঠান্ডা স্নান: সংলগ্ন চেম্বারগুলিতে উষ্ণ, সুগন্ধযুক্ত স্নান এবং ঠান্ডা ডুবানোর জন্য পুল রয়েছে। এই পুলগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ-চালিত হাইড্রোলিক সিস্টেম দ্বারা খাওয়ানো হত, প্রায়শই যমুনা নদী বা গভীর স্টেপ কূপ (বাওলি) থেকে তোলা জল ব্যবহার করে।**
- **সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা: অভিজ্ঞতাটি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল, সুগন্ধি তেল, গোলাপজল এবং বাষ্প একটি স্যাঁতসেঁতে, সুগন্ধযুক্ত, এবং বিশ্রাম এবং একচেটিয়াভাবে আলোকিত পরিবেশ তৈরি করে।**

অভ্যন্তরীণ আয়নার কাজ এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের সংবেদনশীল প্রকৃতির কারণে, শাহী হামাম কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ জনসাধারণের জন্য বন্ধ রয়েছে।



স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য: Pietra Dura এবং সুস্বাদু
মার্বেল সিংহাসনের নকশা সম্পূর্ণরূপে পৃষ্ঠের সজ্জার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, শাহজাহানের শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য:

- **পিয়েট্রা ডুরা ইনলে: সিংহাসনটি পিয়েট্রা ডুরা দিয়ে সজ্জিত, যা জটিল ফুল ও লতার নিদর্শন তৈরি করতে মার্বেলে আধা-মূল্যবান পাথর (যেমন জ্যাস্পার, কার্নেলিয়ান, অ্যাগেট এবং ল্যাপিস লাজুলি) স্থাপনের বিস্তৃত কৌশল। এই সূক্ষ্ম কাজটি শাহজাহানের প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে আমদানি করা বা প্রশিক্ষিত মাস্টার কারিগরদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যা মুঘল শৈল্পিক কৃতিত্বের শিখরকে নির্দেশ করে।**
- কমনীয়তা এবং স্কেল: কর্তৃত্বের জন্য এখনও যথেষ্ট বড় হলেও, মার্বেল সিংহাসনটি পার্শ্ববর্তীজাহাঙ্গীরের কালো সিংহাসনএর চেয়ে অনেক বেশি পরিমার্জিত এবং কম নিষ্ঠুরভাবে আরোপিত। এটি একটি প্ল্যাটফর্মে সামান্য উঁচু করা হয়, নিছক ভরের উপর নির্ভর না করে সম্রাটের মর্যাদাকে শক্তিশালী করে।
- **দিওয়ান-ই-খাসের সাথে সংযোগ: সিংহাসনের ইনলে কাজের রং এবং নিদর্শনগুলি আশেপাশের মার্বেল স্তম্ভ এবং দেওয়ান-ই-খাসের খিলানযুক্ত ছাদের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, যা সাম্রাজ্যিক ঐশ্বর্যের একক, একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিল।**







ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ এবং পরিচয়

হাভেলির পরিচয় স্তরবিশিষ্ট, কয়েক শতাব্দীর ক্ষমতার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে:

- **মুঘল ইন্টিগ্রেশন: রাজা রতন সিং বা অনুরূপ উচ্চ-পদস্থ রাজপুত সম্ভ্রান্তের সাধারণ গুণাবলী আকবর দ্য গ্রেটের সময় (16 শতক) এর উৎপত্তিস্থল। আকবরের সহযোগিতার নীতির (সুল-ই-কুল) অধীনে, রাজপুত নেতাদের সেবা করার সময় দুর্গের মধ্যে বসবাস করতে হতো, স্থানীয় শৈলীতে নির্মিত একটি উত্সর্গীকৃত পারিবারিক প্রাসাদ (হাভেলি) প্রয়োজন ছিল।**
- **জাট পদচিহ্ন (18 শতক): সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণগুলি 1761 খ্রিস্টাব্দে কেল্লা দখল ও দখল করার পরে ভরতপুর জাটদের দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার বা নির্মাণের নির্দেশ করে। রাজনৈতিক পতনের এই সময়কালে, জাটরা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক এবং আবাসিক প্রয়োজন অনুসারে কাঠামো তৈরি বা পুনর্নির্মাণ করেছিল, প্রায়শই তাদের অঞ্চলে প্রচলিত রাজপুতানা স্থাপত্য শৈলী গ্রহণ করে।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং সূত্র

হাভেলি দৃশ্যত সামরিক প্রয়োজনীয়তা এবং আঞ্চলিক শৈলীর মিশ্রণকে ধারণ করে:

- **লাল বেলেপাথরের আধিপত্য: কাঠামোটি প্রাথমিকভাবে লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, যা প্রাথমিক মুঘল দুর্গের ভারী, প্রতিরক্ষামূলক শেল থেকে এর উৎপত্তি নিশ্চিত করে।**
- **রাজপুতানা প্রভাব: সবচেয়ে সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হল রাজপুতানা স্থাপত্যশৈলী, যা আপনি জটিল দরজায় দেখতে পাবেন। এর জন্য দেখুন:**
    - **বাঁকা বন্ধনী: এই অলঙ্কৃত, আলংকারিক সমর্থনগুলি নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে আসে, রাজস্থান জুড়ে প্রাসাদগুলিতে পাওয়া একটি স্বাক্ষর বৈশিষ্ট্য, যা ভারী লিন্টেল এবং ওভারহ্যাঙ্গিং ইভ (চাজ্জা) সমর্থন করতে ব্যবহৃত হয়।**
    - **অলঙ্কৃত খিলান: নকশাটি হিন্দু খোদাই ঐতিহ্যের সাথে পারস্যের রূপকে মিশ্রিত করে মাল্টি-কাপড বা সর্প খিলানকে সমর্থন করে।**
- **কার্যকারিতা: একটি হাভেলি হিসাবে, কাঠামোটি রাজকীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে কার্যকরী জীবনযাপনকে অগ্রাধিকার দেয়, এতে বড় অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং তাদের গৃহপালিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, দরবার বহির্ভূত জীবনকে মিটমাট করার জন্য ডিজাইন করা অসংখ্য চেম্বার রয়েছে।**

গুরুত্ব

রতন সিং কি হাভেলি দুটি প্রধান কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

1. **সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ: এটি আকবরের রাজনৈতিক দর্শনের দৈহিক প্রকাশ প্রদর্শন করে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শক্তি শেল (দুর্গ) প্রদান করেছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ, কার্যকরী জীবন তার রাজপুত মিত্রদের ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য দ্বারা টিকে ছিল।**
2. **পতনের একটি সময়রেখা: 18 শতকের সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চিহ্নিতকারী হিসাবে কাজ করে। যদিও দুর্গটি তার মুঘল গৌরবের জন্য বিখ্যাত, এই হাভেলিটি বাস্তব প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে যে, সাম্রাজ্যের পতনশীল শতাব্দীতে, দুর্গটি জাটদের মতো নতুন আঞ্চলিক শক্তির দ্বারা লড়াই করা এবং দখল করা একটি পুরস্কার হয়ে উঠেছে।**







5.4.2.1.U খাস মহল: ব্যক্তিগত মুঘল স্থাপত্যের শীর্ষস্থান

খাস মহল (ব্যক্তিগত প্রাসাদ) আগ্রা ফোর্টের বিশাল, প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের পরিমার্জিত স্বাদ এবং স্থাপত্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। 1631 থেকে 1640 সালের মধ্যে নির্মিত, এই সূক্ষ্ম সাদা মার্বেল প্যাভিলিয়নটি মুঘল স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে, যা আকবরের পছন্দের লাল বেলেপাথরের শৈলী থেকে শাহজাহানের রাজত্বকে সংজ্ঞায়িত করে আদিম, মার্বেল কাঠামোতে রূপান্তরের প্রতীক।

















অবস্থান এবং রাজকীয় ফাংশন

খাস মহলটি যমুনা নদীকে উপেক্ষা করে রাজকীয় আবাসিক কোয়ার্টারগুলির কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করে। এটি বিশালদিওয়ান-ই-খাস(হল অফ প্রাইভেট অডিয়েন্স) এর পিছনে অবস্থিত।

- **ব্যক্তিগত বাসস্থান: খাস মহল সম্রাটের ব্যক্তিগত পশ্চাদপসরণ এবং ঘুমানোর চেম্বার হিসাবে কাজ করেছিল। এটি প্রাসাদ কমপ্লেক্সের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ স্থান ছিল, ব্যক্তিগত বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং নদীর বাতাস এবং বাগানের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।**
- **আঙ্গুরি বাগ: প্যাভিলিয়নটি আঙ্গুরি বাগ (আঙ্গুর বাগান) এর দিকে খোলে, একটি আনুষ্ঠানিক, চার অংশের চারবাগ যা সুগন্ধি ছায়া, অত্যাধুনিক জলের চ্যানেল এবং সাদা মার্বেলের একটি নান্দনিক পরিপূরক প্রদান করে। বাগানটি প্রাসাদের পরিবেশকে উন্নত করেছে, প্রকৃতির সাথে স্থাপত্যকে একীভূত করার মুঘল ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করেছে।**

মার্বেল এবং ইনলে মাস্টারপিস
পুরো প্যাভিলিয়নটি চকচকে সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি, যা এটিকে একটি মহৎ এবং বায়বীয় গুণমান দেয়। এর নকশাটি করুণা এবং সূক্ষ্মতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, এটি দুর্গের আগের, আরও মজবুত লাল বেলেপাথরের কাঠামো থেকে একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান।

- **স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য: প্যাভিলিয়নটি দুটি ছোট প্যাভিলিয়নের পাশে একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় হলের সমন্বয়ে গঠিত, যা উচ্চতায় দৃশ্যমান সুন্দর কাঁচযুক্ত খিলানের একটি সিরিজ দ্বারা একীভূত। এই খিলানগুলি স্থানটিকে নিখুঁতভাবে ফ্রেম করে, যা আশেপাশের প্রাচীর এবং নদীর কমান্ডিং ভিস্তা প্রদান করে।**
- **অভ্যন্তরীণ অলঙ্করণ: যদিও মূল অলঙ্করণের অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে, খাস মহল একসময় সমৃদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল। এর অভ্যন্তরীণ অংশে সিলিং এবং দেয়ালে বিস্তৃত স্বর্ণ এবং ফুলের পেইন্টিং রয়েছে। মার্বেল পৃষ্ঠগুলি সূক্ষ্ম ফুলের নিদর্শনগুলির সাথে জটিলভাবে খোদাই করা হয়েছে এবং এতে পিত্রা ডুরা (পাথরের ইনলে) কাজের বিস্তারিত উদাহরণ রয়েছে, যা মুঘল কারিগরদের ব্যতিক্রমী দক্ষতা প্রদর্শন করে।**



















পরিচয় এবং অবস্থান
বাঙালি মহলটি জেনানা (ইম্পেরিয়াল হেরেম বা মহিলাদের কোয়ার্টার) গঠিত বিশাল এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এটি অনেক বড় আকবরী মহলের দক্ষিণে অবস্থিত এবং দুর্গে টিকে থাকা হিন্দু-অনুপ্রাণিত শৈলীর সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রাসাদ।

- **নির্মাতা এবং শৈলী: এটি 16 শতকের মাঝামাঝি আকবর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, এটিকে দুর্গের অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের ভিত্তিগত কাঠামোগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।**
- **বিকল্প নাম: এর বিশাল আকার এবং আকবরের প্রধান প্রাসাদের সংলগ্ন অবস্থানের কারণে, এটিকে প্রায়শই বৃহত্তর কমপ্লেক্সের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং আকবরী মহলের অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।**

স্থাপত্য তাত্পর্য: ফিউশন শৈলী
বাংলা মহল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য অধ্যয়নের অংশ কারণ এটি শাহজাহানের সাদা মার্বেল যুগের পরিমার্জনার আগে আকবরের সময়ের নবজাতক, যুগান্তকারী মুঘল সংমিশ্রণ শৈলী প্রদর্শন করে।

- **উপাদান: এটি পুরোপুরি শক্ত লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, আকবরের নির্মাণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাদান।**
- **হিন্দু প্রভাব: প্রাসাদটির নাম 'বাঙালি' রাখা হয়েছে অগত্যা একজন বাঙালি স্থপতির কারণে নয়, তবে সম্ভবত এই কারণে যে এর শৈলীতে বাংলা ও গুজরাটের অঞ্চল থেকে ধার করা স্বতন্ত্র স্থাপত্য উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আকবরের ধর্মীয় ও শৈল্পিক একীকরণের নীতিকে প্রতিফলিত করে।**
- **ছত্রিস: ছাদের লাইনে অসংখ্য ছত্রী (গম্বুজযুক্ত কিয়স্ক) রয়েছে যা ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু বা রাজপুত স্থাপত্যের উপাদান।**
- **খিলানগুলির অভাব: পরবর্তী মুঘল ভবনগুলির বিপরীতে, বাঙালি মহল ট্রাবেটেড নির্মাণের ব্যাপক ব্যবহার করে - যার অর্থ এটি ক্লাসিক ইসলামিক পয়েন্টেড আর্চের পরিবর্তে পোস্ট-এন্ড-লিন্টেল (বা বন্ধনী) সিস্টেম ব্যবহার করে। দেয়ালগুলিতে বিশাল, সুন্দরভাবে খোদাই করা বেলেপাথরের বন্ধনী রয়েছে যা ভারী লিন্টেল এবং ইভগুলিকে সমর্থন করে।**

ফাংশন এবং অভ্যন্তর
জেনানার অংশ হিসেবে, বাঙালি মহলকে রাজকীয় মহিলাদের জন্য, বিশেষ করে আকবরের অনেক স্ত্রী এবং উপপত্নীদের জন্য একটি ব্যক্তিগত এবং নির্জন বাসস্থান হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল।

- **আঙ্গিনা এবং গোপনীয়তা: প্রাসাদটি প্রশস্ত অভ্যন্তরীণ উঠোনের চারপাশে সংগঠিত, ছোট, অন্তরঙ্গ কক্ষগুলি তাদের থেকে দূরে নিয়ে যায়। উঁচু দেয়াল এবং ন্যূনতম বাহ্যিক জানালা রাজকীয় মহিলাদের নির্জনতা (পরদা) নিশ্চিত করেছিল।**
- **কুলিং সিস্টেম: সমস্ত ইম্পেরিয়াল স্ট্রাকচারের মতো, এটি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে নিরোধকের জন্য পুরু দেয়াল এবং নিষ্ক্রিয় শীতলকরণের সুবিধার্থে জল প্রবাহের জন্য চ্যানেল রয়েছে।**

5.4.3 তাজ ভিউ পয়েন্ট ADA

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

অ্যাক্সেস: আপনাকে অবশ্যই ট্যাক্সি, অটো-রিকশা বা ভাড়া করা গাড়িতে আসতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সহজে যাওয়া যায় না।

সময়: প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে 12.00 মধ্যরাত পর্যন্ত।

প্রবেশ মূল্য:

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

- **ভারতীয়: ₹50**
- **বিদেশী: ₹200**

সূর্যাস্ত মধ্যরাত 12

- **ভারতীয়: ₹200**
- **বিদেশী: ₹500**

সেরা স্পট: নদীর ধারে হাঁটা। সাধারণত মনোনীত মার্বেল প্ল্যাটফর্ম বা উত্থাপিত অঞ্চল রয়েছে যা নদী জুড়ে সবচেয়ে পরিষ্কার, বাধাহীন দৃশ্য সরবরাহ করে।

তাজ ভিউ পয়েন্ট, আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ADA) দ্বারা পরিচালিত এবং কখনও কখনও স্থানীয়ভাবে মেহতাব বাগ ভিউপয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয় (যদিও এটি মেহতাব বাগ থেকে আলাদা), তাজমহলের একটি নির্মল এবং ফটোজেনিক দৃষ্টিকোণ সরবরাহ করে।

যদিও বেশিরভাগ দর্শনার্থীরা তাজমহল কমপ্লেক্সের ভিতর থেকে স্মৃতিস্তম্ভটি অনুভব করেন, এই দৃষ্টিকোণটি যমুনা নদীর বিপরীত তীর থেকে একটি বিস্তৃত দৃশ্য প্রদান করে। প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ দ্বারা নির্মিত তাজমহলের মহিমা ক্যাপচার করার জন্য এটি একটি ভাল জায়গা।



5.5 দিন 5: আগ্রা থেকে জয়পুরে স্থানান্তর

আজ আপনার আগ্রা থেকে গোলাপী শহর জয়পুরে স্থানান্তরের দিন। যদিও সরাসরি যাত্রা ট্রেন বা পাবলিক বাস দ্বারা সম্ভব, আমরা দৃঢ়ভাবে একটি ডেডিকেটেড ব্যক্তিগত স্থানান্তর বা শেয়ার্ড ট্যুর বুক করার পরামর্শ দিই। এটি একটি সাধারণ যাতায়াতকে একটি সমৃদ্ধ দর্শনীয় দিনে রূপান্তরিত করে, আপনাকে দর্শনীয় আকর্ষণগুলিতে থামতে দেয় যা উত্তর ভারতের ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করে।

ভিয়েটর,ত্রিপদভাইজার, এবংGetYourGuide-এ একাধিক ট্যুর রয়েছে।



A =আগ্রা
B =জয়পুর
1 =ফতেপুর সিক্রি ফোর্ট
2 =চাঁদ বাওরি স্টেপওয়েল (ব্যাটম্যান স্টেপওয়েল)

ড্রাইভ এবং ক্রিটিক্যাল টাইমিং

আগ্রা থেকে জয়পুর পর্যন্ত ড্রাইভটি প্রায় 160 মাইল (250 কিমি) কভার করে এবং স্টপ ছাড়াই প্রায় 4.5 থেকে 5 ঘন্টা সময় নেয়। যাইহোক, দুটি প্রধান ঐতিহাসিক চক্কর দিয়ে, আপনার পুরো দিনের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত (ভ্রমণ এবং দর্শনীয় স্থানগুলি সহ) 8 থেকে 10 ঘন্টা সময় লাগবে।

টাইমিং সম্পর্কে সতর্কতা

আপনাকে অবশ্যই সকাল 10:00 AM এর পরে আগ্রা ত্যাগ করতে হবে। আদর্শভাবে, আপনার সকাল 9:00 এর মধ্যে চলে যাওয়া উচিত।
এর কারণ হল আপনার দ্বিতীয় প্রধান স্টপ, চাঁদ বাওরি স্টেপওয়েল, একটি সরকার-পরিচালিত সাইট যা সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকে না। এটি বন্ধ হওয়ার আগে (সাধারণত 5:00 PM এবং 6:00 PM এর মধ্যে) এই অবিশ্বাস্য কাঠামোটি দেখার জন্য আপনার পর্যাপ্ত সময় আছে তা নিশ্চিত করার জন্য, একটি তাড়াতাড়ি প্রস্থান আলোচনাযোগ্য নয়। দেরিতে শুরুর কারণে এটি মিস করা একটি বড় হতাশা হবে!

স্টপ 1:ফতেপুর সিক্রি ফোর্ট(আগ্রা থেকে আনুমানিক 1 ঘন্টা)
আপনার প্রথম স্টপ হবে ফতেহপুর সিক্রির বিস্তীর্ণ লাল বেলেপাথর কমপ্লেক্স, মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্দান্ত কিন্তু স্বল্পস্থায়ী রাজধানী।
অনেক, কিন্তু সব নয়, ট্যুরে গাইড সহ একটি হাঁটা সফর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মতে, এখানে একটি গাইড অবশ্যই মূল্যবান।

সময়কাল: এখানে 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য পরিকল্পনা করুন। আপনি যদি দেরিতে শুরু করেন তবে আপনার ড্রাইভার এবং গাইডের সাথে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না যে আপনি চাঁদ বাওরি স্টেপওয়েল দেখতে চান এবং সময়মতো এই আকর্ষণটি ছেড়ে যেতে চান।





- **ফাউন্ডেশন: 1571 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নির্মাণ শুরু হয়। আকবর বেলেপাথরের পাহাড়ের একটি চূড়া বেছে নিয়েছিলেন, যা যৌক্তিকভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল কিন্তু একটি প্রতিরক্ষাযোগ্য স্থানের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রকল্পটি একটি বিদ্যমান শহরের একটি সহজ সংযোজন ছিল না; এটি ছিল গ্রাউন্ড আপ থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন সাম্রাজ্যিক পুঁজির সৃষ্টি, যা 20,000 এরও বেশি দরবারী, সৈন্য, শিল্পী এবং চাকরদের আনুমানিক জনসংখ্যাকে মিটমাট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।**

- **শহরের প্রাচীর: প্রতিষ্ঠিত আগ্রা ফোর্টের বিপরীতে, ফতেহপুর সিক্রির একটি ব্যাপক নগর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। আকবর বসতিকে ঘিরে একটি 4.4 মাইল (7 কিমি) দীর্ঘ নগর প্রাচীর (দর্শনা) নির্মাণ করেন। একই স্থানীয় লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত এই প্রাচীরটি নতুন রাজধানীর আনুষ্ঠানিক সীমানা নির্ধারণ করে দিল্লি গেট এবং আগ্রা গেট সহ নয়টি বিশাল গেটওয়ে দ্বারা বিরামচিহ্নিত ছিল। আগে থেকে কোন প্রাচীর ছিল না; এটি ছিল বিশাল, পরিকল্পিত নির্মাণ প্রকল্পের অংশ।**

২. দ্য বিল্ডার্স, পেস এবং স্কোপ (1571-1585)
পুরো কমপ্লেক্সটি একটি প্রচণ্ড গতিতে নির্মিত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে ৪ থেকে 10 বছরের মধ্যে, যা মুঘল ওয়ার্কশপগুলির (কারখানা) দক্ষ পরিচালনার একটি প্রমাণ।

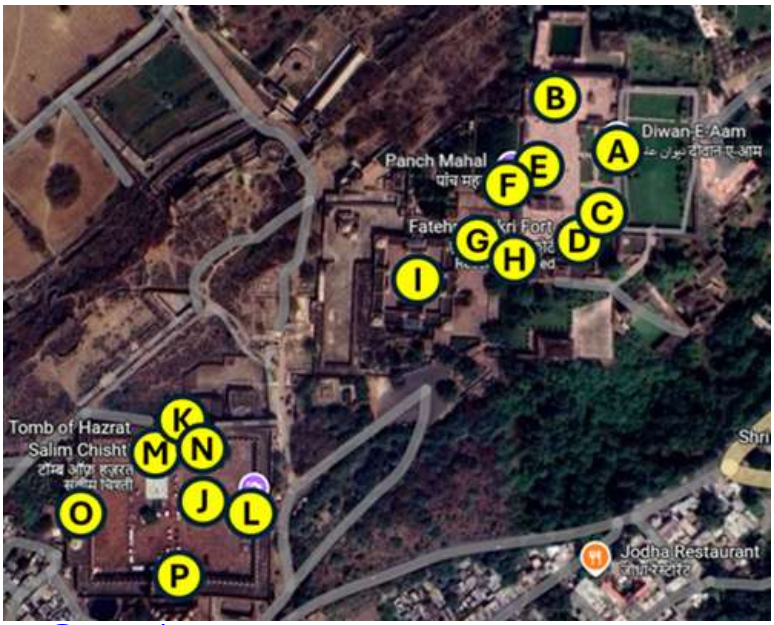
- **দ্য মাস্টার বিল্ডার্স: যদিও সামগ্রিক নকশা আকবর নিজেই তত্ত্বাবধান করতেন, যিনি একজন প্রখর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রায়শই নান্দনিক বিবরণ পরিচালনা করতেন, নির্মাণটি স্থানীয় গুজরাটি, রাজস্থানী এবং মধ্য ভারতীয় রাজমিস্ত্রি এবং কারিগরদের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। হিন্দু এবং জৈন কারিগরদের উপর এই নির্ভরতা ঐতিহ্যগত স্তম্ভ-এবং-বিম স্থাপত্যের প্রভাবশালী ব্যবহার এবং প্রাসাদ জুড়ে দেখা জটিল খোদাই শৈলী ব্যাখ্যা করে।**
- **বিল্ডিং প্রোগ্রাম: আকবর একই সাথে প্রতিটি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, আবাসিক এবং ধর্মীয় কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন:**
    - **প্রশাসনিক হৃদয়: দিওয়ান-ই-আম (পাবলিক অডিয়েন্স) এবং দিওয়ান-ই-খাস (বেসরকারি শ্রোতা)।**
    - **ধর্মীয় কেন্দ্র: বিশাল জামে মসজিদ এবং পরবর্তী সুউচ্চ বুলন্দ দরওয়াজা।**
    - **আবাসিক কোয়ার্টার: তার প্রধান তিন স্ত্রীর (যোধা বাই, রুকাইয়া বেগম এবং সালিমা সুলতান বেগম) জন্য বিস্তৃত প্রাসাদ, পঞ্চমহল এবং বীরবলের মতো ছোট ঘর।**
    - **ইউটিলিটি স্ট্রাকচার: জলাধার, ট্রেজারি বিল্ডিং, টাকশাল, আস্তাবল এবং একটি অত্যাধুনিক অভ্যন্তরীণ জল ব্যবস্থা (খাল, ট্যাঙ্ক এবং একটি বড় কৃত্রিম হ্রদ)।**
- **তিনি কি পুরাতন আশেপাশের এলাকাগুলোকে ভেঙে দিয়েছিলেন? যদিও এলাকাটি একটি ছোট গ্রাম (সিক্রি) এবং একটি সুফি বসতি ছিল, দিল্লি বা আগ্রায় দেখা যায় এমন স্কেলে পূর্বে ব্যাপক নগর ধ্বংসের কোনো প্রমাণ নেই। আকবর তার গ্র্যান্ড শহরটি একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, উঁচু জায়গায় তৈরি করেছিলেন, শ্রদ্ধেয় শেখ সেলিম চিশতীর বিদ্যমান বসতিকে চূড়ান্ত বিন্যাসে (জামে মসজিদ কমপ্লেক্স) একীভূত করে।**

- **নিখুঁত সংরক্ষণ: শুষ্ক জলবায়ু জটিল পাথরের খোদাইকে উল্লেখযোগ্য অবস্থায় রেখেছে।**
- **স্কেল: কমপ্লেক্সের আকার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিস্ময়কর।**

5.5.1.0 ফতেহপুর সিক্রির স্ব-নির্দেশিত সফর

ভর্তি ফি নোট: ফতেহপুর সিক্রিতে দুটি স্বতন্ত্র এলাকা রয়েছে, প্রতিটির নিজস্ব প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে:

1. **ইম্পেরিয়াল/প্যালেস কমপ্লেক্স: একটি একক, প্রদত্ত প্রবেশ টিকিট প্রয়োজন।**
2. **ধর্মীয় কমপ্লেক্স (জামে মসজিদ): প্রবেশ সাধারণত বিনামূল্যে, কারণ এটি একটি কর্মরত ধর্মীয় স্থান। যাইহোক, বুলন্দ দরওয়াজা প্রবেশদ্বার (যদি বাইরে থেকে আসে) এবং স্থানীয় গাইড/পরিষেবাগুলির জন্য আলাদা ফি রয়েছে।**



A =দিওয়ান-ই-আম
B =দিওয়ান-ই-খাস
C =তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ
D =অনুপ তালাও
ই =হাউজ-ই-শিরিন (হাতির পাত্র)
F =পঞ্চমহল
G =মরিয়মের বাড়ি/সুনেহরা মাকান
H =যোধবাইয়ের রান্নাঘর
আমি =যোধা বাইয়ের প্রাসাদ
J =জামে মসজিদ
K =উত্তর গেট
L =বাদশাহী দরওয়াজা
M =শেখ সেলিম চিশতীর সমাধি
N =ইসলাম খানের সমাধি সহ রাজকীয় কবরস্থান
O =ইওয়ান
P =বুলন্দ দরওয়াজা















স্থাপত্য উদ্ভাবন: মহান কেন্দ্রীয় স্তম্ভ
দিওয়ান-ই-খাসকে যা আলাদা করে তা হল এর বৈপ্লবিক অভ্যন্তরীণ নকশা, যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে একক, বিশাল উপাদান দ্বারা প্রভাবিত:

- **স্তম্ভ: হলের কেন্দ্র থেকে উঠে আসা একটি বিশাল, অত্যন্ত অলঙ্কৃত কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত এই স্তম্ভটিতে জটিল খোদাই করা হয়েছে এবং এটি একটি জটিল, স্টাইলাইজড পদ্ম বা কলশের আকারে ডিজাইন করা হয়েছে।**
- **আকবরের সিংহাসন: স্তম্ভের শীর্ষে, একটি বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্ম চব্বিশটি সর্প বন্ধনী দ্বারা সমর্থিত যা বাইরের দিকে বিকিরণ করে। এই মঞ্চটি আকবরের সিংহাসন হিসেবে কাজ করেছিল। তিনি প্রাচীরের মধ্যে নির্মিত একটি সরু, গোপন সিঁড়ি দিয়ে আরোহণ করবেন।**
- **সেতুগুলি: চারটি সরু, ঘেরা ওয়াকওয়ে কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে চেম্বারের চার কোণ পর্যন্ত প্রসারিত, একটি গ্যালারি স্তর তৈরি করে যা ঘরটি বেজে ওঠে।**

ফাংশন: চিন্তার চারটি বিদ্যালয়
স্থাপত্যটি ইচ্ছাকৃতভাবে হলের কার্যকারিতা প্রতিফলিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল: বিতর্ক, আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য একটি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত, ব্যক্তিগত স্থান।

- **প্রাইভেট কোর্ট: দিওয়ান-ই-খাস নির্বাচিত কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশী রাষ্ট্রদূত বা ধর্মীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যবহৃত হত। এটি কঠোরভাবে সীমিত ছিল, আদালতের শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োগ করে।**
- **ইবাদত খানা (উপাসনা ঘর): এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এই কাঠামোটি আকবরের ইবাদত খানা হিসাবে বা সংলগ্ন কাজ করেছিল, যেখানে তিনি সমস্ত ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিখ্যাত বিতর্কগুলি স্পনসর করেছিলেন: মুসলিম, হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান এবং জরথুস্ট্রিয়ানদের মধ্যে।**
- **প্রতীকী আসন: বিন্যাসটি উজ্জ্বলভাবে প্রতীকী: আকবর, তার কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে উন্নীত, নিরপেক্ষ মডারেটর বা অক্ষ মুন্ডি (বিশ্বের কেন্দ্র) হিসাবে অবস্থান করেছিলেন। তার সিংহাসন থেকে বিকিরণকারী চারটি পথ বিতার্কিক বা কর্মকর্তাদের চারটি প্রধান দলকে সম্রাটের মতো একই উচ্চ স্তরে কোণার প্ল্যাটফর্মে বসতে দেয়, প্রতীকীভাবে তার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রেখে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে।**

এই উদ্ভাবনী নকশাটি দিওয়ান-ই-খাসকে শুধু একটি সুন্দর ভবন নয়, বরং আকবরের সুল-ই-কুল (সর্বজনীন শান্তি) দর্শনের একটি বাস্তব উপস্থাপনা করে, যেখানে সমস্ত ধর্মীয় ধারণাগুলিকে আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়েছিল।

5.5.1.C তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ: পাথরের একটি জুয়েল বক্স

ফতেহপুর সিক্রির তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ (তুর্কি সুলতানা কা মহল) অনেক স্থাপত্য ইতিহাসবিদরা পুরো শহরের সবচেয়ে নিখুঁতভাবে খোদাই করা ভবন হিসেবে বিবেচিত। তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের সত্ত্বেও, এই সূক্ষ্ম কাঠামোটি কারুশিল্পের একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব এবং সম্রাট আকবরের অধীনে মুঘল দরবারী জীবনের অন্তরঙ্গ বিবরণে আগ্রহী দর্শকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপ।



















5.5.1.D অনুপ তালাও

অনুপ তালাও (অতুলনীয় পুল) হল ফতেহপুর সিক্রির প্রাসাদ কমপ্লেক্সের সবচেয়ে বিখ্যাত শোভাময় জলাশয়। এটি এমন একটি কাঠামো যা সম্রাট আকবর দ্বারা লালিত পরিশীলিত সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক পরিবেশকে পুরোপুরি মূর্ত করে, যা সঙ্গীত, কবিতা এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার একটি মঞ্চ হিসাবে পরিবেশন করে।







অবস্থান এবং অনন্য ডিজাইন

অনুপ তালাও কৌশলগতভাবে ব্যক্তিগত ইম্পেরিয়াল আবাসিক এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, অবিলম্বেতুর্কি সুলতানার প্রাসাদ, এবংদিওয়ান-ই-খাসসহ শহরের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাঠামোগুলির কিছু দ্বারা বেষ্টিত।

- **গঠন: তালাও একটি বড়, জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত বর্গাকার ট্যাঙ্ক। এর উজ্জ্বলতা এর অনন্য কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: পুলের মাঝখানে নির্মিত একটি বর্গাকার পাথরের প্ল্যাটফর্ম।**
- **সেতুগুলি: চারটি সরু, আলংকারিক পাথরের সেতু পুলের কোণ থেকে বিকিরণ করে, কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে মিলিত হয়।**





5.5.1.ই হাউজ-ই-শিরিন: সম্রাটের বিশাল বেসিন

হাউজ-ই-শিরিন (অর্থাৎ 'মিষ্টি জলের ট্যাঙ্ক' বা 'মিষ্টি জলের পুল') ফতেহপুর সিক্রি প্রাসাদ কমপ্লেক্সের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং দৃশ্যত গ্রেপ্তারকারী নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি বিল্ডিং নয়, কিন্তু একটি একক, নিপুণভাবে খোদাই করা পাথরের বিশাল অংশ যা সম্রাট আকবরের দরবারের আনুষ্ঠানিকতা এবং লজিস্টিক স্কেল সম্পর্কে ভলিউম বলে।



স্কেল এবং উপাদান মাস্টারপিস

হাউজ-ই-শিরিনের সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ছাপ হল এর নিছক আকার। এটি একটি স্মারক, বাটি-আকৃতির পাত্র যা সম্পূর্ণভাবে গভীর লাল বেলেপাথরের এক টুকরো থেকে খোদাই করা হয়েছে।

- **ইঞ্জিনিয়ারিং ফিট: বেশ কয়েক টন ওজনের, এই অববাহিকাটির বর্তমান অবস্থানে তৈরি এবং পরিবহন 16 শতকে আকবরের নির্মাতাদের জন্য উপলব্ধ অসাধারণ প্রকৌশল শক্তি এবং অত্যাধুনিক রসদ প্রদর্শন করে।**
- **নান্দনিকতা: বাহ্যিক অংশটি সরল, মার্জিত খোদাই দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে, রিমের চারপাশে একটি পুরু, বিনুনিযুক্ত দড়ি মোটিফ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সাজসজ্জার এই সংযম নিশ্চিত করে যে ফোকাস সম্পূর্ণরূপে বস্তুর ত্রুটিহীন প্রতিসাম্য এবং শক্তিশালী স্কেলের উপর থাকে।**

ফাংশন তত্ত্ব

ঐতিহাসিকরা হাউজ-ই-শিরিনের সুনির্দিষ্ট, দৈনন্দিন কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক করেন, কিন্তু সমস্ত তত্ত্ব ইম্পেরিয়াল কোর্টে এর আনুষ্ঠানিক গুরুত্বের দিকে নির্দেশ করে:

1. **ইম্পেরিয়াল ওয়াটার রিজার্ভার: সবচেয়ে সাধারণ তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে বেসিনটি সম্রাট এবং রাজপরিবারের জন্য বিশুদ্ধ এবং শীতল পানীয় জল সঞ্চয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ক্ষমতা একটি অবিচ্ছিন্ন, অ্যাক্সেসযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে, যা উত্তপ্ত জলবায়ুতে বেসিনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হিসাবে তৈরি করবে।**
2. **এলিফ্যান্ট ট্রফ: এর বিশাল মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য একটি তত্ত্ব পরামর্শ দেয় যে এটি সম্রাটের প্রিয় হাতি বা অন্যান্য বড়, উচ্চ-মর্যাদার সাম্রাজ্যিক প্রাণীদের জন্য**

5.5.1.F পঞ্চমহল: বাতাসের পাঁচতলা প্রাসাদ

পঞ্চমহল (পাঁচতলা প্রাসাদ) ফতেহপুর সিক্রির সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন এবং স্থাপত্যের দিক থেকে উদ্ভাবিত কাঠামোগুলির মধ্যে একটি। জেনানা (মহিলাদের কোয়ার্টার) সংলগ্ন অবস্থিত, এই অনন্য প্যাভিলিয়নটি সম্রাট আকবর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এটি অত্যন্ত আসল, বহু-স্তর বিশিষ্ট ডিজাইনের জন্য পালিত হয়, যা ইসলামিক, ফার্সি এবং ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যকে একত্রিত করে।























5.5.1.H Jodhbai's Kitchen: The Royal Bawarchi Khana

ফতেহপুর সিক্রিতে যোধবাইয়ের রান্নাঘর (জোধবাই কা রসোই) নামে পরিচিত কাঠামোটি কেবল খাবার তৈরির জায়গা নয়; এটি অবকাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ যা সম্রাট আকবরের বৈচিত্র্যময় এবং বিশাল রাজপরিবার চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিশীলিত রসদ প্রকাশ করে।



অবস্থান এবং পরিচয়

রান্নাঘর কমপ্লেক্সটি কৌশলগতভাবে জেনানা (মহিলাদের কোয়ার্টার) এ অবস্থিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে যোধবাইয়ের প্রাসাদ (বা হারেম প্রাসাদ) নামে পরিচিত মহান প্রাসাদের সরাসরি সংলগ্ন।

- **নির্মাতা এবং উপাদান: এই শহরের সমস্ত প্রধান কাঠামোর মতো, এটি আকবরের রাজত্বকালে (16 শতকের মাঝামাঝি) শক্ত লাল বেলেপাথর ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল।**
- **নাম: নামটি এটিকে জোধবাইয়ের সাথে যুক্ত করে (একটি জনপ্রিয়, যদিও সম্ভবত ঐতিহাসিকভাবে ভুল, আকবরের রাজপুত স্ত্রীদের একজনের নাম)। পাশের প্রাসাদে কে থাকুক না কেন, রান্নাঘরের নৈকট্য জোর দেয় যে এটি রাজকীয় পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ-মর্যাদার মহিলাদের সেবা করার উদ্দেশ্যে ছিল।**

ফাংশন স্থাপত্য সূত্র

যোধবাইয়ের রান্নাঘরের স্থাপত্যটি কঠোর এবং কার্যকরী, কাছাকাছি সমৃদ্ধ খোদাই করা প্রাসাদের সাথে তীব্রভাবে বিপরীত। এর নকশা শত শত মানুষের জন্য রান্নার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়।

- **সরল কাঠামো: বিল্ডিংটি সরল, আয়তাকার কক্ষ এবং উঠানের একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত। এটি অলঙ্করণের সাথে কম এবং বায়ুচলাচল, তাপ ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়িত্বের সাথে বেশি।**
- **চিমনি এবং বায়ুচলাচল: কাজের জায়গাগুলি থেকে ধোঁয়া এবং তাপকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা বেশ কয়েকটি খোলা ভেন্ট এবং পুরু দেয়ালের উপস্থিতি সবচেয়ে বলার বৈশিষ্ট্য। বাবুর্চিদের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক বায়ুচলাচল ছিল সর্বাগ্রে।**

- **পাথরের তাক এবং হুক: অভ্যন্তরীণ দেয়ালে সাধারণ পাথরের তাক এবং কুলুঙ্গি রয়েছে যেখানে মশলা, তেল এবং পাত্রগুলি সংরক্ষণ করা হত। পাথরের হুক সম্ভবত রান্নার সরঞ্জাম এবং মাংস ঝুলানোর জন্য ব্যবহৃত হত।**

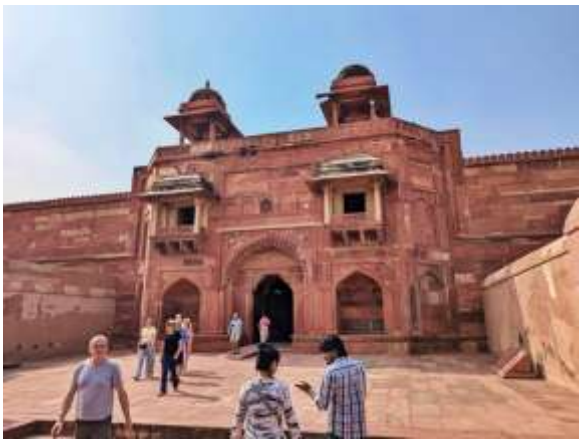
মুঘল খাবারের রসদ

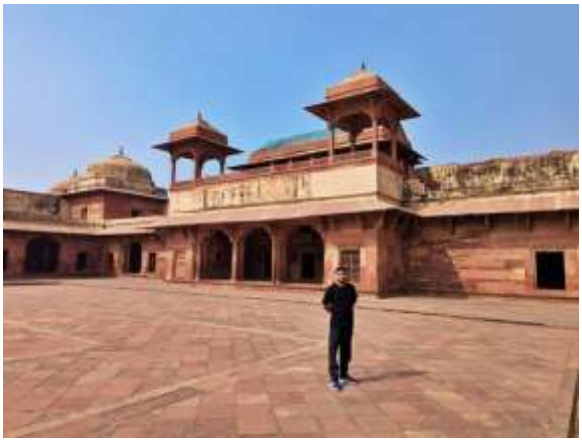
একটি উত্সর্গীকৃত রাজকীয় রান্নাঘরের অস্তিত্ব মুঘল দরবারকে খাওয়ানোর অবিশ্বাস্য জটিলতা তুলে ধরে:

- **বৈচিত্র্য: মুঘল দরবারের রন্ধনপ্রণালী ছিল পারস্য, মধ্য এশীয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভারতীয় শৈলীর (বিশেষ করে রাজস্থানী এবং কাশ্মীরি), আকবরের একীকরণের নীতিকে প্রতিফলিত করে। রান্নাঘরের এই বিশাল রন্ধনসম্পর্কীয় পরিসীমা পরিচালনা করার জন্য বিশেষ এলাকা এবং সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে।**
- **রান্নাঘর স্টাফ: প্রকৃত রান্নাটি অত্যন্ত দক্ষ পুরুষ বাবুর্চিদের (বাওয়ার্চিস) একটি বড়, বিশেষ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, প্রায়শই বিশ্বস্ত মহিলা পরিচারিকাদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়, যারা নিশ্চিত করে যে রাজকীয় মহিলাদের নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকাগত প্রয়োজনীয়তা (এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন) অনুযায়ী খাবার প্রস্তুত করা হয়েছে।**

5.5.1.I যোধবাইয়ের প্রাসাদ: হারেমের গ্র্যান্ড প্যালেস

যোধবাইয়ের প্রাসাদ নামে পরিচিত প্রাসাদটি ফতেপুর সিক্রির সবচেয়ে বড় এবং তর্কযোগ্যভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক ভবন। আনুষ্ঠানিকভাবে হারেম প্রাসাদ বা জাহাঙ্গিরি মহল নামে পরিচিত (যেটি পরে তার ছেলের নামকরণ করা হয়েছিল), এই বিশাল কাঠামোটি সম্রাট আকবরের দরবারের মহিলাদের জন্য প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং তার প্রাথমিক স্থাপত্য শৈলীর মুকুট উদাহরণ হিসাবে কাজ করে।











আটকে গেছে, এবং প্রাসাদটি আকবরের প্রধান রাজপুত স্ত্রী বা রাণীদের বাসস্থান হিসাবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

আর্কিটেকচারাল ফিউশন: দুর্গ এবং সৌন্দর্য

হারেম প্রাসাদের নকশা পুরোপুরি সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের মুঘল নীতিকে প্রতিফলিত করে, একটি রাজপুত জমিদারের নান্দনিকতার সাথে একটি দুর্গের নিরাপত্তা মিশ্রিত করে।

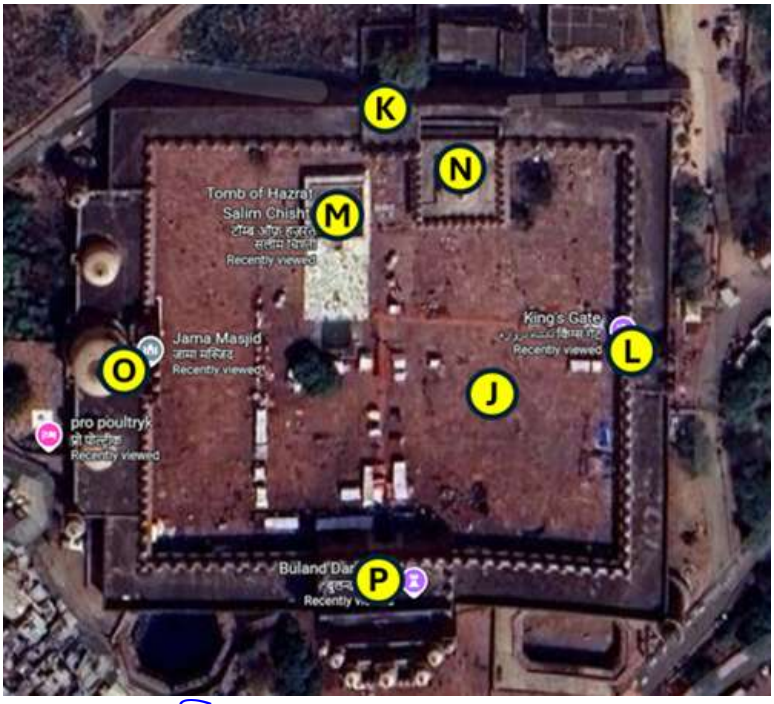
- **উপাদান এবং দুর্গ: এটি প্রায় সম্পূর্ণ রুক্ষ-কাটা লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, এটি একটি শক্তিশালী, প্রতিরক্ষাযোগ্য চেহারা দেয়। বাহ্যিক দেয়ালগুলি পুরু এবং উঁচু, এবং প্রধান প্রবেশদ্বার - দুটি বিশাল, বহুমুখী বেলেপাথরের স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত একটি দুর্দান্ত প্রবেশদ্বার - জেনানা (হারেম) এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণের চরম স্তরের নির্জনতা এবং নিরাপত্তার পরামর্শ দেয়।**
- **হিন্দু-রাজপুত উপাদান: অভ্যন্তরীণ নকশায় খিলানের পরিবর্তে ট্রাবেটেড শৈলী (পোস্ট-এন্ড-লিন্টেল নির্মাণ) দ্বারা প্রাধান্য রয়েছে। স্তম্ভগুলি ভারী, বিস্তৃতভাবে খোদাই করা বন্ধনী এবং বিম দ্বারা আবদ্ধ যা সাধারণত রাজপুত প্রাসাদে পাওয়া যায়। এই খোদাইগুলিতে প্রায়শই ময়ূর এবং হাতির মতো প্রাকৃতিক মোটিফগুলি দেখা যায়।**
- **প্রাঙ্গণ: প্রাসাদটি একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় উঠানের চারপাশে সংগঠিত, যা আলো, বাতাস এবং ব্যক্তিগত রাজকীয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্থান প্রদান করে, যা সম্পূর্ণরূপে বাইরের বিশ্ব থেকে রক্ষা করে।**

জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং আবাসিক ফাংশন

লেআউটটি বিশেষভাবে কঠোর উত্তর ভারতীয় জলবায়ুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:

- **মৌসুমী স্থান: প্রাসাদে আলাদা আলাদা উপরের-তলা অ্যাপার্টমেন্ট এবং নীচের কক্ষ রয়েছে। নিচতলায় ছোট, আবদ্ধ কক্ষগুলি সম্ভবত শীতল শীতের মাসগুলিতে ব্যবহার করা হত, যখন উপরের তলায় আরও খোলা, বাতাসযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট এবং উত্তরে প্যাভিলিয়ন (যোধবাইয়ের রান্নাঘরের কাছে) গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা হত।**
- **ধর্মীয় স্থান: পশ্চিম দিকের কাঠামোর মধ্যে নির্মিত একটি ছোট হিন্দু মন্দির (এখন বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত) রাজপুত রাণীর প্রতি প্রাসাদের উৎসর্গকে তুলে ধরে এবং আকবরের ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির (সুল-ই-কুল) উপর জোর দেয়।**

২. ধর্মীয় কমপ্লেক্স (জামে মসজিদ)
একটি পৃথক, উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এই কমপ্লেক্সটি শেখ সেলিম চিশতী যেখানে বসবাস করতেন সেই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে এবং এখনও প্রার্থনার একটি সক্রিয় স্থান।



J =জামে মসজিদ
K =উত্তর গেট
L =বাদশাহী দরওয়াজা
M =শেখ সেলিম চিশতীর সমাধি
N =ইসলাম খানের সমাধি সহ রাজকীয় কবরস্থান
O =ইওয়ান
P =বুলন্দ দরওয়াজা

5.5.1. জে জামে মসজিদ, ফতেহপুর সিক্রি: সমস্ত মসজিদের মা

ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদ (অর্থাৎ 'সামাজিক মসজিদ') শুধু একটি ভবন নয়; এটি সমগ্র সাম্রাজ্য শহরের আধ্যাত্মিক হৃদয়। 1571 সালে সম্রাট আকবর দ্বারা নির্মিত, এটি ছিল নতুন রাজধানীতে সম্পন্ন করা প্রথম কাঠামো এবং এটি মুঘল যুগের সবচেয়ে মহৎ মসজিদগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়।

















- **ফাংশন: এটি হল সবচেয়ে পবিত্র প্রবেশদ্বার—প্রার্থনা কক্ষের স্মৃতিসৌধ। যেহেতু কাঠামোটি পশ্চিমে মক্কার (কিবলা) দিকে মুখ করে থাকে, তাই ইওয়ান প্রার্থনার দিক নির্দেশ করে এবং আঙিনায় দৃশ্যত আধিপত্য বিস্তার করে।**

জামা মসজিদ কমপ্লেক্স হল ফতেহপুর সিক্রির আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক উচ্চ স্থান, যা সফলভাবে সুফি ভক্তির ঘনিষ্ঠতার সাথে সাম্রাজ্যিক স্থাপত্যের মহিমাকে মিশ্রিত করেছে।



- **বৈশিষ্ট্য: এর সমকক্ষদের মতো, গেটটিতে প্রতিরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকত যেমন দেয়ালের পুরুত্বের মধ্যে প্রহরী চেম্বার এবং প্রায়শই নজরদারি এবং সাজসজ্জার জন্য প্যারাপেটের সাথে মুকুটযুক্ত ছত্রি (গম্বুজযুক্ত প্যাভিলিয়ন)।**

5.5.1.L বাদশাহী দরওয়াজা (সম্রাটের দরজা)

বাদশাহি দরওয়াজা (আক্ষরিক অর্থে, 'সম্রাটের দরজা') হল ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদের সবচেয়ে স্থাপত্য ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। এটি নিছক একটি উপায় ছিল না, কিন্তু সার্বভৌম এর পবিত্র কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত বিশেষাধিকার একটি ইচ্ছাকৃত বিবৃতি ছিল.



অবস্থান এবং ইম্পেরিয়াল ফাংশন

গেটের অবস্থানটি এর বিশেষত্ব এবং কার্যকারিতা হাইলাইট করে:

- **পূর্ব দেয়াল: বাদশাহী দরওয়াজা মসজিদ প্রাঙ্গণের পূর্ব দেয়ালে অবস্থিত। এই স্থাপনাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজকীয় ব্যক্তিগত আবাসিক কমপ্লেক্স - খোয়াবগাহ (আকবরের ঘুমের চেম্বার) এবং যোধবাইয়ের প্রাসাদ - সরাসরি পূর্বে অবস্থিত।**
- **সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রবেশাধিকার: এর একমাত্র কাজ ছিল সম্রাট আকবরকে বাধ্যতামূলক শুক্রবারের জামাতে নামাজের (জুম্মা) জন্য তার ব্যক্তিগত বাসভবন থেকে সরাসরি মসজিদ প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ এবং তাৎক্ষণিক পথ প্রদান করা।**
- **সার্বভৌমত্বের প্রতীক: এই গেট নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেসের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি নিশ্চিত করে যে সার্বভৌম বুলন্দ দরওয়াজায় জনসমাগম বা উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশকারী দরবারীদের মধ্য দিয়ে না গিয়েই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারে, সম্রাটের অনন্য মর্যাদাকে শক্তিশালী করে।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

বাদশাহী দরওয়াজা হল প্রারম্ভিক মুঘল সামরিক এবং ধর্মীয় স্থাপত্যের একটি স্মারক অভিব্যক্তি, যা টেকসই লাল বেলেপাথর থেকে নির্মিত।

- **দুর্গ নকশা: গেটটি একটি শক্তিশালী, শক্তিশালী দুর্গ কাঠামো হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সম্রাটের উত্তরণের সময় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এর পুরু দেয়াল এবং টাওয়ার তৈরি করা হয়েছিল।**
- **আলংকারিক বিবরণ: প্রবেশদ্বার খিলানটি প্রায়শই বিপরীত সাদা মার্বেল বা হলুদ বেলেপাথরের ইনলে কাজের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা এটিকে আশেপাশের দেয়ালের অভিন্ন লাল বেলেপাথর থেকে আলাদা করে।**

- **ছত্রিস: এটি সাধারণত এর প্যারাপেট বরাবর একাধিক মার্জিত ছত্রী (গম্বুজযুক্ত প্যাভিলিয়ন) দ্বারা মুকুট করা হয়। এগুলি কেবল চাক্ষুষ প্রতিসাম্যই প্রদান করে না বরং রাজকীয় রুটকে উপেক্ষা করে অত্যাবশ্যকীয় গার্ড পোস্ট হিসেবেও কাজ করে।**

বাদশাহী দরওয়াজা ফতেহপুর সিক্রির পরিকল্পনা প্রতিভার একটি আইকনিক প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে, যা সাম্রাজ্যবাদী ভক্তির দাবির সাথে একটি সুরক্ষিত আদালতের চাহিদাকে নির্বিঘ্নে মিশ্রিত করে।

5.5.1.শেখ সেলিম চিশতীর সমাধি: জামে মসজিদের গহনা

জামে মসজিদের বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত, শেখ সেলিম চিশতির সমাধি (দরগাহ) হল ফতেপুর সিক্রির আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এই আদিম সাদা মার্বেল সমাধিটি মসজিদ এবং প্রাসাদের আশেপাশের লাল বেলেপাথরের সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে, যা মুঘল সাম্রাজ্যের কাছে সাধুর পবিত্রতা এবং তাৎপর্যের প্রতীক।













ভবিষ্যদ্বাণী যে একটি শহর নির্মাণ

ফতেপুর সিক্রির পুরো শহরটি এখানে বিশ্রামরত সাধুর কাছে তার অস্তিত্বের কাছে ঋণী। সম্রাট আকবর, একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর জন্য মরিয়া, চিশতী আদেশের একজন শ্রদ্ধেয় সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর পরপরই যখন একটি পুত্র (ভবিষ্যত সম্রাট জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করেন, আকবর ভক্তির বশবর্তী হয়ে তার রাজধানী সাধকের আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করেন।

- **তীর্থযাত্রার একটি স্থান: সমাধিটি আজ তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি শক্তিশালী গন্তব্য। অনেক দর্শনার্থী চেম্বারের চারপাশে বিখ্যাত মার্বেল জলিসের (স্ক্রিন) সাথে একটি সুতো বাঁধতে আসেন, আকবরের আসল প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন।**

আর্কিটেকচারাল মাস্টারপিস: হোয়াইট মার্বেল এলিগেন্স

সমাধিটি তর্কযোগ্যভাবে সমগ্র ফতেহপুর সিক্রি কমপ্লেক্সে জটিল খোদাই এবং নকশার সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ।

- **বৈপরীত্য উপাদান: 1580 এবং 1581 সালের মধ্যে নির্মিত, সমাধিটি মাকরানা থেকে আমদানি করা খাঁটি সাদা মার্বেল ব্যবহার করে, যা মসজিদ কমপ্লেক্সের বাকি অংশে ব্যবহৃত লাল বেলেপাথরের সম্পূর্ণ বিপরীত।**
- **জলিস (স্ক্রিন): সবচেয়ে বিখ্যাত বৈশিষ্ট্য হল অবিচ্ছিন্ন পর্দা (জালি) যা আচ্ছাদিত পথ (বারান্দা) ঘিরে রাখে। মার্বেলটি অবিশ্বাস্যভাবে সূক্ষ্ম, প্রবাহিত, সর্প নিদর্শনগুলিতে খোদাই করা হয়েছে যা প্রায় লেসের মতো প্রদর্শিত হয়, যা সমাধি কক্ষের ভিতরে ফিল্টার করা আলো এবং একটি ইথারিয়াল আভা প্রদান করে।**
- **অনন্য নকশা: সমাধিটি তার প্রশস্ত, ঢালু ইভের জন্যও উল্লেখযোগ্য যা সর্প বন্ধনী দ্বারা সমর্থিত - পারস্য, মধ্য এশীয় এবং আদিবাসী গুজরাটি স্থাপত্য শৈলীর একটি অনন্য সংমিশ্রণ।**

কবরস্থান এলাকা























ইসলাম খানের সমাধি

এই কবরস্থানের সবচেয়ে বিশিষ্ট কাঠামো হল ইসলাম খানের বিশাল, মর্যাদাপূর্ণ সমাধি।

- **পরিচয় ও মর্যাদা: ইসলাম খান ছিলেন শেখ সেলিম চিশতীর নাতি। আকবরের পুত্র, জাহাঙ্গীর, সিংহাসনে আরোহণের পর, ইসলাম খান সাম্রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার প্রভাবশালী গভর্নর (সুবাহদার) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রধান স্থানে তার সমাধি তার দ্বৈত গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে: শেখের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং একজন উচ্চ পদস্থ মুঘল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।**
- **স্থাপত্য: সমাধিটি সম্পূর্ণরূপে লাল বেলেপাথরের তৈরি, প্রথম দিকের মুঘল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থাপত্যের একটি সুন্দর উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বর্গাকার সমাধিটি একটি উঁচু চত্বরে উত্থিত এবং একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ রয়েছে যার চারপাশে মার্জিত খিলান এবং ছত্রী (গম্বুজযুক্ত প্যাভিলিয়ন) রয়েছে যা গভীর ছায়া তৈরি করে।**

অগণিত কবর: একটি আধ্যাত্মিক রাজবংশ

ইসলাম খানের সমাধির চারপাশে কয়েক ডজন সাধারণ কবর রয়েছে, প্রায়শই পরিপাটি সারি করে রাখা হয়। এগুলো অচিহ্নিত নয়; বরং, তারা বৃহত্তর পরিবার এবং মহান সাধকের বংশধরদের বোঝায়।

- **চিশতী পরিবার: এই ছোট সমাধিগুলি চিশতী পরিবারের বংশের অন্যান্য সদস্য এবং যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ব্যক্তিত্বদের অন্তর্গত। এগুলি সাধারণত সরল, উত্থিত বেলেপাথরের প্ল্যাটফর্ম বা সমতল বেলেপাথর সমাধির পাথরের সাথে শীর্ষে থাকা প্ল্যাটফর্মগুলি নিয়ে গঠিত।**
- **আধ্যাত্মিক নৈকট্য: এই কবরগুলিকে সাধুর দরগাহের এত কাছে রাখার ঐতিহ্য আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার একটি গভীর কাজ। এটি একটি ইসলামী রীতি যেখানে মৃত ব্যক্তিদের পবিত্র ব্যক্তির চিরন্তন ছায়ায় শায়িত করা হয়, বিশ্বাস করে যে তারা সাধুর আশীর্বাদপূর্ণ উপস্থিতি এবং সুপারিশ থেকে উপকৃত হবে। এই কবরগুলির নিছক সংখ্যা ফতেপুর সিক্রিতে শেখ সেলিম চিশতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক রাজবংশের আকার এবং দীর্ঘায়ু সম্পর্কে কথা বলে।**

আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক বৈসাদৃশ্য

কবরস্থান এলাকাটি মসজিদ কমপ্লেক্সের মধ্যে পবিত্রতার শ্রেণিবিন্যাসকে চাক্ষুষভাবে শক্তিশালী করে:

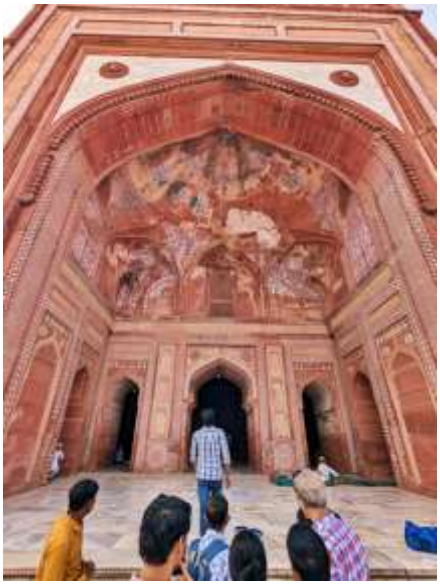
- **বৈপরীত্য: ইসলাম খানের সমাধি, তার মজবুত লাল বেলেপাথরের সাথে, তার পিতামহের দরগার ইথারিয়াল, জালির মতো সাদা মার্বেলের সাথে অবিলম্বে এবং ইচ্ছাকৃত বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। উপাদানের এই পার্থক্যটি পবিত্র (সন্তের সমাধি) এবং রাজকীয়/অস্থায়ী (আধিকারিকের সমাধি) মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে।**
- **সাধুর নৈকট্য: পুরো এলাকাটি আধ্যাত্মিক নৈকট্যের উদ্দেশ্য করে। একজন দরবেশের সমাধির কাছে বংশধর এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দাফন করার অভ্যাস**

একটি ইসলামিক ঐতিহ্য, কারণ এটি বিশ্বাস করা হয় যে মৃত ব্যক্তি অনন্তকালের জন্য পবিত্র ব্যক্তির আশীর্বাদ এবং সুপারিশ থেকে উপকৃত হবে।

5.5.1.O দ্য ইওয়ান (অভয়ারণ্য পোর্টাল): ঈশ্বরের প্রবেশদ্বার

ইওয়ান হল বিশাল, কেন্দ্রীয় খিলানযুক্ত কাঠামো যা জামা মসজিদ প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে আধিপত্য বিস্তার করে। কমপ্লেক্সে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী ঘেরের গেটের বিপরীতে, ইওয়ান হল পবিত্র পোর্টাল যা সরাসরি মসজিদের প্রার্থনা কক্ষে (অভয়ারণ্য) নিয়ে যায়। এটি ফতেপুর সিক্রির আধ্যাত্মিক জীবনের স্থাপত্য কেন্দ্র।































ঐতিহাসিক এবং প্রতীকী উদ্দেশ্য

গেটটি মসজিদের মূল নকশার অংশ ছিল না (1571 সালে সম্পূর্ণ)। আকবর 1576-1577 সালের দিকে গুজরাট রাজ্যের উপর তার নির্ণায়ক বিজয়কে স্মরণ করার জন্য এটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন।

- **ট্রায়াম্ফল আর্চ: এটি একটি ক্লাসিক রোমান-শৈলীর ট্রায়াম্ফল আর্চ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা মুঘল বাগধারায় নির্মিত। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজধানীতে প্রবেশকারী প্রতিটি দর্শনার্থী, সামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয়ের কাছে আকবরের সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং সাফল্যের প্রতীক।**
- **সর্বোচ্চ প্রবেশদ্বার: একটি প্রাকৃতিক শৈলশিরার উপর নির্মিত এবং একটি উঁচু প্লিন্থ দ্বারা আরও উন্নীত, বুলন্দ দরওয়াজা বাইরের স্থল স্তর থেকে প্রায় 54 মিটার (176 ফুট) উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু প্রবেশদ্বারগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এর নিছক স্কেল দর্শনার্থীদের অভিভূত করার উদ্দেশ্যে।**

স্থাপত্য মহিমা এবং বিশদ বিবরণ

বুলন্দ দরওয়াজা হল প্রারম্ভিক মুঘল নকশার একটি মাস্টারপিস, যা পারস্য, মধ্য এশীয় এবং ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীর মিশ্রণ।

- **উপাদান: এটি প্রাথমিকভাবে গভীর লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, সাদা মার্বেল এবং কালো স্লেটে করা যত্নশীল ইনলে কাজের সাথে বিপরীতে।**
- **নকশা: মূল কাঠামোটি একটি বিশাল, সুউচ্চ অর্ধ-অষ্টভুজাকার আকার যা একটি কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভের খিলান (ইওয়ান) দ্বারা প্রভাবিত। এই খিলানটি ছোট পাশের খিলান এবং কিয়স্ক দ্বারা ফ্রেমযুক্ত।**
- **শিলালিপি: কেন্দ্রীয় খিলানে বিখ্যাত ফার্সি ক্যালিগ্রাফি রয়েছে, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি রয়েছে যা ধর্মীয় সহনশীলতা এবং জীবনের ক্ষণস্থায়ীতার কথা বলে। এই বার্তাটি যীশু খ্রীষ্টকে দায়ী করা হয় এবং আকবরের সুল-ই-কুলের (সর্বজনীন শান্তি) দর্শনকে প্রতিফলিত করে।**

ফাংশন এবং ভিজিটর অভিজ্ঞতা

বুলন্দ দরওয়াজা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণের সর্বজনীন প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে।

- **দ্য অ্যাসেন্ট: পদ্ধতির মধ্যে একটি দীর্ঘ, খাড়া ফ্লাইটের ধাপে আরোহণ জড়িত, যা গেটের উচ্চতাকে জোর দেয় এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশের একটি নাটকীয় অনুভূতি প্রদান করে।**
- **বৈপরীত্য: গেট দিয়ে যাওয়ার পর, দর্শনার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে জামে মসজিদের নির্মল এবং বিস্তীর্ণ খোলা প্রাঙ্গণের সাথে দেখা হয়, যা কোলাহলপূর্ণ, ব্যস্ত বাহ্যিক এবং শান্ত, ধর্মীয় অভ্যন্তরের মধ্যে একটি শক্তিশালী বৈসাদৃশ্য প্রদান করে।**

বুলন্দ দরওয়াজাটি ফতেহপুর সিক্রির সবচেয়ে আইকনিক চিত্র হিসাবে রয়ে গেছে, যা ধর্মীয় স্থাপত্যের উত্সর্গের সাথে সাম্রাজ্যের বিজয়ের স্মারক স্কেলকে পুরোপুরি মিশ্রিত করে।



কেন একে 'দ্য ব্যাটম্যান স্টেপওয়েল' বলা হয়

2012 সালের হলিউড চলচ্চিত্র: 'দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস'-এ নাটকীয় উপস্থিতির কারণে চাঁদ বাওরি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এবং ডাকনাম 'ব্যাটম্যান স্টেপওয়েল' অর্জন করে।

- **হলিউড সেটিং: ভয়ঙ্কর লাজারাস পিট কারাগারের স্থান হিসেবে বাওরি ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে ব্রুস ওয়েন (ব্যাটম্যান) বন্দী হয়েছিলেন এবং গোথামের ঘটনাগুলি দেখতে বাধ্য হন।**
- **সিনেম্যাটিক ইফেক্ট: এর অনন্য, গভীর, এবং পুরোপুরি প্রতিসাম্যযুক্ত সিঁড়ির দেয়াল, যা একটি অপ্রতিরোধ্য বোধ এবং সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, চলচ্চিত্রটিতে অত্যাশ্চর্য প্রভাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, এটি আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে তাত্ক্ষণিকভাবে স্বীকৃত করে তোলে। চমকপ্রদ জ্যামিতি এবং দুর্দান্ত গভীরতা পুরোপুরি অনিবার্য কারাবাসের ফিল্মের থিমের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছিল।**

ইতিহাস: কখন এবং কেন এটি নির্মিত হয়েছিল

বাওরির নির্মাণ এক হাজার বছরেরও বেশি সময় আগের, যা শুষ্ক জলবায়ুতে জল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গভীর উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায়।

- **কখন নির্মিত: প্রাথমিক নির্মাণটি সাধারণত 9ম শতাব্দীর জন্য দায়ী করা হয়, এটি রাজস্থানের গুর্জরা-প্রতিহার রাজবংশের শাসনের মধ্যে স্থাপন করে।**
- **কার দ্বারা: ঐতিহ্যগতভাবে স্টেপওয়েলের নামকরণ করা হয়েছে স্থানীয় শাসক, নিকুম্ভ রাজবংশের রাজা চন্দের নামে, যিনি এর নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেছিলেন।**
- **উদ্দেশ্য: আভানারী একটি মারাত্মক শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত। বাওরি একটি বিশাল, ভূগর্ভস্থ জলাধার হিসেবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, দক্ষতার সাথে মূল্যবান বর্ষার বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল।**
- **শীতল প্রভাব: যেহেতু জলের উৎস গভীর ভূগর্ভে ছিল এবং পুরু পাথরের দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাই নীচের তাপমাত্রা 9-11 ডিগ্রি ফারেনহাইট (5-6 ডিগ্রি সেলসিয়াস) পৃষ্ঠের তুলনায় শীতল ছিল। এটি রাজস্থানের গ্রীষ্মকালে বাওরিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কেন্দ্র এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি শীতল বিশ্রামের স্থান করে তুলেছে।**

আর্কিটেকচার: বেঁচে থাকার জ্যামিতি

চাঁদ বাওরির নকশা সহজ ফাংশন অতিক্রম করে; এটি একটি চমকপ্রদ, প্রতিসম মাস্টারপিস।

- **স্কেল: স্টেপওয়েলটি 13টি তলা (বা স্তর) পৃথিবীতে নেমে আসে এবং প্রায় 100 ফুট (30 মিটার) গভীরতা পরিমাপ করে।**
- **ধাপ: সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হল ধাপগুলির জটিল নেটওয়ার্ক, 3,500 টিরও বেশি সংকীর্ণ, নিখুঁতভাবে প্রতিসম ধাপগুলি একটি সুনির্দিষ্ট, উল্টানো পিরামিড কাঠামোতে সাজানো হয়েছে। এই ধাপগুলি একটি অত্যাশ্চর্য, সম্মোহনী, জিগজ্যাগ প্যাটার্ন তৈরি করে যা সূর্যের কোণের উপর নির্ভর করে স্থানান্তরিত এবং পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।**
- **উপরের প্যাভিলিয়ন: একপাশে, স্টেপওয়েলটিতে অলঙ্কৃত মুঘল-শৈলীর খিলানযুক্ত প্যাভিলিয়ন এবং বারান্দা রয়েছে যা পরবর্তী শতাব্দীতে (17-18 শতক)**







অংশগুলিকে জাদুঘর এবং গ্যালারিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রাসাদটি উঠান, বাগান এবং ভবনগুলির একটি বিশাল কমপ্লেক্স যা মুঘল এবং রাজস্থানী শিল্পকলা প্রদর্শন করে। এর সবচেয়ে জনপ্রিয় আকর্ষণ হল প্রীতম নিবাস চক (ময়ূর ফটকের প্রাঙ্গণ), যেখানে চারটি চমৎকার আঁকা দরজা রয়েছে, প্রতিটি একটি ঋতু এবং একটি হিন্দু দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে। অস্ত্রাগার, টেক্সটাইল যাদুঘর এবং জমকালো দিওয়ান-ই-খাস অন্বেষণে 90 মিনিট থেকে দুই ঘন্টা ব্যয় করার পরিকল্পনা করুন।

হাওয়া মহলে শর্ট স্টপ (বাতাসের প্রাসাদ)

হাওয়া মহল হল জয়পুরের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্মুখভাগ এবং একটি অপরিহার্য, সংক্ষিপ্ত হলে থামুন। এই দুর্দান্ত, পাঁচতলা গোলাপী বেলেপাথরের কাঠামোটি 1799 সালে নির্মিত হয়েছিল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর উড্ডয়ন, মৌচাকের মতো বহির্ভাগ, যাতে 953টি ছোট জানালা (বা ঝাড়োখা) রয়েছে। রাজপ্রাসাদের অনন্য উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় মহিলাদের (পুরদা) নিজেদের দেখা ছাড়াই নীচের জীবন্ত রাস্তার উত্সব এবং দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া। যেহেতু অভ্যন্তরটি তুলনামূলকভাবে বিরল, তাই রাস্তার সম্মুখভাগের প্রশংসা করার জন্য একটি 15-20 মিনিটের ফটো স্টপ সাধারণত যথেষ্ট, যদিও আপনি শহরে ফিরে যেতে পারেন।

5.6.0 জয়পুর ট্যুরিস্ট কম্পোজিট টিকিট: এটা কি আপনার জন্য সঠিক?

(সরকারি_ওয়েবসাইট)

জয়পুর একটি ট্যুরিস্ট কম্পোজিট টিকিট (কখনও কখনও জয়পুর মনুমেন্টস টিকিট বলা হয়) অফার করে, যা শহরের শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলির অনেকগুলিকে সুবিধাজনক, দুই দিনের অ্যাক্সেস দেয়।

যদিও এই টিকিটটি যে কেউ জয়পুরে 2 বা তার বেশি দিন কাটানোর পরিকল্পনা করে তাদের জন্য চমৎকার মূল্য অফার করে, আপনি যদি আমাদের কঠোর, একদিনের ভ্রমণপথ অনুসরণ করেন তবে এটি উপযুক্ত নয়।

কম্পোজিট টিকেট কি কভার করে

যে কেউ দীর্ঘ থাকার পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য টিকিট একটি ভাল চুক্তি। এটি রাজস্থান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ এবং বাগানে একক প্রবেশের ব্যবস্থা করে।

অন্তর্ভুক্ত মূল আকর্ষণ হল:

- **আম্বার প্রাসাদ (আমের ফোর্ট)**
- **আলবার্ট হল মিউজিয়াম (কেন্দ্রীয় জাদুঘর)**
- **হাওয়া মহল (বায়ুর প্রাসাদ)**
- **ইসারলাট**
- **যন্তর মন্তর (রাজকীয় মানমন্দির)**
- **নাহারগড় দুর্গ (শহরের দিকে তাকিয়ে)**
- **সিসোদিয়া রানী গার্ডেন**
- **জয়পুর মেট্রো কালা দিরঘা**
- **বিদ্যাধর গার্ডেন**

টিকিটটি ক্রয়ের তারিখ থেকে পরপর দুই দিনের জন্য বৈধ, এবং আপনি যদি সরকারী ওয়েবসাইট থেকে এটি কিনে থাকেন তবে বিদেশীদের জন্য (লেখার সময়) এর দাম ₹1,100; অন্যান্য স্থান উচ্চ ফি চার্জ করতে পারে.

কেন এটি একদিনের সফরসূচির সাথে খাপ খায় না

আমাদের দিনের 6 যাত্রাপথ ইতিমধ্যেই এক দিনে জয়পুরের গুরুত্বপূর্ণ হাইলাইটগুলি কভার করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে: আম্বার, সিটি প্যালেস, হাওয়া মহল (বহিরাগত), এবং পান্না মীনা কা কুন্ড।

এই কাঠামোবদ্ধ, এক দিনের ভ্রমণের জন্য, আমরা শুধুমাত্র অ্যাম্বার প্যালেস, সিটি প্যালেস এবং পান্না মীনা কা কুন্দ স্টেপওয়েলের জন্য পৃথক টিকিট কেনার পরামর্শ দিই। এটি নিশ্চিত করে যে আপনি কেবলমাত্র সেই সাইটগুলিতে আপনার অর্থ ব্যয় করেন যেগুলি আপনি আরামে পরিদর্শন করতে পারেন এবং মাত্র একটিতে দুই দিনের পাস ব্যবহার করার চেষ্টা করার চাপ এড়াতে পারেন।



6. **আবদুল রহিম খান-ই-খানা: একজন বিখ্যাত হিন্দি ও ফার্সি কবি এবং সামরিক কমান্ডার।**
7. **ফকি আজিয়াও-দিন: একজন সুফি রহস্যবাদী এবং সম্রাটের ধর্মীয় উপদেষ্টা।**
8. **মোল্লা দো পিয়াজা: তার বুদ্ধি এবং দ্রুত, প্রায়ই হাস্যকর, প্রতিক্রিয়ার জন্য পরিচিত।**
9. **রাজা মান সিং প্রথম (কাচওয়াহা শাসক)**









স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

স্থাপত্যগতভাবে, চাঁদ পোল সুরজ পোলের মতো একই প্রতিরক্ষামূলক অখণ্ডতার সাথে নির্মিত, তবে এর উদ্দেশ্য সর্বজনীন প্রদর্শন সম্পর্কে কম এবং নিয়ন্ত্রণ এবং উপযোগিতা সম্পর্কে বেশি:

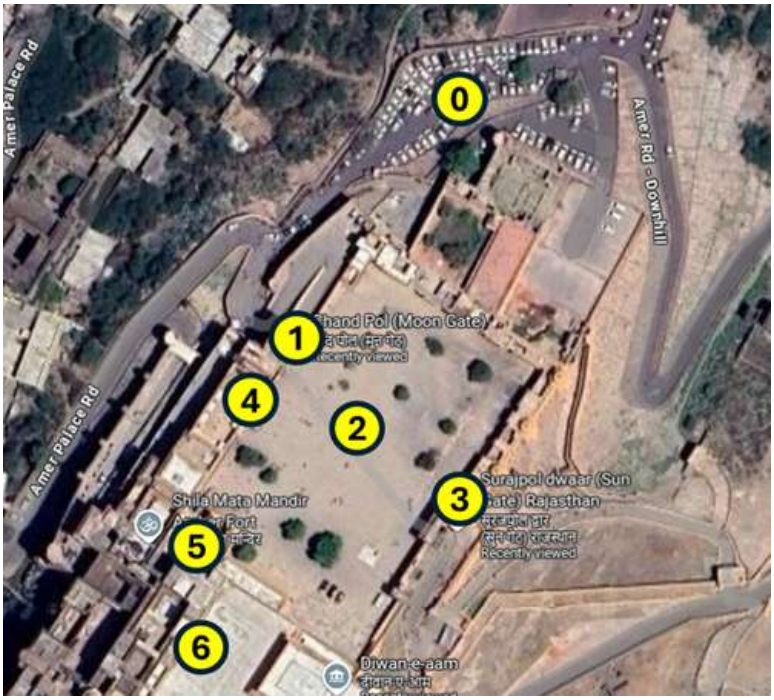
- **নকশা এবং উপাদান: দুর্গের বাকি অংশের মতো এটিও শক্ত লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। এটিতে একটি উল্লেখযোগ্য খিলান রয়েছে এবং এটি প্রতিরক্ষামূলক দেয়ালের মধ্যে গভীরভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা ভারীভাবে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।**
- **প্রতিরক্ষামূলক বাঁক: চান্দ পোল, প্রধান ফটকের মতো, ট্র্যাফিকের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থান করা হয়, যা একটি বৃহৎ, সমন্বিত আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য দ্রুত লঙ্ঘন করা কঠিন করে তোলে।**
- **জল সরবরাহ রুট: ঐতিহাসিকভাবে, এই পশ্চিমের অবস্থানটি রসদ সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সম্ভবত দুর্গটিকে নির্দিষ্ট জলাধার বা পাহাড়ের বিপরীত ঢালে সরবরাহের রাস্তার সাথে সংযোগ করতে পারে।**

চাঁদ পোল একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যে আম্বার ফোর্ট একটি গৌরবময় রাজকীয় বাসস্থান ছিল, এটি প্রথম এবং সর্বাগ্রে একটি কার্যকরী সামরিক দুর্গ যেটির জটিল লজিস্টিক প্রয়োজনগুলি পরিচালনা করার জন্য একাধিক, ভারী সুরক্ষিত অ্যাক্সেস পয়েন্টের প্রয়োজন ছিল।

5.6.1.2 জালেব চক (প্রথম উঠান): মাষ্টার গ্রাউন্ড এবং মিলিটারি হাব

জালেব চক, যাকে প্রায়শই প্রথম উঠান বলা হয়, এটি একটি বিশাল জনসাধারণের স্কোয়ার যা দর্শকদেরসুরজ পোল(সান গেট) বাচাঁদ পোল(মুন গেট) দিয়ে আম্বার ফোর্টে যাওয়ার পর অবিলম্বে অভ্যর্থনা জানায়। শুধুমাত্র একটি খোলা জায়গা থেকে দূরে, এই প্রাঙ্গণটি সমগ্র কমপ্লেক্সের কেন্দ্রীয় সামরিক, আনুষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল। জালেব চকে প্রবেশ বিনামূল্যে, তবে আপনাকে আম্বার প্যালেসের বাকি অংশটি ঘুরে দেখতেটিকিট অফিস-এ টিকিট কিনতে হবে।

0 = শীর্ষের কাছাকাছি পার্কিং লট 1 =চাঁদ পোল (চাঁদের গেট)2 =জলেব চক/১ম উঠান3 =সুরজ পোল (সান গেট)4 =টিকিট অফিস5 =সিংহ পোল সিংহ গেট6 =২য় উঠান0 = শীর্ষ 1 এর কাছাকাছি পার্কিং লট =চাঁদ পোল (চাঁদের গেট)2 =চাঁদ পোল (চাঁদের গেট)2 = ZXQ ZQ8 = ZXQ8 ZXLINK7টিকিট অফিস5 =সিংহ পোল সিংহ গেট6 =২য় উঠানজলেব চক/১ম উঠানসুরজ



0 = Parking Lot near the top
1 = চাঁদ পোল (চাঁদের গেট)
2 = জলেব চক/১ম উঠান
3 = সুরজ পোল (সান গেট)
4 = টিকিট অফিস
5 = সিংহ পোল সিংহ গেট
6 = ২য় উঠান

পোল (সান গেট)









5.6.1.4 টিকেট অফিস

জালেব চক আম্বার ফোর্টের ভিতর দর্শনার্থীদের প্রথম কার্যকরী স্টপ হিসাবে কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, অ্যাম্বার ফোর্ট কমপ্লেক্সে ভর্তির জন্য কেনার জন্য প্রধান টিকিট অফিস এবং কাউন্টারটি জালেব চকেরমুন গেট-এর কাছেই অবস্থিত। পায়ে হেঁটে, জীপ বা ঐতিহ্যবাহী হাতির যাত্রায় আসা দর্শনার্থীরা প্রাসাদের পরবর্তী উঠানে যাওয়ার আগে তাদের প্রবেশের টিকিট কিনে নেবে।



5.6.1.5 সিংহ পোল (সিংহ গেট): রয়্যালটির বাধা

সিংহ পোল, বা সিংহ গেট হল একটি ভারী সুরক্ষিত এবং স্থাপত্যগতভাবে জটিল গেট যা অ্যাম্বার ফোর্টের অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ কমপ্লেক্সের অফিসিয়াল, প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। সুরাজ পোলের বিপরীতে, যেটি জনগণকে পাবলিক স্কোয়ারে ভর্তি করে, সিংহ পোল জলেব চক (1ম উঠান) থেকে দিওয়ান-ই-আম কমপ্লেক্সে (2য় উঠান) এবং এর বাইরের ব্যক্তিগত আবাসিক এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।





ফাংশন: গোলকের বিচ্ছেদ

লায়ন গেটের প্রাথমিক কাজ ছিল সামরিক ও পাবলিক ডোমেইন এবং রাজকীয় ও ব্যক্তিগত ডোমেনের মধ্যে কঠোর বিচ্ছেদ কার্যকর করা:

- **নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার: জালেব চকের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার পরে শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মকর্তা, আবেদনকারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই গেট দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।**
- **রাজকীয় আনুষ্ঠানিক প্রবেশ: এটি ছিল সেই গেট যার মধ্য দিয়ে মহারাজা দিওয়ান-ই-আম (হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স)-এ তার দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনা করতে যেতেন, এটিকে তার সরাসরি উপস্থিতির অত্যন্ত প্রতীকী করে তোলে।**

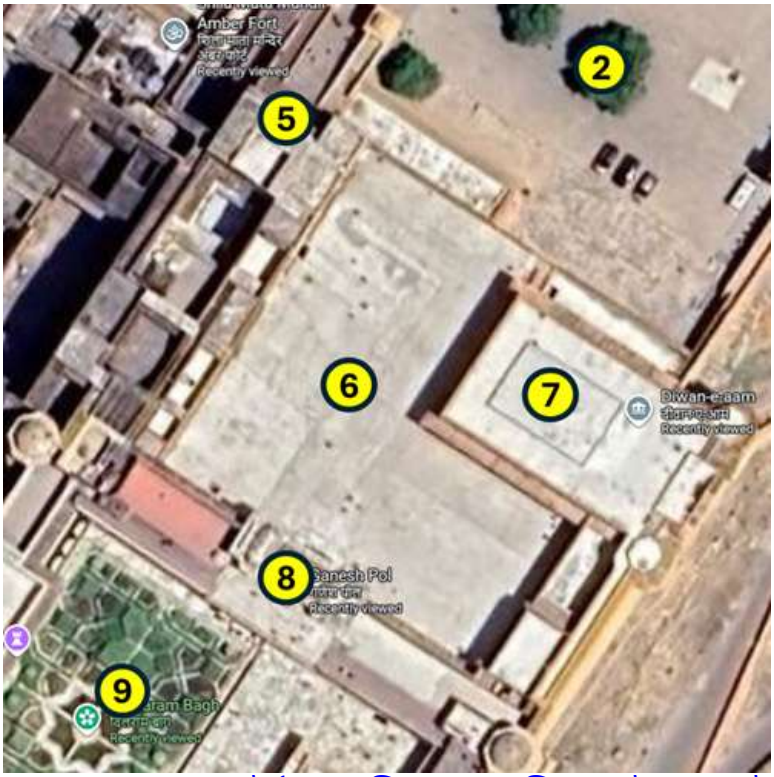
প্রতীকবাদ এবং নিরাপত্তা
গেটের নাম এবং এর উইল্ডিং ডিজাইন অভ্যন্তরীণ প্রাসাদের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়: শক্তি এবং সুরক্ষা।

- **সিংহ (সিংহ): সিংহ শক্তি, সাহস এবং সার্বভৌমত্বের সর্বজনীন প্রতীক। গেটটির নামকরণ 'লায়ন গেট' একটি শক্তিশালী বিবৃতি ছিল যে এর বাইরের এলাকাটি উগ্র ও সার্বভৌম শাসকের ব্যক্তিগত ডোমেইন ছিল।**
- **প্রতিরক্ষামূলক নকশা: স্থাপত্যগতভাবে, গেটটি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোণযুক্ত এবং একটি বক্ররেখায় নির্মিত যাতে সরাসরি, উচ্চ-গতির অশ্বারোহী চার্জ প্রতিরোধ করা হয়। সুরজ পোল লঙ্ঘনকারী একটি শত্রু বাহিনী এখনও সিংহ পোলের শক্ত প্রতিরক্ষামূলক লাইন এবং বাঁক দ্বারা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।**
- **গার্ড পোস্ট: এর বিশাল দেয়ালে লুকানো গার্ড পোস্ট এবং প্রতিরক্ষামূলক লুপ রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে পুরো এলাকাটি সার্বক্ষণিক নজরদারির অধীনে ছিল।**

সিংহ পোল হল সুনির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড যা সর্বজনীন এলাকার শেষ এবং প্রাসাদের অন্তরঙ্গ, শৈল্পিক এবং প্রশাসনিক বিভাগগুলির সূচনাকে চিহ্নিত করে।

5.6.1.6 দ্বিতীয় অঙ্গন: প্রশাসনিক এবং পাবলিক হাব

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণটি অ্যাম্বার ফোর্টের মধ্যে প্রথম সত্যিকারের রাজকীয় স্থান চিহ্নিত করে। জলেব চক থেকে আরোহণের পর এবং কড়া সুরক্ষিত সিংহ পোল (সিংহ গেট) এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, দর্শনার্থীরা এই প্রশস্ত উঠানে আসেন, যা সম্পূর্ণরূপে মহারাজার জনসাধারণের এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে নিবেদিত।



2 = জলেব চক/১ম উঠান
5 = সিংহ পোল সিংহ গেট
6 = ২য় উঠান
7 = দিওয়ান-ই-আম
8 = সুহাগ মন্দিরের সাথে গণেশ পোল গেট
9 = মান সিং মন্দির প্রাঙ্গণ / ৩য় উঠান

2 =জলেব চক/১ম উঠান5 =সিংহ পোল সিংহ গেট6 =২য় উঠান7 =দিওয়ান-ই-আম8 =সুহাগ মন্দিরের সাথে গণেশ পোল গেট9 =মান সিং মন্দির প্রাঙ্গণ / ৩য় উঠান2 =জলেব চক/১ম উঠান5 =সিংহ পোল সিংহ গেট6 =২য় উঠানZ = ZXQ7 = ZXQ8 ZXQ7 = ZXQ8 = ZXQ8মান সিং মন্দির প্রাঙ্গণ / ৩য় উঠানদিওয়ান-ই-আমসুহাগ মন্দিরের সাথে গণেশ পোল গেট

কাজ: সরকার ও বিচার

এই অঙ্গন ছিল রাজ্যের শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল মহৎদিওয়ান-ই-আম(হল অফ পাবলিক অডিয়েন্স), যা আদালতের প্রধান প্রবেশদ্বারের মুখোমুখি।

- **পাবলিক শ্রোতা: এখানেই মহারাজা তাঁর আনুষ্ঠানিক আদালতের অধিবেশন করেছিলেন। তিনি তার সিংহাসনে বসতেন, আবেদনকারীদের কথা শুনতেন, রাজকীয় আদেশ জারি করতেন এবং অধস্তন শাসকদের কাছ থেকে উপনদী অর্থ প্রদান করতেন।**
- **সামরিক কুচকাওয়াজ: যখন জালেব চক ছিল মাষ্টার গ্রাউন্ড, উচ্চ-মর্যাদার সামরিক কুচকাওয়াজ এবং বিজয়ী সৈন্যদের উপস্থাপনা প্রায়শই এই প্রাঙ্গণে, দিওয়ান-ই-আম-এ মহারাজার ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হত।**

- **প্রশাসনিক কেন্দ্র: আশেপাশের ভবন এবং তোরণগুলি রাষ্ট্রের দৈনন্দিন বিষয়গুলি পরিচালনা করতে লেখক, কোষাগার কর্মকর্তা এবং সামরিক কমান্ডাররা ব্যবহার করতেন।**










5.6.1.8 গণেশ পোল (গণেশ গেট) এবং সুহাগ মন্দির: প্রাইভেট থ্রেশহোল্ড

গণেশ পোল হল অত্যাশ্চর্য, বহুতল গেটওয়ে যা অ্যাম্বার ফোর্টের তৃতীয় প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। এই পোর্টালটিকে প্রায়শই সমগ্র প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা জনপ্রশাসন (দিওয়ান-ই-আম) থেকে মহারাজা এবং তার পরিবারের ব্যক্তিগত, একচেটিয়া আবাসিক কোয়ার্টারে স্থানান্তরিত করে।





শুভর প্রবেশদ্বার

গেটটির নামকরণ করা হয়েছে হিন্দু দেবতা ভগবান গণেশের নামানুসারে, বাধা অপসারণকারী, যার ছবি ঐতিহ্যগতভাবে খিলানপথের শীর্ষে শোভা পায়। এই উত্সর্গটি গেটটিকে আচারিক এবং প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে:

- **পবিত্র বাধা: গেট একটি শক্তিশালী বাধা হিসাবে কাজ করে। একবার একজন ব্যক্তি গণেশ পোলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, তারা মারদানা মহল (পুরুষদের কোয়ার্টার) এবং জেনানা (মহিলাদের কোয়ার্টার) প্রবেশ করছিলেন, সাধারণ মানুষের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ এলাকা।**
- **আর্কিটেকচারাল ক্লাইম্যাক্স: সমতল, প্রতিরক্ষামূলক বাহ্যিক গেটগুলির বিপরীতে, গণেশ পোল শিল্পের একটি মাস্টারপিস। এটি তার প্রাণবন্ত ফ্রেস্কো পেইন্টিং এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ রং ব্যবহার করে জটিল প্লাস্টারওয়ার্কের জন্য বিখ্যাত, সূক্ষ্ম জ্যামিতিক এবং পুষ্পশোভিত নিদর্শন দ্বারা সজ্জিত। রঙ এবং মোটিফগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সংরক্ষিত থাকে।**

















স্থাপত্যের জাঁকজমক: দিওয়ান-ই-খাস এবং শীশ মহল
যদিও মান সিং অংশটি ঐতিহাসিক পটভূমি প্রদান করে, তৃতীয় প্রাঙ্গণের প্রধান আকর্ষণ হল এর শ্বাসরুদ্ধকর জাঁকজমক, যা পরবর্তী মহারাজাদের ইমারত দ্বারা প্রভাবিত:

- **দিওয়ান-ই-খাস (প্রাইভেট অডিয়েন্স হল): এখানেই মহারাজা তার মন্ত্রী, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং উচ্চ-নির্বাচিত অভিজাতদের সাথে একান্তভাবে আলোচনা করতেন। এটি সর্বজনীন দিওয়ান-ই-আম-এর চেয়ে অলঙ্করণে আরও ঘনিষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ।**
- **জয় মন্দির (শীশ মহল): এই বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে আনন্দ এবং নান্দনিক উজ্জ্বলতায় নিবেদিত। শীশ মহল (হল অফ মিরর) এখানে অবস্থিত, এটি ছোট আয়নাগুলির চকচকে মোজাইকের জন্য বিখ্যাত যা কোনও আলোর উত্সকে প্রতিফলিত করে, একটি স্বর্গীয় প্রভাব তৈরি করে।**
- **চারবাগ বাগান: প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে একটি ছোট, আনুষ্ঠানিক চারবাগ-শৈলীর বাগান রয়েছে, যা চারটি প্রতিসম বিভাগে বিভক্ত। এই বাগান নকশা, মুঘল ঐতিহ্য থেকে গৃহীত, ব্যক্তিগত প্রাসাদের বাসিন্দাদের জন্য একটি শীতল এবং নান্দনিক মরূদ্যান প্রদান করে।**

তৃতীয় প্রাঙ্গণ হল যেখানে অ্যাম্বার ফোর্টের সামরিক শক্তি তার শৈল্পিক এবং ঘরোয়া প্রতিভাকে পথ দেয়, রাজপুত রাজাদের বিলাসবহুল এবং ভক্তিপূর্ণ জীবনের একটি জানালা দেয়।

























ফাংশন: গোপনীয় শাসন

দিওয়ান-ই-খাসের উদ্দেশ্য ছিল দিওয়ান-ই-আম-এর সর্বজনীন দর্শনের সাথে তীব্রভাবে বিপরীতে একটি অন্তরঙ্গ ও সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা:

- **সমাবেশগুলি নির্বাচন করুন: এই হলটিতে প্রবেশ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে, মহারাজা শুধুমাত্র তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তের সাথে দেখা করেছিলেন - প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সামরিক কমান্ডার, বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং উচ্চ পর্যায়ের বিদেশী দূতদের সাথে।**
- **গোপনীয়তা এবং কূটনীতি: রাষ্ট্রের সমস্ত গোপনীয় বিষয়, সামরিক কৌশল, চুক্তি আলোচনা, এবং সংবেদনশীল বিচারিক বিষয়গুলি এই দেয়ালের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছিল। এটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত কেন্দ্র।**
- **দ্বিতীয় নাম: গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য উদযাপনে এর ভূমিকার উপর জোর দিয়ে এই কাঠামোটিকে প্রায়শই জয় মন্দির (হল অফ ভিক্টরি) নামেও উল্লেখ করা হয়।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য: ঐশ্বর্য এবং অন্তরঙ্গতা
দিওয়ান-ই-খাস ইচ্ছাকৃতভাবে এর পাবলিক পার্টনারের তুলনায় ছোট এবং আরও শালীনভাবে সজ্জিত, যা ভিতরে অনুমোদিত ব্যক্তিদের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

- **বিস্তৃত অলঙ্করণ: যদিও বাইরের অংশটি সাধারণ মার্বেল এবং বেলেপাথর বলে মনে হতে পারে, তবে অভ্যন্তরটিতে সমৃদ্ধ প্লাস্টারওয়ার্ক, ফ্রেস্কো পেইন্টিং এবং জটিল আয়নার কাজ রয়েছে যা একচেটিয়া বিলাসিতা করে।**
- **সেন্ট্রাল থ্রোন প্ল্যাটফর্ম: হলটিতে সাধারণত একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে মহারাজার গদিযুক্ত আসনটি স্থাপন করা হবে, এটি নিশ্চিত করে যে তিনি তার পরামর্শদাতাদের চেয়ে দৃশ্যমানভাবে উঁচু ছিলেন, এমনকি এই ঘনিষ্ঠ পরিবেশেও।**
- **জেনানার নৈকট্য: তৃতীয় প্রাঙ্গণে এর অবস্থান—ব্যক্তিগত খাত—এর অর্থ হল যে রাজপরিবার রাজকীয় রীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় বিচ্ছেদ বজায় রেখে, পাবলিক স্কোয়ার অতিক্রম না করে সহজেই এটিতে প্রবেশ করতে পারে।**

দিওয়ান-ই-খাস রাজপুত প্রশাসনের উচ্চ স্থানের প্রতিনিধিত্ব করে, শাসন, বিলাসিতা, গোপনীয়তা এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জন্য নির্মিত পরিবেশ প্রদর্শন করে।

5.6.1.11 সুখ নিবাস (হল অফ প্লেজার): দ্য সামার রিট্রিট

সুখ নিবাস, যার অর্থ 'সুখের আবাস' বা 'হল অফ প্লেজার', এটি আম্বার ফোর্টের সবচেয়ে ব্যক্তিগত অংশে অবস্থিত, সাধারণত তৃতীয় প্রাঙ্গণের সুন্দর আনুষ্ঠানিক বাগান (চারবাগ) থেকে আইকনিক শীশ মহলের বিপরীতে অবস্থিত। এই প্যাভিলিয়নটি মহারাজার ব্যক্তিগত আবাসিক পশ্চাদপসরণ হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল, যা বিশেষভাবে রাজস্থানী গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ থেকে আরাম এবং পরিত্রাণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।



ফাংশন: একটি প্রাকৃতিকভাবে শীতল বাসস্থান

সুখ নিবাসের প্রাথমিক কাজ ছিল গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ এবং মহারাজার জন্য একটি ব্যক্তিগত আবাসিক ব্লক হিসেবে কাজ করা। প্রতিটি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য শীতল বাতাস সর্বাধিক করার এবং একটি নির্মল পরিবেশ প্রদানের দিকে ভিত্তিক ছিল।

- **প্রাইভেট রিট্রিট: এটি ছিল বিশ্রাম, বিশ্রাম এবং অন্তরঙ্গ সামাজিক সমাবেশের জন্য মহারাজার ব্যক্তিগত স্থান। শুধুমাত্র নিকটতম রাজপরিবারের সদস্য এবং ব্যক্তিগত পরিচারকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।**
- **তাপ থেকে একটি অভয়ারণ্য: প্রাসাদের নকশা ঐতিহ্যগত ভারতীয় প্যাসিভ শীতলতার একটি বুদ্ধিমান উদাহরণ। এটি শীতল বিরাজমান বাতাসের মুখোমুখি হয়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যাধুনিক জল ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছিল।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য: ভারতের প্রথম দিকের এয়ার কন্ডিশনার
সুখ নিবাসের নকশা চকচকে চাক্ষুষ সম্পদ (শীশ মহলের মতো) সম্পর্কে কম এবং কার্যকরী আরাম এবং পরিমার্জিত নান্দনিকতা সম্পর্কে আরও বেশি:

- **জলের চ্যানেল: সবচেয়ে সংজ্ঞায়িত এবং উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য হল মার্বেল জলের চ্যানেল যা প্যাভিলিয়নের অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে চলে। কাছাকাছি জলাধার থেকে টানা জল এখানে প্রবাহিত হয়েছিল।**
- **জলপ্রপাতের প্রভাব: জল তখন প্রবাহিত হয় এবং প্যাভিলিয়নের বাইরের দেয়াল বেয়ে নিচের বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। জল বাষ্পীভূত হওয়ার সাথে সাথে আশেপাশের বাতাস উল্লেখযোগ্যভাবে শীতল হয়েছিল।**
- **চন্দন কাঠের দরজা: বড়, ভারী দরজা এবং জানালা ঐতিহ্যগতভাবে চন্দন কাঠের তৈরি ছিল। এগুলি নিরোধক সরবরাহ করেছিল এবং যখন শীতল, আর্দ্র বাতাস তাদের উপর দিয়ে চলে যায় তখন একটি মনোরম সুগন্ধ প্রকাশ করে।**
- **নান্দনিক: অভ্যন্তরটি সাদা মার্বেল এবং স্টুকোতে, সাধারণ জ্যামিতিক এবং পুষ্পশোভিত মোটিফ সহ, অত্যন্ত সজ্জিত হলগুলির সাথে একটি প্রশান্তিদায়ক বৈপরীত্য প্রদান করে।**

সুখ নিবাস সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে যে কীভাবে রাজপুত শাসকরা নিপুণভাবে আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে বিলাসবহুল জীবনযাপনের সাথে মিশ্রিত করেছিল এমনকি কঠোর জলবায়ুতেও একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে।









ফাংশন: আচার এবং শিথিলকরণ
হাম্মাম কেবল ধোয়ার জায়গার চেয়ে অনেক বেশি ছিল; এটি মহারাজা এবং কখনও কখনও তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অভ্যন্তরীণ বৃত্তের জন্য সংরক্ষিত একটি ব্যক্তিগত পশ্চাদপসরণ ছিল।

- **গরম এবং ঠান্ডা আচার: কমপ্লেক্সটি একটি স্তরযুক্ত স্নানের আচারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে রোমান বা তুর্কি স্নানের মতো শীতল, তেঁতুল এবং গরম ঘরের মধ্যে পরিবর্তন জড়িত ছিল। এটি স্বাস্থ্য এবং ডিটক্সিফিকেশনের জন্য উপকারী বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।**
- **বিলাসিতা এবং গোপনীয়তা: হাম্মামের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রকৃতি মহারাজাকে বিশ্রাম, ম্যাসেজ গ্রহণ এবং কখনও কখনও মন্ত্রীদের সাথে খুব ব্যক্তিগত, অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করার জন্য একটি নিরাপদ এবং শান্ত স্থান প্রদান করে।**

আর্কিটেকচারাল বৈশিষ্ট্য: আরামের জন্য প্রকৌশল
হাম্মামের নকশাটি অত্যন্ত কার্যকরী, একটি নিয়ন্ত্রিত, অন্ধকার পরিবেশে তাপমাত্রা এবং বাষ্প নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকৌশল নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

- **বাঁকা ছাদ এবং খিলান: কক্ষগুলিতে তাপ এবং বাষ্প ধারণ করার জন্য ভারী, বাঁকা এবং খিলানযুক্ত ছাদ রয়েছে। খোলা দর্শক হলের বিপরীতে, উচ্চ তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য হাম্মাম কক্ষগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে আবছা এবং ছোট রাখা হয়।**
- **হাইপোকাস্ট সিস্টেম: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল গোপন হিটিং সিস্টেম, যা হাইপোকাস্ট নামে পরিচিত। গরম জল বাইরের বয়লারে গরম করা হত এবং মার্বেল মেঝেগুলির নীচে লুকানো পাইপের মাধ্যমে প্রবাহিত হত। মেঝেতে ছোট ছিদ্র এবং ছিদ্র বাষ্প উঠতে দেয়, অভ্যন্তরীণ স্নান কক্ষের বাতাস এবং জল গরম করে।**
- **মার্বেল মেঝে এবং দেয়াল: পুরো অভ্যন্তরটি সাধারণত সাদা বা হালকা রঙের মার্বেল দিয়ে রেখাযুক্ত এবং ধ্রুবক আর্দ্রতা পরিচালনা করার জন্য পুরু প্লাস্টার দিয়ে সিল করা হয়। মেঝেগুলি প্রায়শই সাধারণ, কার্যকরী জ্যামিতিক ইনলে প্যাটার্ন দিয়ে সজ্জিত করা হয় যা পিছলে যাওয়া রোধ করতেও সাহায্য করে।**
- **হালকা ভেন্ট: প্রাকৃতিক আলো গম্বুজ এবং ছাদে ছোট, তারা-আকৃতির, বা বৃত্তাকার খোলার মাধ্যমে প্রবেশ করে, বাষ্প-ভরা কক্ষগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া আলো দিয়ে আলোকিত করে।**

হাম্মাম এই সত্যের প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে যে রাজপুত বিলাসিতা চাকচিক্যময় দিওয়ান-ই-খাসের বাইরেও বিস্তৃত ছিল, শাসকের ব্যক্তিগত জীবনে পরিশীলিত জলবায়ু এবং আরাম প্রকৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করে।











ঐতিহাসিক তাৎপর্য: মূল ভিত্তি

পরবর্তী সময়ের আগে, পরবর্তী শাসকদের দ্বারা শীশ মহলের মতো আরও সমৃদ্ধ অংশ যুক্ত করা হয়েছিল, রাজা মান সিং প্রথম (যিনি সম্রাট আকবরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতিদের একজন ছিলেন) দ্বারা নির্মিত প্রাসাদটি ছিল আম্বারে জীবনের কেন্দ্রস্থল।

- **বয়স: এটি 16 শতকের শেষের দিকের স্থাপত্য শৈলীর প্রতিনিধিত্বকারী পরবর্তী দিওয়ান-ই-খাস এবং জটিল আয়নার কাজের পূর্বাভাস।**
- **একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ব: রাজপরিবারের জন্য প্রাথমিক বাসস্থান হিসাবে, এই বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, আবাসিক ব্লক, ভক্তিমূলক স্থান এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।**

ফাংশন: প্রাইভেট উইমেনস কোয়ার্টার (জেনানা)

রাজপ্রাসাদটি রাজকীয় মহিলাদের গোপনীয়তা নিশ্চিত করে পরদাহ (নির্জনতা) প্রথা মেনে চলার জন্য সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছিল:

- **আবাসিক কমপ্লেক্স: পুরো এলাকাটি জেনানা হিসাবে কাজ করত, যেখানে মহারাজার অসংখ্য স্ত্রী, উপপত্নী, সন্তান এবং তাদের সহকারী মহিলা কর্মীদের আবাসন ছিল।**
- **পৃথক অ্যাপার্টমেন্ট: সবচেয়ে অনন্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হল আবাসিক স্থানকে বারোটি স্বতন্ত্র অ্যাপার্টমেন্টে বিভক্ত করা। রাজার প্রাথমিক স্ত্রীদের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত, স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, যা একটি কেন্দ্রীয়, সাম্প্রদায়িক প্যাভিলিয়নকে ঘিরে ছিল। এই চতুর নকশাটি বৃহৎ রাজকীয় পরিবারের জন্য সম্প্রীতি এবং পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল।**

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য: প্রতিসাম্য এবং গোপনীয়তা
মান সিং প্যালেসের লেআউটটি সর্বজনীন প্রদর্শনের চেয়ে কার্যকরী প্রতিসাম্য এবং সর্বাধিক নির্জনতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

- **সেন্ট্রাল বারাদারি (প্যাভিলিয়ন): অ্যাপার্টমেন্টগুলি একটি উঁচু, খোলা-পার্শ্বযুক্ত কেন্দ্রীয় প্যাভিলিয়নের চারপাশে নির্মিত। এই কাঠামোটি রাজকীয় মহিলাদের জন্য একটি সাম্প্রদায়িক সমাবেশের স্থান হিসাবে কাজ করেছিল, বিশেষত উত্সব এবং পারিবারিক উদযাপনের সময়, তাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ করতে দেয়।**
- **স্তম্ভ এবং পাথর: এখানকার স্থাপত্যটি পরবর্তীকালে অত্যন্ত সজ্জিত আদালতের তুলনায় সহজ এবং আরও মজবুত। এতে উপরের গল্পের জানালায় মজবুত স্তম্ভ, পাথরের খোদাই এবং সূক্ষ্ম জলিস (পাথরের পর্দা) রয়েছে, যা নারীদের দেখা ছাড়াই বাইরে তাকানোর অনুমতি দেয়।**
- **কেসার কিয়ারি (জাফরান বাগান): প্রযুক্তিগতভাবে তৃতীয় প্রাঙ্গণের অংশ হলেও, প্রাসাদের নীচে দৃশ্যমান মাওতা লেকের বিখ্যাত কেসার কিয়ারী বাগানটি প্রাথমিকভাবে মান সিং প্রাসাদের বাসিন্দাদের উপভোগ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, উপরের আবাসিক জানালা থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখায়।**



5.6.1.15 কেসার কিয়ারি গার্ডেন (লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো)

কেসার কিয়ারি গার্ডেন হল একটি চমৎকার, ছোট দ্বীপের বাগান যা মাওতা লেকের মাঝখানে অ্যাম্বার ফোর্টের প্রাচীরের নীচে অবস্থিত। এই এলাকা দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে কাজ করে: ঐতিহাসিকভাবে, এটি রাজপরিবারের জন্য একটি সুন্দর, সুগন্ধি মরূদ্যান ছিল; আজ, এটি দুর্গের বিখ্যাত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো-এর জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ।



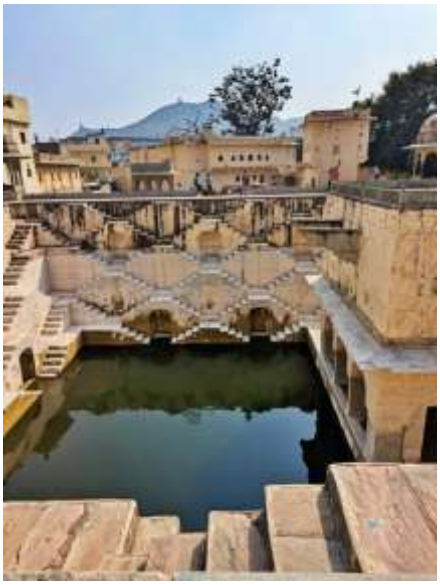
ঐতিহাসিক ফাংশন: জাফরান মরূদ্যান

- **অবস্থান: বাগানটি কৌশলগতভাবে কৃত্রিম মাওতা লেকের মাঝখানে অবস্থিত, যা প্রাসাদ কমপ্লেক্সের প্রধান জলাধার ছিল। বাগানটি একটি সরু কজওয়ে দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত।**
- **নকশা: আনুষ্ঠানিক চারবাগ শৈলীতে নির্মিত (মুঘল এবং রাজপুত স্থাপত্যে একটি চার-অংশের বাগানের বিন্যাস সাধারণ), কেসার কিয়ারিতে প্রতিসম পথ এবং ছোট বিছানা রয়েছে।**
- **নাম: কেসার কিয়ারি অনুবাদ করে 'জাফরান বাগান।' যদিও সন্দেহজনক যে জাফরান (যার জন্য একটি খুব নির্দিষ্ট শীতল জলবায়ু প্রয়োজন) এখানে সমৃদ্ধ হয়েছিল, নামটি সম্ভবত এখানে জন্মানো মূল্যবান ফুল বা মশলাকে বোঝায়, যার ঘ্রাণটি শীতল লেকের বাতাসে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।**
- **রাজকীয় দৃশ্য: বাগানটি মূলত উপর থেকে দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। জেনানার রাজকীয় মহিলারা এবং উপরের প্রাসাদের আঙিনায় (বিশেষ করে সুখ নিবাস) মহারাজা বাগানের প্রাকৃতিক প্রতিসাম্য এবং হ্রদের ঝিলমিল জল উপভোগ করতেন, যা একটি প্রাকৃতিক শীতল প্রভাব প্রদান করে।**







গুরুত্ব: একটি লাইফলাইন এবং একটি কমিউনিটি সেন্টার

আধুনিক প্লাম্বিংয়ের আগে, রাজস্থানের মতো শুষ্ক অঞ্চলে জীবনের জন্য স্টেপওয়েল অপরিহার্য ছিল। পান্না মীনা কা কুন্ডের বহুমুখী গুরুত্ব ছিল:

1. **পানির উৎস: এর প্রাথমিক কাজ ছিল শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা। গভীর গর্তটি ভূগর্ভস্থ জলে প্রবেশ করেছিল এবং আশেপাশের পাথরের কাঠামোটি বর্ষার জলাবদ্ধতা সংগ্রহ করেছিল, যা স্থানীয় জনসংখ্যা এবং তাদের গবাদি পশুকে টিকিয়ে রেখেছিল।**
2. **সোশ্যাল গ্যাদারিং পয়েন্ট: ইউটিলিটির বাইরে, স্টেপওয়েল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিটি সেন্টার। লোকেরা এখানে প্রতিদিন জল তোলা, ছায়ায় শীতল হতে, স্নান করতে এবং সামাজিকতার জন্য জড়ো হবে, এটি আমের সামাজিক কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।**
3. **কুলিং রিট্রিট: স্থাপত্য নিজেই প্রাকৃতিক স্বস্তি প্রদান করে। গভীর কূপ এবং আশেপাশের দেয়াল একটি শীতল মাইক্রোক্লিমেট তৈরি করেছে, এটিকে কঠোর রাজস্থানী তাপ থেকে বাঁচার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা করে তুলেছে।**

কেন আপনি এটা দেখতে হবে

পান্না মীনা কা কুন্ড ইতিহাস, অনন্য স্থাপত্য, এবং প্রশান্তি একটি ভাল মিশ্রণ প্রস্তাব:

- **স্থাপত্য প্রতিসাম্য: এটি একজন ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন, এটি ক্রসক্রসিং সিঁড়িগুলির মুগ্ধকর প্রতিসম প্যাটার্নের জন্য বিখ্যাত। ধাপগুলি নিখুঁতভাবে সংগঠিত, একটি সুনির্দিষ্ট, জ্যামিতিক নেটওয়ার্কে জলের দিকে নিয়ে যায় যা সুন্দর তির্যক রেখা এবং ছায়া তৈরি করে।**
- **শান্ত বায়ুমণ্ডল: কোলাহলপূর্ণ আমের ফোর্টের বিপরীতে, স্টেপওয়েলটি সাধারণত শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ, একটি শান্ত মুহূর্ত এবং জলের উপর এই অঞ্চলের প্রাচীন নির্ভরতাকে প্রতিফলিত করার সুযোগ দেয়।**



পান্না মীনা কা কুন্দ বনাম চাঁদ বাওরি: একটি তুলনা
যদিও আমেরের পান্না মীনা কা কুন্ড এবং আভানেরির চাঁদ বাওরি (যা আমরা গতকাল দেখেছি) উভয়ই স্টেপওয়েল স্থাপত্যের স্মারক উদাহরণ, তারা বিভিন্ন স্কেল এবং উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে। তাদের বৈসাদৃশ্য বোঝা প্রত্যেকটির অনন্য কবজকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

বৈশিষ্ট্য	পান্না মীনা কা কুন্দ (আমের)	চাঁদের বাউড়ি (আভানারী)
স্কেল এবং গভীরতা	মাঝারি আকারের, বর্গাকার আকৃতি। গভীরতা উল্লেখযোগ্য (প্রায় 6-7 গল্প), কিন্তু পরিচালনাযোগ্য।	বিশাল এবং গভীর (3,500 সরু ধাপ, 13টি গল্প, 100 ফুটের বেশি গভীর)। বিশ্বের বৃহত্তম এক.
নির্মাতা ও যুগ	সম্ভবত 16 শতকে মীনা সম্প্রদায় বা কাচওয়াহা রাজপুতদের দ্বারা নির্মিত।	নবম শতাব্দীতে রাজা চন্দ এটিকে অনেক পুরানো করে তৈরি করেছিলেন।
আর্কিটেকচারাল ফোকাস	নিখুঁত প্রতিসাম্য এবং চার দিকের ক্রসক্রসিং ধাপে ফোকাস করা হয়েছে। একটি বহুতল প্যাভিলিয়ন (ছাত্রি) রয়েছে।	মহিমা, চরম গভীরতা এবং নিখুঁত জিগ-জ্যাগ প্যাটার্নে সাজানো ধাপগুলির নিছক সংখ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।
ফাংশন	আমের শহরের প্রাথমিক জলের উৎস এবং সম্প্রদায়ের সমাবেশ কেন্দ্র।	প্রাথমিকভাবে একটি বড় জলাধার এবং একটি স্থাপত্য বিবৃতি যা স্নান এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
অবস্থান	মূল দুর্গের কাছাকাছি আমের ওল্ড টাউনে একীভূত। জয়পুর থেকে সহজ দিনের ট্রিপ।	আভানারির প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত, জয়পুর থেকে একটি উত্সর্গীকৃত দুই ঘন্টার ড্রাইভের প্রয়োজন।
দর্শক অভিজ্ঞতা	অন্তরঙ্গ এবং অত্যন্ত ফটোজেনিক। সহজ অ্যাক্সেস, প্রায়ই শান্ত এবং প্রশান্ত।	বিস্ময়-অনুপ্রেরণাদায়ক এবং স্মারক. খুব জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্টপ।




















কি এই সফর বিশেষ করে তোলে?
রয়্যাল গ্র্যান্ডিউর ট্যুরের উচ্চ মূল্য হল সীমাবদ্ধ এলাকায় অ্যাক্সেসের কারণে যা রাজকীয় জীবনধারার একটি অন্তরঙ্গ আভাস দেয়:

- **দ্য ব্লু রুম (সুখ নিবাস): এটিই হাইলাইট। নীল-সাদা মোটিফ এবং বিলাসবহুল ঝাড়বাতি সমন্বিত এটি একটি দুর্দান্ত, চমৎকারভাবে সজ্জিত ব্যক্তিগত ড্রয়িং রুম। যেহেতু এটি কার্যকরী বাসস্থানের অংশ, তাই ভারতীয় প্রাসাদ ভ্রমণে এমন একটি সুন্দর সংরক্ষিত কক্ষে প্রবেশ অত্যন্ত বিরল।**
- **প্রাইভেট ব্যালকনি এবং ভিউয়িং ডেক: ট্যুরটি আপনাকে চন্দ্র মহলের উচ্চ তলা পর্যন্ত নিয়ে যায়, অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ এবং পুরো প্রাচীর ঘেরা জয়পুর শহরের অতুলনীয় প্যানোরামিক দৃশ্য দেখায়, যা রাজার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।**
- **এক্সক্লুসিভ ন্যারেটিভ: ট্যুরটি একজন নিবেদিতপ্রাণ গাইড দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি রাজপরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নির্দিষ্ট উপাখ্যান এবং ঐতিহাসিক বিবরণ শেয়ার করেন, যা পাবলিক মিউজিয়াম এলাকায় পাওয়া যায় না এমন বিস্তারিত স্তর প্রদান করে।**

মোটকথা, রয়্যাল গ্র্যান্ডিউর ট্যুর হল সেই ভ্রমণকারীদের জন্য যারা মিউজিয়াম হলের বাইরে যেতে চায় এবং আসলে জয়পুর রাজপরিবারের জীবন্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যেতে চায়।

গুরুত্ব: একটি জীবন্ত রাজকীয় উত্তরাধিকার
সিটি প্যালেসটি বেশ কয়েকটি মূল কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

1. **নগর পরিকল্পনা মাস্টারপিস: এটি মহারাজা সওয়াই জয় সিং দ্বিতীয় দ্বারা নির্মিত প্রথম কাঠামোগুলির মধ্যে একটি ছিল যখন তিনি 1727 খ্রিস্টাব্দে জয়পুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত শহর বিন্যাসের কেন্দ্রীয় নেক্সাস গঠন করেছে।**
2. **সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ: প্রাসাদটি আপেক্ষিক শান্তির সময়কালে নির্মিত হয়েছিল এবং মুঘল স্থাপত্যের প্রতিসাম্য কমনীয়তার সাথে প্রাণবন্ত রাজপুত রঙ এবং নকশার একটি বিরামহীন মিশ্রণ প্রদর্শন করে।**
3. **সক্রিয় বাসস্থান: প্রাসাদের চন্দ্র মহল অংশে এখনও প্রাক্তন শাসক পরিবারের বংশধরদের বসবাস।**

আপনি কি দেখতে পাবেন: উঠোন এবং গেটস

শহরের রাজকীয় ঐতিহ্য এবং এর সবচেয়ে আইকনিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলি অনুভব করার জন্য একটি দর্শন অপরিহার্য:

- **মোবারক মহল (স্বাগত প্রাসাদ) এটি আপনার মুখোমুখি প্রথম প্রধান ভবন। এটি মিশ্রিত স্থাপত্যের একটি নিখুঁত উদাহরণ এবং বর্তমানে ঐতিহাসিক পোশাক সমন্বিত রয়্যাল টেক্সটাইল এবং পোশাকের জাদুঘর রয়েছে।**

- **দিওয়ান-ই-খাস (প্রাইভেট অডিয়েন্স হল) এই মণ্ডপটি তার দুটি বিশাল গঙ্গা জলির রৌপ্য কলসের জন্য পরিচিত। এই দুটি স্টার্লিং রৌপ্য পাত্র গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস দ্বারা বিশ্বের বৃহত্তম রৌপ্য বস্তু হিসাবে স্বীকৃত, যা মহারাজা মাধো সিং দ্বিতীয় দ্বারা 1902 সালে ইংল্যান্ডে তাঁর ভ্রমণে পবিত্র গঙ্গা নদীর জল বহন করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।**

- **পিতাম নিবাস চক (ময়ূর দরজার আঙিনা) এটি প্রাসাদের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ছবি তোলা অংশ। এটি একটি ছোট ভিতরের উঠোন যা চন্দ্র মহলের দিকে নিয়ে যায়। প্রাঙ্গণটি চারটি দর্শনীয়, জটিলভাবে আঁকা গেট দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, প্রতিটি একটি ভিন্ন ঋতু এবং একটি ভিন্ন দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে:**

    - **ময়ূর গেট (লেহেরিয়া): শরতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।**
    - **লোটাস গেট: গ্রীষ্মের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভগবান শিব-পার্বতীকে উৎসর্গ করে।**
    - **গ্রিন গেট (লেহেরিয়া): বসন্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি ভগবান গণেশকে উৎসর্গ করে।**
    - **গোলাপ গেট: শীতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দেবী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়।**
- **চন্দ্র মহল: ব্যক্তিগত বাসস্থান চন্দ্র মহল বর্তমান রাজপরিবারের সাততলা বাসভবন। আপনি যদি প্রিমিয়াম রয়্যাল গ্র্যান্ডিউর টিকেট ক্রয় করেন, তাহলে আপনি বিখ্যাত ব্লু রুম (সুখ নিবাস) এর মতো সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার করা ব্যক্তিগত কক্ষগুলিতে অ্যাক্সেস পাবেন, যা প্রাসাদের সবচেয়ে একচেটিয়া এবং অত্যাশ্চর্য অভ্যন্তরীণ স্থানগুলির মধ্যে একটি।**

5.6.5 হাওয়া মহল (বায়ুর প্রাসাদ)

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

খোলার সময়:

- **রাস্তা থেকে দৃশ্য: 24/7**
- **অভ্যন্তরীণ: প্রতিদিন 9:00 AM থেকে 4:30 PM পর্যন্ত।**

ভর্তির মূল্য:

- **রাস্তার দৃশ্য: বিনামূল্যে**
- **অভ্যন্তরীণ: বিদেশীদের জন্য ₹50**

এন্ট্রি পয়েন্ট

- অভ্যন্তরীণ অন্বেষণের প্রবেশদ্বারটি কাঠামোর পিছনে অবস্থিত, মূল সম্মুখভাগে নয়। টিকিট অফিস খুঁজে পেতে আপনাকে অবশ্যই ব্লকের চারপাশে হেঁটে যেতে হবে।

অভ্যন্তরীণ ভিউ

- একবার ভিতরে, আপনি উপরের স্তরে ঢালু র‍্যাম্প (কোন সিঁড়ি নেই) আরোহণ করতে পারেন। পেছন থেকে, কাঠামোটি সুন্দর, স্তম্ভযুক্ত কক্ষগুলিতে খোলে, এবং আপনি রাজকীয় মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুভব করে নীচের রাস্তায় বিখ্যাত ঝাড়োখাগুলির মধ্য দিয়ে দেখতে পারেন।

হাওয়া মহল (আক্ষরিক অর্থে 'প্যালেস অফ উইন্ডস') হল জয়পুরের সবচেয়ে আইকনিক ভবন এবং রাজপুত স্থাপত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ। এই অনন্য, পাঁচতলা কাঠামোটি ঐতিহ্যগত অর্থে একটি প্রাসাদ নয়, বরং একটি দুর্দান্ত, শোভাময় সম্মুখভাগ যা বিশেষভাবে রাজকীয় মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নির্জন থাকাকালীন বাইরের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।















স্থাপত্য বিস্ময়: কোন ভিত্তি এবং নিখুঁত বক্ররেখা নেই
হাওয়া মহল স্থাপত্য প্রকৌশলে দুটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ধারণ করে:

1. **কোন ভিত্তি নেই: হাওয়া মহলকে ঐতিহ্যগত ভিত্তি ছাড়াই নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঁকা, পিরামিডের মতো আকৃতি এবং এর পাতলা, পার্শ্বীয় দেয়ালের কারণে পাঁচতলা কাঠামোটি খাড়া এবং স্থিতিশীল থাকে। এই ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলটি ওজনকে দক্ষতার সাথে বিতরণ করে, এটিকে টপকে যাওয়া থেকে রোধ করে। এটি রাজপুত এবং মুঘল স্থাপত্য দক্ষতার একটি প্রমাণ।**
2. **প্রাকৃতিক শীতাতপনিয়ন্ত্রণ: প্রাসাদের আইকনিক 953টি ছোট জানালা, বা ঝাড়োখা, একটি অনন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করে। নকশাটি ভেনটুরি প্রভাব ব্যবহার করে প্রাসাদের মধ্য দিয়ে শীতল বাতাস (হাওয়া) প্রবাহিত করে, এমনকি চরম রাজস্থানী গরমেও অভ্যন্তরীণ আরামদায়ক রাখে।**

ইতিহাস এবং নির্মাতা
হাওয়া মহলটি 1799 খ্রিস্টাব্দে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিং সংলগ্ন সিটি প্যালেস কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ হিসাবে চালু করেছিলেন। এর একমাত্র কাজটি ছিল একটি নির্জন দৃশ্যের পর্দা প্রদান করা যেখানে রাজকীয় মহিলারা (জেনানা) পারদাহ (নির্জনতা) প্রথা ভঙ্গ না করে প্রাণবন্ত রাস্তার উত্সব এবং রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখতে পারে।
মহারাজা ভগবান কৃষ্ণের মুকুটের অনন্য আকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা তার দরবারী মহিলাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলিও পূরণ করে। এটি সিটি প্যালেস কমপ্লেক্সের একটি সম্প্রসারণ ছিল, যা শহরের বাজারের প্রধান রাস্তাটি দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

আর্কিটেকচার: দ্য হাইভ অফ উইন্ডোজ
গঠনটি ভারতীয় স্থাপত্যে অতুলনীয়:

- **সম্মুখভাগ: হাওয়া মহল মূলত গোলাপী এবং লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত একটি পাঁচতলা পর্দা। এটি উপরের তলায় প্রায় একটি কক্ষ গভীর।**
- **উইন্ডোজ (ঝাড়োখাস): সবচেয়ে সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হল এর 953টি ছোট জানালা, বা ঝাড়োখা, প্রতিটি জটিল জালি কাজ (জালি) দিয়ে সজ্জিত। এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি ধ্রুবক, বাতাসযুক্ত বায়ুচলাচল সরবরাহ করার সময় মহিলাদেরকে বাইরে পিয়ার করার অনুমতি দেওয়ার দ্বৈত উদ্দেশ্য পরিবেশন করেছিল।**
- **শৈলী: বিল্ডিংটি রাজপুত-মুঘল উপাদানগুলিকে নিখুঁতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে সুন্দর খিলান, ফুলের নিদর্শন এবং সূক্ষ্ম ফিলিগ্রি কাজ রয়েছে।**

5.7 দিন 7: জয়পুর থেকে দিল্লি ট্রানজিট এবং চূড়ান্ত অনুসন্ধান

দিন 7 রাজস্থানের রয়্যালটি থেকে জমজমাট রাজধানীতে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে, আগামীকাল আপনার আন্তর্জাতিক প্রস্থানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। দিনের ফোকাস হল একটি আরামদায়ক সকালের ট্রেন যাত্রা এবং দিল্লিতে দুটি বিপরীত ঐতিহাসিক রত্ন অন্বেষণে কাটানো একটি বিকেল—মহাত্মা গান্ধীর প্রতি একটি মর্মস্পর্শী শ্রদ্ধা এবং একটি প্রাচীন, রহস্যময় সোপান।

গুরুত্বপূর্ণ: জয়পুর রেলওয়ে স্টেশন (মানচিত্র,পর্যালোচনা,টিকিট) থেকে দিল্লি ক্যান্ট ট্রেন স্টেশন (মানচিত্র,পর্যালোচনা) পর্যন্ত সকালের 7:50 AM CDG বন্দেভারতের মতো একটি সকালের ট্রেন বুক করা উচিত ছিল যাতে নিশ্চিত করতে সপ্তাহ বা মাস আগে টিকিট পাওয়া যায়।এখানে ট্রেনের টিকিট বুকিংসম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজুন। ট্রেন যাত্রায় প্রায় 3 ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগবে।
ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর পরে, আপনার হোটেলে একটি উবার বা ট্যাক্সি নিন। যেহেতু আপনি আগামীকাল রওনা হচ্ছেন,পুলম্যান নিউ দিল্লি অ্যারোসিটি, বা Aerocity এলাকায়হায়াতের আন্দাজ দিল্লিএর মতো 5-তারা হোটেলগুলি আপনার সারাজীবনের ভ্রমণের একটি গৌরবময় সমাপ্তি ঘটায়।

বিকেল: দিল্লির বিপরীত ইতিহাস

দিল্লিতে আপনার চূড়ান্ত সফরের জন্য, আপনি হয় সেই গন্তব্যগুলি ভ্রমণ করতে পারেন যেগুলি আপনি আগে মিস করেছেন, অথবা দুটি জায়গায় ফোকাস করতে পারেন যা দিল্লির গভীরতা প্রদর্শন করে, এর আধুনিক ইতিহাস থেকে মধ্যযুগীয় রহস্য পর্যন্ত: গান্ধী স্মৃতি এবং অগ্রসেন কি বাওলি।

গান্ধী স্মৃতি: একটি আধুনিক শহীদের উত্তরাধিকার
গান্ধী স্মৃতি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর, যেখানে মহাত্মা গান্ধী তার জীবনের শেষ 144 দিন কাটিয়েছিলেন এবং যেখানে তাকে 30 জানুয়ারী, 1948-এ দুঃখজনকভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে। এটি একটি গভীর জাতীয় ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের একটি স্থান, যা গান্ধীর জীবনী এবং ইতিহাসের ইতিহাসকে গভীরভাবে চলমান অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ভবনটি আগে বিড়লা হাউস নামে পরিচিত ছিল।

- **কেন যান: নির্মল মাঠ এবং মর্মস্পর্শী প্রদর্শনী - যেখানে গান্ধী ঘুমিয়েছিলেন সেই কক্ষটি এবং লনে যে স্থানে তিনি পড়েছিলেন তার সঠিক স্থান সহ - এটিকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস বোঝার জন্য একটি অপ্রত্যাশিত গন্তব্য করে তোলে। পায়ের ছাপ দ্বারা চিহ্নিত একটি পথ তার ঘর থেকে হত্যার স্থানে নিয়ে যায়।**

অগ্রসেন কি বাওলি: একটি প্রাচীন জল মন্দির
অগ্রসেন কি বাওলি হল একটি অত্যাশ্চর্য, প্রাচীন সোপান (বা বাওলি) যা আশ্চর্যজনকভাবে কনট প্লেসের আধুনিক হৃদয়ের কাছাকাছি অবস্থিত। মূলত কিংবদন্তি রাজা অগ্রসেন দ্বারা নির্মিত বলে বিশ্বাস করা হয়, বিদ্যমান কাঠামোটি 14 শতকের। এই সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভটি তার আকর্ষণীয় স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত, যেখানে



5.7.1 গান্ধী স্মৃতি: একটি শহীদের পবিত্র স্থান

(মানচিত্র,পর্যালোচনা,ওয়েবসাইট)

প্রবেশ মূল্য: সকল দর্শকদের জন্য প্রবেশ বিনামূল্যে।

খোলার সময়: প্রতিদিন সকাল 10:00 AM থেকে 6:30 PM পর্যন্ত কিন্তু সোমবার এবং জাতীয় ছুটির দিনে বন্ধ থাকে।

গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর হল একটি পবিত্র তীর্থস্থান যা মহাত্মা গান্ধীর জীবনের চূড়ান্ত, দুঃখজনক অধ্যায় এবং আধুনিক স্বাধীন ভারতের জন্মস্থানকে চিহ্নিত করে। নতুন দিল্লিতে পূর্বে বিড়লা হাউসের উপর অবস্থিত, বিস্তৃত ঔপনিবেশিক যুগের বাসভবনটি সেই ব্যক্তির জন্য একটি মর্মস্পর্শী স্মারক হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যিনি ভারতকে অহিংসার মাধ্যমে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন।











স্থাপত্য এবং তীর্থযাত্রীদের পথ

স্থাপত্যটি একটি বৃহৎ, 20 শতকের গোড়ার দিকের দিল্লি প্রাসাদের মতো, কিন্তু যেভাবে স্মৃতিসৌধটি স্থাপন করা হয়েছে তা দর্শকদের একটি ইচ্ছাকৃত এবং আবেগপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে নির্দেশিত করে:

1. **মেমোরিয়াল যাদুঘর মূল বাড়িটি প্রদর্শনী হলের একটি সিরিজে রূপান্তরিত হয়েছে। এইগুলিতে বিস্তৃত ফটো ডিসপ্লে, মডেল, ভাস্কর্য এবং শিল্পকর্ম রয়েছে যা গান্ধীর গুজরাটে তার শৈশব থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন কর্মী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব পর্যন্ত তার সমগ্র জীবনকে বর্ণনা করে।**

2. **গান্ধীর শেষ কক্ষ (সংরক্ষিত) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং প্রভাবিত স্থান হল সংরক্ষিত কক্ষ যেখানে গান্ধী থাকতেন। রুমটি স্পার্টান, যেখানে কেবল তার সাধারণ বিছানা, তার চরকা (চরখা), কয়েকটি বই এবং তার লেখার ডেস্ক রয়েছে। একটি একক জানালা বাগানটি দেখায়। এটা ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে যখন তিনি চূড়ান্ত সময়ের জন্য এটি ছেড়েছিলেন।**

3. **শহীদের পথ এবং কলাম। পরিদর্শনের আবেগময় ক্লাইম্যাক্স বাইরে লনে। পায়ের ছাপ দিয়ে চিহ্নিত একটি সংক্ষিপ্ত, আবদ্ধ পাথরের ফুটপাথ তার সংরক্ষিত কক্ষ থেকে তাকে গুলি করা স্থানে নিয়ে যায়।**

    - **শহীদ স্তম্ভ: এই পথের শেষে একটি সরল, উঁচু পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে যা শহীদ কলাম বা হুতাত্মা চক নামে পরিচিত। গান্ধী যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেটিকে চিহ্নিত করে।**
    - **শিলালিপি: কলামটি দেবনাগরী শিলালিপি বহন করে হে রাম (ওহ ঈশ্বর), যা ব্যাপকভাবে তার শেষ শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়।**

কেন প্রতিটি ভ্রমণকারীর পরিদর্শন করা উচিত

গান্ধী স্মৃতি একটি ঐতিহাসিক সফর, এবং ভারতের আদর্শিক আত্মার সাথে একটি সাক্ষাৎ প্রদান করে।

- **সংবেদনশীল ওজন: প্রদর্শনীর সরলতা এবং সাইটের সংরক্ষিত সত্যতা একটি গভীর এবং শান্ত পরিবেশ তৈরি করে। দর্শনার্থীরা প্রায়শই সেখানে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের স্পষ্ট ওজন অনুভব করে।**
- **অহিংসা বোঝা: এটি সত্যাগ্রহ (সত্য শক্তি) এবং অহিংসার দর্শনের সবচেয়ে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যা বিশ্বব্যাপী ভারতের ভাগ্য এবং অনুপ্রাণিত আন্দোলনকে রূপ দেয়।**
- **নির্মল গ্রাউন্ডস: এর ভয়াবহ ইতিহাস সত্ত্বেও, স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্সটি শান্ত এবং সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, যা দিল্লির ধ্রুবক শব্দ থেকে দূরে প্রতিফলনের জন্য একটি শান্ত স্থান সরবরাহ করে।**

নাম 'মহাত্মা'

মহাত্মা উপাধিটি গান্ধীর নাম নয়, বরং তাকে দেওয়া একটি সম্মানজনক উপাধি। এটি একটি যৌগিক সংস্কৃত শব্দ যা গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে:

- **মহা: মানে 'মহান'।**
- **আত্মা: মানে 'আত্মা' বা 'আত্মা'।**

অতএব, মহাত্মা আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করেছেন 'মহান আত্মা'।



মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবন (1869-1948) ছিল ব্যক্তিগত এবং দার্শনিক রূপান্তরের একটি যাত্রা, যা একজন লাজুক, ব্রিটিশ-প্রশিক্ষিত আইনজীবী থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় নেতাতে পরিণত হয়েছিল। তার সত্যাগ্রহের নীতি (অহিংস প্রতিরোধ) আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিবাদকে নতুন আকার দিয়েছে।

1. **প্রারম্ভিক জীবন এবং শিক্ষা (1869-1893) গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণকারী, গান্ধী 1888 সালে লন্ডনের অভ্যন্তরীণ মন্দিরে আইন অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করার আগে তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল ভারতীয় শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজ সমাজ এবং তার সংরক্ষিত প্রকৃতির সাথে তার প্রাথমিক সংগ্রাম সত্ত্বেও, তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি 1891 সালে ভারতে ফিরে আসেন, একটি আইন অনুশীলন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই সময়কাল পেশাদার ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল।**

2. **দক্ষিণ আফ্রিকা: সত্যাগ্রহের জন্ম (1893-1915) গান্ধীর জীবনে মোড় আসে যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে একটি আইনি চুক্তি গ্রহণ করেন। তিনি অবিলম্বে গুরুতর জাতিগত বৈষম্যের সম্মুখীন হন, সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হল পিটারমারিটজবার্গে একটি প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের বগি থেকে জোরপূর্বক অপসারণ করা। এই তাকে জাগানো.**

    - **রাজনৈতিক সক্রিয়তা: তিনি ব্রিটিশ ও বোয়ার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত ভারত বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করে দুই দশক অতিবাহিত করেন।**
    - **সত্যাগ্রহ: এখানেই তিনি সত্যাগ্রহের (আক্ষরিক অর্থে 'সত্য শক্তি') তার শক্তিশালী দর্শনের বিকাশ ও পরিমার্জন করেছিলেন। এই কৌশলটি অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত, অহিংস গণ প্রতিরোধ (নাগরিক অবাধ্যতা) জড়িত ছিল, একটি পদ্ধতি যা তার ভবিষ্যত নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করবে।**

3. **ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং চম্পারণ আন্দোলন (1915-1920) 45 বছর বয়সে ভারতে ফিরে আসার পর, গান্ধী প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বোঝার জন্য দেশটি সফর করেছিলেন। তিনি দ্রুত স্থানীয় সংগ্রামে জড়িত হন:**

    - **চম্পারণ: 1917 সালে, তিনি শোষণমূলক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সফলভাবে নাগরিক অবাধ্যতা ব্যবহার করেছিলেন যার অধীনে বিহারের চম্পারনে দরিদ্র কৃষকরা ব্রিটিশ চাষীদের জন্য নীল চাষ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই বিজয় তাকে একজন শক্তিশালী জাতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যিনি সফলভাবে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।**

4. **নেতৃত্ব এবং অসহযোগ (1920-1930) 1919 সালে ভয়াবহ জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার পরে, গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোযোগ সম্পূর্ণ স্ব-শাসনের**

দিকে সরিয়ে দেন। তিনি 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

- মূল কৌশল: এই আন্দোলনের সাথে ভারতীয় জনগণকে সরকারী প্রতিষ্ঠান, আদালত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাহার করা জড়িত। এটি বিদেশী পণ্য বয়কট এবং খাদির (হাত কাটা কাপড়) প্রচারের উপর জোর দেয়, চরকাকে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ব্রিটিশ টেক্সটাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত করে।















- **উপরের কাঠামো: দৃশ্যমান শীর্ষ অংশ, যেখানে একটি স্তম্ভযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে, একসময় সম্ভবত রক্ষী বা পরিচারকদের জন্য ছোট কক্ষ ছিল।**



6. সমাপনী মন্তব্য

ব্যাকপ্যাক এবং স্নরকেল থেকে রুডি সম্পর্কে

আমি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং 2003 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছি। আমার স্ত্রী এবং আমি সত্যিই একটি বহুজাতিক দম্পতি: আমি, আমার জার্মান পটভূমি এবং সে তার চীনা ঐতিহ্যের সাথে। আমরা দুজনেই ইউএসএতে থাকি।

দুঃখজনকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অর্থ হল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের কাছে ছুটির দিন অনেক কম আছে যেমন জার্মানি এবং এইভাবে আমরা খুব ঘন ঘন ভ্রমণ করতে পারি না।

অনেক ট্রায়াল এবং ত্রুটির মাধ্যমে, আমরা আমাদের আদর্শ ভ্রমণ এবং অবকাশ শৈলী খুঁজে পেয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে ফোকাস করে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করা, স্থানীয়দের সাথে দেখা করার জন্য সময় পরিকল্পনা করা এবং অবশ্যই, বিশ্রামের জন্য আমাদের অগ্রাধিকার।

আমরা স্থানীয় খাবারের প্রশংসা করতে শিখেছি এবং যতটা সম্ভব স্থানীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র মজা করার জন্য, আমরা প্রতিটি দেশে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়ার চেষ্টা করি। এটি একেবারে আশ্চর্যজনক যে সমস্ত গ্রহ জুড়ে চাইনিজ খাবার কতটা আলাদা।



স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করা
আপনি আপনার ছুটিতে 10,000টি ফটো তুলতে পারেন, এক আকর্ষণ থেকে অন্য আকর্ষণে ছুটে যেতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার হৃদয়ে যা মনে রাখবেন তা হল আপনি কীভাবে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করেছিলেন।

আমার জন্য, এটি যেমন ছিল ক্যানিয়ন ডি চেলিতে স্পাইডার রক (কখনও এই মার্কিন জাতীয় উদ্যানের কথা শুনেছেন?) আমি যখন এটি প্রথম দেখেছিলাম, তখন আমি এই মহিমান্বিত প্রাকৃতিক ওবেলিস্ক এবং এটি যে সুন্দর গিরিখাতটি বসে আছে দেখে আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি সেখানে আরও দুইবার গিয়েছি এবং এখনও একই রকম অনুভব করছি।

অথবা ইসলা মুজেরেসের কথা ভাবুন, কানকুন, মেক্সিকোর বাইরের একটি ছোট দ্বীপ। উপরিভাগে, প্লেয়া নর্তে সম্ভবত মেক্সিকোর সবচেয়ে সুন্দর সৈকত, এবং এটি সর্বদা ভিড় করে এবং সেখানে নোঙর করা নৌকাগুলি উচ্চস্বরে গান বাজায়।
ভূপৃষ্ঠের নীচে, Isla Mujeres খুব আরামদায়ক, বেশ হাঁটাচলা করা যায় এবং এতে বন্ধুত্বপূর্ণ স্থানীয়, ভাল খাঁটি মেক্সিকান খাবার এবং ভাল আন্তর্জাতিক খাবার রয়েছে এবং প্রায়শই খুব সাশ্রয়ী হয়।

ইসলা মুজেরেস আমাদের ব্যক্তিগত স্বর্গ!



আপনার ব্যাকপ্যাক এবং স্নরকেল প্যাক করুন এবং চলুন

আমাদের ভ্রমণ শৈলী বছরের পর বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। আজকাল যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন আমরা আলো প্যাক করি এবং সাধারণত প্রতি ব্যক্তি প্রতি একটি ছোট ব্যাকপ্যাকের প্রয়োজন হয় - আমার ট্রাভেলিং লাইটগাইডদেখুন।

এই নির্দেশিকাটির সাহায্যে, আমি আপনাকে মূল্য দিতে চাই এবং আপনাকে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করার লক্ষ্যে আপনার নিজের স্বস্তিদায়ক ছুটির পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে চাই!

আপনার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন.